প্রস্তুত করিবে। মাত্রা দুই আনা হইতে ॥॰ আধ তোলা।

জীরা—আগ্নেয়।

সিদ্ধি—

ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিণী পাচনী লঘুঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহ মদবাগ্বহ্নি বর্দ্ধিনী॥
মদনোদ্দীপনী নিদ্রা জননী হর্ষদায়িনী।
হনুস্তম্ভং জলত্রাসং বিসূচীঞ্চমদাত্যয়ম্।॥
প্রবৃত্তি রজসোবহ্বীং হন্ত পত্য প্রসূতিকৃৎ॥

ইহা কফ নাশক, তিক্ত, গ্রাহী, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিত্তকারক, মোহকারক, মাদক, অগ্নিবর্দ্ধক, কামোদ্দীপক, নিদ্রাজনক ও হর্ষদায়ক। ইহার দ্বারা ধনুষ্টঙ্কার, জলত্রাস, বিসূচিকা, মদাত্যয় ও অধিক রজঃপ্রবৃত্তি নিবারিত হয়। ইহার দ্বারা জরায়ু শৈথিল্য নিবারণ হওয়ায় প্রসব বাধা দূরীভূত হয়।

লৌহ—কফ পিত্তনাশক। বঙ্গ—পুষ্টিকারক। অভ্র ত্রিদোষ প্রশমক। মৌরী—আগ্নেয়। তালীশপত্র—কফবাতঘ্ন। জৈত্রী—অগ্নিকারক। জাম্বফুল—ধারক। ধনে গ্রাহী। হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। বহেড়া কফ পিত্তপ্রশমক। দারুচিনি—বায়ু ও পিত্তপ্রশমক। তেজপত্র—কফবাতঘ্ন। এলাইচ—আগ্নেয়। নাগেশ্বর—আমদোষ নিবারক। লবঙ্গ—গ্রাহী।

শিলাজতু—

শিলাজতু স্মৃতং তিক্তং কটূষ্ণং কটুপাকি চ।
রসায়নং যোগবাহি শ্লেষ্ম মেহাশ্ম শর্করাঃ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষয়ং শ্বাসং শোথমর্শাংসি পাণ্ডুতাম্।
বাতরক্তং তথা কুষ্ঠমপস্মারোদরং ভবেৎ॥

শোধিত শিলাজতু তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কটুপাক, রসায়ন, যোগবাহক ও কফঘ্ন। ইহা সেবনে মেহ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, শোথ, অর্শ, পাণ্ডুরোগ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ অপস্মার ও উদর রোগের শান্তি হয়।

শ্বেত চন্দন—

চন্দনং শীতলং রুক্ষং তিক্তমাহ্লাদনং লঘু।
শ্রম শোষ বিষ শ্লেষ্ম তৃষ্ণা পিত্তাস্র দাহনুৎ॥

ইহা শীতল, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, আহ্লাদজনক ও লঘু। শ্রান্তি, শোষ, বিষদোষ, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা রক্তপিত্ত দাহ নিবারণ—ইহা সেবনে হইয়া থাকে।

রক্তচন্দন—বমন, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর ব্রণ, ও বিষদোষ প্রভৃতি নষ্টকারক শক্তি বিশিষ্ট।

জটামাংসী—

মাংসী তিক্তা কষায়াচ মেধ্যা কান্তি বলপ্রদা।
স্বাদ্বী হিমা ত্রিদোষাস্র দাহ বীসর্প কুষ্ঠনুৎ॥

ইহা তিক্ত, কষায়, স্মরণশক্তিবর্দ্ধক, বলকারক, কান্তিপ্রদ, স্বাদু, শীতল, ত্রিদোষঘ্ন রক্তদোষ ও কুষ্ঠ রোগ নাশক।

দ্রাক্ষা—

দ্রাক্ষা পক্কাসরা তিক্তা চক্ষুষ্যা বৃংহনী গুরুঃ।
স্বাদু পাক রসা স্বর্য্যা তুবরা সৃষ্ট মূত্রবিট্॥
কোষ্ঠ মারুত কৃত বিষ্যা কফ পুষ্টি রুচিপ্রদা।
হন্তি তৃষ্ণা জ্বর শ্বাস বাত বাতাস্র কামলাঃ॥
কৃচ্ছ্রাস্র পিত্ত সংমোহ দাহশোষ মদাত্যয়ান্।

পক্ক দ্রাক্ষা কারক শীতল, সর, চক্ষের হিতকর, পুষ্টিকারক, গুরু, পাকে স্বাদু, স্বর বিশুদ্ধ, কষায়, বৃষ্য, ভেদক, মূত্রকারক, কফ বর্দ্ধক, পুষ্টিকর রোচক, কোষ্ঠে বায়ুৎপাদক, ইহা

তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, বায়ুপ্রধান বাতরক্ত, কামলা রক্তপিত্ত, মেহ, দাহ, শোথ ও মদাত্যয় রোগ-নাশক

শঠী—আগ্নেয়। সোহাগা—আগ্নেয়।

কুন্দরু খোটা—

কুন্দরুর্ম্মধুর তিক্ত স্তীক্ষ্ণত্বচ্যঃ কটুর্হরেৎ।
জ্বর স্বেদ গ্রহালক্ষ্মী মুখ রোগ কফানিলান্॥
দাহ প্রদর পিত্তার্ত্তিলেপনা চৈতদঃ স্মৃতঃ॥

ইহা মধুর, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, কটু ও ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষক। জ্বর, স্বেদ, গ্রহ, অলক্ষ্মী, মুখ রোগ, কফ, বায়ু দাহ, প্রদর, ও পৈত্তিক পীড়া ইহাদ্বারা নিবারিত হয়। যষ্টিমধু—বমি তৃষ্ণা, গ্লানি ক্ষয় প্রভৃতি নিবারক।

বংশলোচন—

বংশজা বৃংহনী বৃষ্যা বল্যা স্বাদ্বী চ শীতলা।
রূক্ষ কষায় পিত্তঘ্নী দুষ্ট শোণিত শোধিনী॥
তৃষ্ণা কাস জ্বর শ্বাস ক্ষয় পিত্তাস্র কামলাঃ।
হরেৎ কুষ্ঠং ব্রণং পাণ্ডুং দাহনুদ্ বাতকৃচ্ছ্রজিৎ॥

ইহা পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক স্বাদু, শীতল, রূক্ষ, কষায়, পিত্তজ ও রক্তদোষ নিবারক। ইহা ব্যবহারে তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কামলা. কুষ্ঠ—ব্রণ, পাণ্ডু, দাহ ও বায়ুজ মূত্রকৃচ্ছ্র দূর হয়।

কাঁকোলী—

কাকোলী যুগলং শীতং শুক্রলং মধুরং গুরু।
বৃংহণং বাত দাহাস্র পিত্ত শোষ জ্বরাপহম্॥

দুই প্রকার কাকোলীই শীতল ও শুক্র জনক। মধুর গুরু, পুষ্টিকারক ও বায়ু নাশক। দাহ, রক্তপিত্ত শোষ ও জ্বর রোগে উপকারক।

বালা—দীপন ও পাচক। অমাতীসার নাশক। গোরক্ষ চাকুলে—বলকারক।

শুঁঠ—গ্রাহী। পিপুল আগ্নেয়। মরিচ গ্রাহী। ধাইফুল—ধারক। বেলশুঁঠ—গ্রাহী।

অর্জ্জুনছাল—

ককুভঃ শীতলো হৃদ্যঃ ক্ষয় বিষাস্রজিৎ।
মেদো মেহ ব্রণান্ হন্তি তুবরঃ কফ পিত্তহৃৎ॥
কোপানা বায়ু রোগস্তু ভগ্নসন্ধায়কো মতঃ॥

ইহা শীতল, হৃদ্য, কষায়, কফপিত্ত নাশক, বায়ু রোগনাশক ও ভগ্ন সন্ধায়ক। ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেদ, মেহ ও ব্রণ রোগে ইহা ব্যবস্থেয়।

শুল্ফা—আগ্নেয়।

দেবদারু—

দেবদারু লঘুস্নিগ্ধং তিক্তোষ্ণং কটুপাকি চ।
বিবন্ধাধ্মান শোথাম তন্দ্রা হিক্কা জ্বরাস্রজিৎ॥
প্রমেহ পীনস শ্লেষ্ম কাস কণ্ডূ সমীরনুৎ।

ইহা লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত ও উষ্ণ। ইহা পাকে কটুরস বিশিষ্ট। বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, আম, তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, রক্তদোষ, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, কাস, কণ্ডূ ও বায়ু নাশক।

কর্প্পূর—গ্রাহী।

প্রিয়ঙ্গু—

প্রিয়ঙ্গুঃ শীতলা তিক্তাতুবরানিল পিত্তহৃৎ।
রক্তাভিযোগ দৌর্গন্ধ্য স্বেদ দাহ জ্বরাপহা॥
বান্তি ভ্রান্ত্যতিসারঘ্নী বক্ত্রজাড্য বিনাশিনী।
গুল্ম তৃট্ বিষ মোহঘ্নী তদ্বদ্ গন্ধ প্রিয়ঙ্গুকা॥
তৎফলং মধুরং রূক্ষং কষায়ং শীতলং গুরু।
বিবন্ধাধ্মান বলকৃৎ সংগ্রাহী কফপিত্তজিৎ॥

ইহা শীতল, তিক্ত, কষায়, বাতপিত্ত নাশক। অতিশয় রক্তক্ষরণ, দৌগন্ধ, স্বেদ দাহ, জ্বর, বমি, ভ্রম, অতীসার, মুখের জড়তা

গুল্ম, তৃষ্ণা, বিষজ রোগ ও মেহ ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

জীরা—পাচক, আগ্নেয়, গ্রাহী। মোচরস—অতীসার নাশক। কটূকী—আগ্নেয়। পদ্মকাষ্ঠ—কফ নাশক।

লালুকা—কফঘ্ন।

বৃহজ্জীরকাদি মোদকঃ।

জীরকং কৃষ্ণজীরঞ্চ কুষ্ঠং শুণ্ঠী চ পিপ্পলী।
মরিচং ত্রিফলা ত্বক্ চ পত্র মেলাচ কেশরম্॥
শুভা লবঙ্গং শৈলেয়ং চন্দনং শ্বেত চন্দন।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জাতিকোষ ফলে তথা॥
যষ্টি মধুরিকা মাংসী মুস্তং সচলকং শঠী।
ধান্যকং দেবতাড়ঞ্চ মুরা দ্রাক্ষা নখী তথা॥
শতপুষ্পা পদ্মকঞ্চ মেথীচ সুরদারুচ।
সজলং লালুকা চৈব সৈন্ধবং গজপিপ্পলী॥
কুন্দখোটী সমাংশিকং কর্পূরং বনিতা চৈব।
লৌহমভ্রক বঙ্গানাং দ্বিভাগং তত্রদাপয়েৎ॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ।
সর্ব্ব চূর্ণ সমং দেয়ং ভৃষ্ট জীরক চূর্ণকম।
সিতা দ্বিগুণিতা দেয়া মোদকং পরিকল্পয়েৎ॥
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকঞ্চ ভিষগ্বরঃ।

জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুঁড়, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, ত্রিফলা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শিলাজতু, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকালোলী, জৈত্রী জায়ফল যষ্টিমধু, মৌরী, জটামাংসী, মুথা, নখী, সচললবণ, শঠী, ধনে, দেবতাড়, মুরামাংসী, দ্রাক্ষা, নখী, শুলকা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, লালুকা, সৈন্ধব, গজপিঁপুল, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও কুন্দরুখোটী—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ—প্রত্যেকটি ২ ভাগ ও সমস্ত দ্রব্যের তুল্য পরিমাণ ভর্জ্জিত জীরক এবং জীরক সহ সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। একত্র পাক করিয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ।• আনা হইতে ॥• তোলা।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে প্রধানতঃ জীরা আগ্নেয়, পাচক এবং গ্রাহী। গ্রহণী রোগে যতগুলি মোদকের কথা বলা হইল, তন্মধ্যে এই ঔষধটিই অধিক উপকারী। সিদ্ধি ঘটিত জীরকাদি মোদক অপেক্ষা এই জীরকাদির ব্যবস্থার আমরা বেশী পক্ষপাতী। ইহাতে সংগ্রহ গ্রহণী রোগে সর্ব্বাপেক্ষা শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সংগ্রহণী রোগে "গ্রহণী কপাট", "জাতীফলাদ্যা বটী", "গ্রহণীগজেন্দ্র বটী"—ঔষধ কয়টি ব্যবহারেও বেশ ফল পাওয়া যায়। নিম্নে ইহাদের উপাদান লিখিত হইতেছে—

গ্রহণী কপাট।

রসগন্ধকয়োশ্চাপি জাতীফল লবঙ্গয়োঃ।
প্রত্যেকং শানমানঞ্চ শ্লক্ষ্ণ চূর্ণীকৃতং শুভম্॥
সূর্য্যাবর্ত্ত রসেনৈব বিল্বপত্র রসেন চ।
শৃঙ্গাটকস্ত পত্রাণাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ॥
চণ্ডাতপেন সংশোষ্য বটিকাং কারয়েদ্ভিষক।

পারদ, গন্ধক, জাতীফল ও লবঙ্গ—প্রত্যেকের চূর্ণ ॥• আধ তোলা, একত্র মিশাইয়া হড় হড়ে, বিল্বপত্র ও পাণিফল পত্র—এই তিনটির প্রত্যেকের ৮ তোলা রস দ্বারা যথাক্রমে মর্দ্দন করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ২ রতি প্রমাণ বটী।

পারদ—ত্রিদোষঘ্ন। গন্ধক—ত্রিদোষঘ্ন। জাতীফল—গ্রাহী। লবঙ্গ—আগ্নেয়।

হুড়হুড়ে—

সুবর্চ্চলা হিমারূক্ষা স্বাদু পাকা সরা গুরুঃ।
অপিত্তলা কটুঃ ক্ষীরা বিষ্টম্ভ কফবাতজিৎ॥

ইহা শীতল, রুক্ষ, পাকে স্বাদু, সর, গুরু, কটু, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, পিত্তজনক নহে, ইহা দ্বারা বিষ্টম্ভ, কফ ও বায়ু নষ্ট হয়।

বিল্বপত্র—গ্রাহী। পাণিফল পত্র—গ্রাহী।

মতান্তরে গ্রহণী কপাটো রস।

শ্বেত সর্জ্জস্য শুদ্ধস্য গন্ধকস্য রসস্য চ।
শুভেহহ্নি পৃথগাদায় চূর্ণং মাষ চতুষ্টয়ম্॥
একীকৃত্য শিলাখল্লে দত্ত্বাত্তেষাং তদারসন্।
সূর্য্যাবর্ত্তস্য বিল্বস্য শৃঙ্গাটস্য চ পত্রজম্॥
প্রত্যেকং পলমেকৈকং দাপয়েদ্ গ্রহণীগদে।
দাপয়িত্বা ততো যত্নাৎ সমবিভক্তং সমাচরেৎ॥

শোধিত শ্বেতধুনা, পারদ ও গন্ধক—প্রত্যেক দ্রব্য ॥৹ তোলা লইয়া হুড়হুড়ে, বিল্বপত্র ও পাণিফল পত্র—ইহাদের প্রত্যেকটির ৮ তোলা রসে মর্দ্দনান্তর ২ রতি প্রমাণ বটি।

পারদ ও গন্ধক—ত্রিদোষ নাশক। শ্বেতধুনা—গ্রাহী। হুড়হুড়ে, বিল্বপত্র ও পাণিফল পত্র ও গ্রাহী।

আর একপ্রকার গ্রহণী কপাটো রসঃ।

টঙ্গনক্ষার গন্ধাশ্ম রসং জাতীফলং তথা।
বিল্বং খদিরসারঞ্চ জীরকং শ্বেতধুনকম্॥
কপিহস্তক বীজঞ্চ তথৈব বক পুষ্পকম্।
এষাং শানং সমাদায় শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ॥
বিল্বপত্রক কার্পাস ফলং শালিঞ্চ চুঞ্চিকা।
শালিঞ্চ মূলং কুটজত্বচঃ কঞ্চটপত্রজম্॥
সর্ব্বেষাং স্বরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক।

সোহাগা, যবক্ষার, গন্ধক, পারদ, জাতীফল, বেলশুঁঠ, খদির কাষ্ঠ, জীরা, শ্বেতধুনা, আলকুশীবীজ ও বকপুষ্প—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা লইয়া বিল্বপত্র, কার্পাস ফল, শালিঞ্চ, ক্ষীরুই, শালীঞ্চমূল, কুড়চিছাল, ও কাঁচড়া পত্রের রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী। এই ঔষধ সেবনের পর আট তোলা দধি পান করাইতে হয়।

সোহাগা—আগ্নেয়। যবক্ষার—আগ্নেয়। গন্ধক—কফ পিত্ত বিনাশক। পারদ—ত্রিদোষ নাশক। জাতীফল—গ্রাহী। বেলশুঁঠ—গ্রাহী।

খদিরকাষ্ঠ—

ইরি মেদঃ কষায়োষ্ণো মুখ দন্ত গদাস্রজিৎ।
হন্তি কণ্ডূ বিষ শ্লেষ্ম ক্রিমি কুষ্ঠ বিষ ব্রণান্॥
শোথাতিসার কাসাংশ্চ বিসর্পশ্চাপ্য সৃগ্ দরম্॥

ইহা কষায় ও উষ্ণ। মুখ রোগ, দন্ত রোগ, কণ্ডূ, বিষ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষব্রণ, শোথ, অতীসার, কাস বীসর্প, ও প্রদর রোগ ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

জীরা—পাচক। শ্বেতধুনা—ধারক। আলকুশী বীজ—বৃষ্য, বায়ু ও কফনাশক।

বকপুষ্প—

অগস্তি পিত্ত কফজিৎ চাতুর্থক হরী হিমঃ।
রুক্ষো বাতকর স্তিক্তঃ প্রতিশ্যায় নিবারণ॥

ইহা শীতল, রূক্ষ, বায়ু জনক ও তিক্ত। ইহা দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মা, চাতুর্থক জ্বর ও প্রতিশ্যায় প্রশমিত হয়।

বিল্বপত্র রস—গ্রাহী। কার্পাস—বায়ু নাশক। শালিঞ্চ—বায়ু নাশক। ক্ষীরুই—গ্রাহী। শালিঞ্চ মূল—বায়ু নাশক। কুড়চি ছাল—গ্রাহী। কাঁচড়া পত্র—গ্রাহী।

জাতীফলাদ্যা বটিকা।

অভ্রস্য সূতস্য চ গন্ধকস্য প্রত্যেক শো মাষ
চতুষ্টয়ঞ্চ।

বিধায় শুদ্ধোপল পাত্রমধ্যে সুকজ্জলীং বৈদ্যবরঃ প্রযত্নাৎ ॥
জাতীফলং শাল্মলী বেষ্ট মুস্তং সটঙ্গনং সাতিবিষং সজীবং।
প্রত্যেকমেষাং মরিচস্য শাণ প্রমাণামেকং বিষ মাষকঞ্চ ॥
বিচূর্ণ্য সর্ব্বাণ্যবলোড্য পশ্চাদং বিভাবয়েৎ পত্র ভবৈর্ম্মীষাম্।
রসৈরসোম্মানমিতৈ রসালবং শৌচ ভদ্রোৎকট কঞ্চটৌ চ ॥
ইন্দ্রালিকেন্দ্রাশনকং সজম্বু জয়ন্তিকা দাড়িম কেশরাজৌ।
অবিদ্ধ কর্ণাপি চ ভৃঙ্গরাজো বিভাব্য সম্যক্ বটিকা বিধেয়া ॥

পারদ ॥• তোলা, গন্ধক ॥• তোলা জাতীফল, অভ্র, মোচরস, মুথা, সোহাগা, আতইচ, জীরা ও মরিচ—প্রত্যেকটি চূর্ণ অর্দ্ধতোলা ও অমৃত ৵• আনা। একত্র মিশাইয়া আম্রপত্র, কচি বাঁশপত্র, গন্ধভাদুলে, কাঁচড়া পত্র, নিসিন্দা পত্র, সিদ্ধিপত্র জামপত্র, জয়ন্তীপত্র, দাড়িমপত্র, কেশুরিয়া আকনাদি পত্র ও ভৃঙ্গরাজের পত্রের রস দ্বারা যথাক্রমে ৩টি করিয়া ভাবনা দিবে। কুলের আঁটির ন্যায় বটি।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—কফপিত্তঘ্ন। জাতীফল—গ্রাহী। অভ্র—ত্রিদোষ নাশক। মোচরস—গ্রাহী। মুথা—পাচক। সোহাগা—পাচক। আতইচ—গ্রাহী। জীরা—গ্রাহী। মরিচ—গ্রাহী। অমৃত—ত্রিদোষ নাশক। আম্রপত্র—কফঘ্ন, পিত্তনাশক।

কচি বাঁশ পত্র—

বংশঃ সরোহিমঃ স্বাদু কষায়ো বস্তি শোধনঃ।
ছেদনঃ কফপিত্তঘ্ন কুষ্ঠাস্র ব্রণদোষজিৎ ॥

ইহা সর, শীতল, স্বাদু, কষায়, বস্তিশোধক, ছেদন, কফপিত্ত নাশক, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ব্রণ ও শোথ নাশক।

গন্ধভাদুলে—

প্রসারণী গুরুর্বৃষ্যা বল সন্ধান কৃৎসরা।
বীর্য্যোষ্ণা বাতহৃৎ তিক্তা বাতরক্ত কফাপহা ॥

ইহা গুরু, শুক্রজনক, বলকারক, সন্ধায়ক, সর, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু নাশক, তিক্ত ও কফ নাশক। বাতরক্ত রোগ ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

কাঁচড়া পাতা—

কঞ্চটং তিক্তকং রক্তপিত্তানিল হরং লঘু।

ইহা তিক্ত, রক্তপিত্ত শান্তিকর, বায়ু নাশক ও লঘু।

নিসিন্দা পাতা—

কেশ্যো নেত্রহিতো হন্তিশূল শোথাম মারুতান্।
ক্রিমি কুষ্ঠারুচি শ্লেষ্ম জরান্নিলাপিতবিধা ॥

ইহা কেশ্য, নেত্র হিতকর, শূলনাশক, শোথ ও আমবাত নাশক, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অরুচি, শ্লৈষ্মিক ও বাতিকজ্বর ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

সিদ্ধিপত্র—গ্রাহী। জামপত্র—সংগ্রাহী।

জয়ন্তীপত্র—

জয়ন্তী কফপিত্তঘ্নী ক্রিমি শোথ বিষ প্রনুৎ।
মদগন্ধবতী তিক্তা কটূষ্ণা কণ্ঠ শোধিনী ॥

ইহা কফপিত্ত প্রশমক, ক্রিমিঘ্ন, শোথ নিবারক, বিষঘ্ন, মদগন্ধ বিশিষ্ট, তিক্ত, কটু, উষ্ণ ও কণ্ঠ বিশোধক।

দাড়িম পত্র—গ্রাহী।

কেশুরিয়া পত্র—

কসেরুক দ্বয়ং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।
পিত্তশোণিত দাহঘ্নং নয়নাময় নাশনম্॥

কসেরুদ্বয় শীতল, মধুর, কষায়, গুরু, গ্রাহী, শুক্রোৎপাদক, বাতশ্লেষ্ম নি রক, রোচক ও স্তনে দুগ্ধোৎপাদক। ইহা দ্বারা রক্ত পিত্ত, দাহ ও নেত্ররোগ বিনাশ হয়।

আকনাদি পত্র—অতীসার নাশক।

ভৃঙ্গরাজপত্র—আমজ রোগ নাশক।

গ্রহণী গজেন্দ্র বটিকা।

রসগন্ধক লৌহানি শঙ্খ টঙ্গন রামঠম্।
শঠী তালীশ মুস্তানি ধান্য জীরক সৈন্ধবম্॥
ধাতক্যতিবিষা শুণ্ঠী গৃহধুমো হরীতকী।
ভল্লাতকং তেজপত্রং জাতী ফল লবঙ্গকম্॥
ত্বগেলা বালকং বিল্বং মেথী শক্রাশনস্য চ।
রসেঃ সংমর্দ্দ্য বটিকা রস বৈদ্যেন কারিতা॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খচূর্ণ, সোহাগা, হিং, শঠী তালীশপত্র, মুথা, ধনে, জীরা, সৈন্ধব লবণ, ধাইফুল, আতইচ, শুঁঠ, ঝুল, হরীতকী, ভেলা, তেজপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠ ও মেথী—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাব। সিদ্ধিপত্র রসে মর্দ্দনান্তর ২ রতি বটি। অনুপান ছাগদুগ্ধ।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—কফ-পিত্তঘ্ন। লৌহ—ত্রিদোষ নাশক, বল্য। শঙ্খচূর্ণ—আগ্নেয়। সোহাগা—আগ্নেয়। হিং—পাচক। শঠী—আগ্নেয়। তালীশ পত্র—কফবাতঘ্ন। মুথা—আগ্নেয়। ধনে—গ্রাহী। জীরা—গ্রাহী। সৈন্ধবলবণ—ত্রিদোষ নাশক। ধাইফুল—গ্রাহী। আতইচ—গ্রাহী। শুঁঠ—আগ্নেয়। ঝুল—গ্রাহী। হরীতকী ত্রিদোষ নাশক। ভেলা—আগ্নেয়। তেজপত্র - কফঘ্ন। জাতীফল—গ্রাহী। লবঙ্গ গ্রাহী। দারুচিনি—কফঘ্ন। এলাইচ--অগ্নিকারক। বালা—গ্রাহী। বেলশুঁঠ—গ্রাহী। মেথী—গ্রাহী। সিদ্ধি পত্র—আগ্নেয়।

জাতীফলাদি রস নামে এক প্রকার ঔষধ আছে। সংগ্রহ গ্রহণী রোগে ইহা এক বার করিয়া ব্যবস্থা করিলে অনেক সময় শুভ ফল পাওয়া যায়। ইহার উপাদান—

জাতীফলং টঙ্গনমভ্রকঞ্চ ধুস্তূর বীজং সমভাগ চূর্ণম।
ভাগদ্বয়ং স্যাৎ অহিফেনকস্য গন্ধালিকা পত্র রসেন মর্দ্দ্যম।
চণপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া মধু প্রযুক্তা গ্রহণী গদেষু॥

জাতীফল ১ তোলা, সোহাগা ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, ধুতুরা বীজ ১ তোলা ও অহিফেন ২ তোলা। সমুদ দ্রব্য একত্র মিশাইয়া গন্ধভাদুলিয়ার রসে মাড়িয়া ছোলার ন্যায় বটি করিবে।

"শ্রীনৃপতি বল্লভ"—নামক ঔষধটি গ্রহণী রোগের সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করিতে পারা যায়। যে গ্রহণীতে প্রত্যহ অধিকবার ভেদ হইয়া থাকে, সেইরূপ অবস্থায় ইহা ব্যবস্থেয়। ইহার উপাদান—

জাতীফল লবঙ্গাব্দ ত্বগেলা টঙ্গরামঠম্।
জীরকঃ তেজপত্রঞ্চ যমানী বিল্ব সৈন্ধবম্॥
লৌহমভ্রং রসো গন্ধস্তাম্রং প্রত্যেকশঃ পলম্।
মরিচং দ্বিপলং দত্বাচ্ছাগী ক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
ধাত্রী রসেন বা পেষ্যং বটিকাঃ কুরু যত্নতঃ॥

জাতীফল, লবঙ্গ, মুথা দারুচিনি, এলাইচ সোহাগা, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক ও তাম্র—প্রত্যেকটি ৮ তোলা এবং মরিচ চূর্ণ ১৬ তোলা। ছাগদুগ্ধ বা আমলকীর রস দ্বারা বাটিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটী।

জাতীফল—গ্রাহী। লবঙ্গ—গ্রাহী। মুথা—আগ্নেয়। দারুচিনি—কফঘ্ন। এলাইচ—আগ্নেয়। সোহাগা—গ্রাহী। হিং—পাচক। জীরা—গ্রাহী। তেজপত্র—কফঘ্ন। যমানী—পাচক। শুঁঠ—গ্রাহী। সৈন্ধব আগ্নেয়। লৌহ—ত্রিদোষ প্রশমক, বল্য। অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক। পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—কফবাতঘ্ন। তাম্র—ক্ষয় নিবারক। মরিচ—গ্রাহী। ছাগদুগ্ধ—আগ্নেয়।

"পীযূষবল্লী রস" নামক ঔষধটিও সংগ্রহ গ্রহণীতে বিশেষ কার্য্যকারী। সংগ্রহ গ্রহণীতে প্রাতে পীযূষবল্লী রস অথবা শ্রীনৃপতি বল্লভ, বৈকালে গ্রহণী গজেন্দ্র, গ্রহণী কপাট বা জাতীফলাদ্যা বটি এবং সন্ধ্যার সময় বৃহজ্জীর কাদি মোদকের ব্যবস্থা অতি উত্তম। নিম্নে পীযূষ বল্লী রসের উপাদান লিখিত হইতেছে—

সূতকং গন্ধকঞ্চাভ্রং তারং লৌহং সটঙ্গনম্।
রসাঞ্জনং মাক্ষিকাঞ্চ শানমেকং পৃথক পৃথক।
লবঙ্গং চন্দনং মুস্তং পাঠা জীরক ধান্যকম্।
সমঙ্গাতিবিষা লোধ্রং কুটজেন্দ্র যবং ত্বচম্॥
জাতীফলং বিল্ব নিম্বং কণকং দাড়িমচ্ছদম্।
সমঙ্গাধাতকী কুষ্ঠং প্রত্যেকং রসসম্মিতম্॥
ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র কেশরাজ রসেঃ পুনঃ।
চণকাভা বটী কার্য্যাচ্ছাগী দুগ্ধেন পেষিতা॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুথা, আকনাদি, জীরা, ধনে, বরাহক্রান্তা, আতইচ, লোধ কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব দারুচিনি, জাতীফল, শুঁঠ নিমছাল, ধুতুরাবীজ দাড়িমছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল ও কুড়। প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ তোলা। কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া এবং ছাগ দুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া ছোলার ন্যায় বটি করিবে। কচি বেল দগ্ধ ও ইক্ষু গুড় অনুপানে এই ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—কফবাতঘ্ন। অভ্র—ত্রিদোষ নাশক।

রৌপ্য—

রৌপ্যং শীতং কষায়ঞ্চ স্বাদুপাক রসংসরম্।
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ॥
প্রমেহাদিক রোগাংশ্চ নাশয়ত্য চিরাদ্ধ্রুবম্॥

মারিত রৌপ্য শীতল, কষায়, মধুর, সারক বয়ঃ স্থাপক, স্নিগ্ধ, লেখন, বায়ু নাশক, পিত্ত প্রশমক ও প্রমেহাদি বিবিধ রোগঘ্ন।

লৌহ—ত্রিদোষ নাশক। সোহাগা—আগ্নেয়। রসাঞ্জন—রক্ত রোধক। স্বর্ণমাক্ষিক—বল্য। লবঙ্গ—গ্রাহী। রক্তচন্দন—বল্য। মুথা—গ্রাহী। আকনাদি—আগ্নেয়। জীরা—গ্রাহী। ধনে—গ্রাহী। বরাহক্রান্তা—গ্রাহী। আতইচ—গ্রাহী। লোধ—গ্রাহী। কুড়চিছাল—গ্রাহী। ইন্দ্রযব—গ্রাহী। দারুচিনি কফঘ্ন। জাতীফল—গ্রাহী। শুঁঠ—আগ্নেয়। নিমছাল—পিত্তনাশক। ধুতুরাবীজ—কফঘ্ন, আগ্নেয়। দাড়িমছাল—গ্রাহী। ধাইফুল—গ্রাহী। কুড—অরুচিনাশক। কেশুরিয়া রস—গ্রাহী। ছাগ দুগ্ধ—আগ্নেয়।

"মহাগন্ধক" নামক আর এক প্রকার ঔষধ সংগ্রহ গ্রহণীতে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। শুধু গ্রহণী নহে—অতিসারেও এই "মহাগন্ধকে"র যথেষ্ট প্রচলন আছে। নিম্নে উহার উপাদানগুলি লেখা যাইতেছে—

রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং গ্রাহ্যমেকং সুশোধিতম্।
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা মৃদু পাকেন সাধয়েৎ॥
জাত্যাঃ ফলং তথা কোষো লবঙ্গারিষ্টপত্রকে।
এতেষাং কর্ষ মাত্রেণ তোয়েন সহ মর্দ্দয়েৎ॥
মুক্তাগৃহে চ সংস্থাপ্যং পুটপাকেন সাধয়েৎ॥
গুঞ্জাষটক্ প্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥

কজ্জলী ৪ তোলা জলে গুলিয়া লৌহপাত্রে কিয়ৎক্ষণ পাক করিয়া তাহার সহিত জাতী-ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ ও নিম্বপত্র ইহাদের প্রত্যেকটীর চূর্ণ ২ তোলা একত্র জল দ্বারা বাটিয়া পুপাক করিবে। মাত্রা ৬ রতি পর্য্যন্ত। অনুপান অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এই ঔষধ সর্ব্বাপেক্ষা বালকদিগের পক্ষে মহৌষধ।

সংগ্রহণীতে এবং গ্রহণী রোগের সহিত যদি শোথ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে কোন একপ্রকার পর্পটী প্রয়োগ বিশেষ হিতকর। পুরাতন পেটের পীড়ায় পর্পটীর তুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর একটীও নাই। গ্রহণী, অতীসার, প্রবাহিকা প্রভৃতি প্রাণ ঘাতী রোগে পর্পটী অমৃত বিশেষ। ঐ সকল রোগের সহিত যদি রোগীর শরীরে শোথ প্রকাশ পায় তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে এই পর্পটীই একমাত্র মহৌষধ।

পর্পটী অনেক রকম আছে। যথা রস পর্পটী, স্বর্ণপর্পটী, লৌহপর্পটী, তাম্র পর্পটী, মকরধ্বজ পর্পটী, পঞ্চামৃত পর্পটী, বিজয় পর্পটী প্রভৃতি। ইহাদিগের মধ্যে শোথযুক্ত বা শোথরহিত গ্রহণী রোগে, পুরাতন সরক্ত প্রবাহিকার সর্ব্ববিধ পুরাতন অতীসারে স্বর্ণ পর্পটী ও পঞ্চামৃত পর্পটী বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। রস পর্পটী প্রয়োগেও পুরাতন প্রবাহিকা এবং সংগ্রহ গ্রহণীতে উপকার দর্শিয়া থাকে। কিন্তু যদি গ্রহণীর সহিত জ্বর থাকে এবং তাহার সহিত শোথোপ-দ্রবও উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা ব্যবহারে বেশী ফল পাওয়া যায়। লৌহপর্পটীও উদরী রোগের চমৎকার ঔষধ। যেথানে জ্বর, গ্রহণী ও শোথ একত্র মিশ্রিত হইয়াছে—লৌহ পর্পটী সেস্থলেও কার্য্যকরী হইয়া থাকে। লৌহপর্পটীর পরিচয় আমরা উদরী রোগ প্রসঙ্গে প্রদান করিব; এক্ষণে স্বর্ণ পর্পটী, পঞ্চামৃত পর্পটী এবং রস পর্পটীর পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

স্বর্ণ পর্পটী।

রসোত্তমং পলং শুদ্ধং হেমতোলক সংযুতম্।
শিলায়াং মর্দ্দয়েত্তাবৎ যাবদেকত্বমাগতম্;
গন্ধকস্য পলঞ্চৈব ময়ঃ পাত্রে ততো দৃঢ়ে।
মর্দ্দয়েদ্দৃঢ় পাণিভ্যাং যাবৎ কজ্জলতাং ব্রজেৎ॥
ততঃ পাকবিধানজ্ঞঃ পর্পটীং কারয়েৎ ভিষক।

পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা একত্র উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার পরে উহার সহিত ৮ তোলা গন্ধক মিশাইয়া লৌহ পাত্রে উত্তমরূপে মাড়িয়া কজ্জলী করিবে এবং যথারীতি পাক করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে।

ক্রমশঃ।

দিবোদাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ, বিদ্যাবিনোদ, এইচ—এম, বি]

—— * ——

এখানে সায়নাচার্য্য তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন "দিবোদাসায় এতৎ সংজ্ঞায় রাজর্ষয়ে" রাজর্ষি দিবোদাস বারাণসীর অধীশ্বর দিবোদাস ব্যতীত অপর কেহ ছিলেন না—ইহ নিশ্চিত বলা যাইতে পারে এবং ভরতের পুত্র ভরদ্বাজের সহিত একত্রে দিবোদাসের নাম থাকায় বেশ বুঝা যায় যে কাশীশ্বর দিবোদাসই বেদোক্ত দিবোদাস। আর শম্বরের কাশী নগরী দিবোদাসকে প্রদান করিয়াছিলেন তাহা ও পূর্ব্বে বেদোক্ত মন্ত্র হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, অতএব বারাণসীর অধীশ্বর দিবোদাসই যে বেদোক্ত দিবোদাস সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আবার কেহ কেহ বলেন বৈদ্য দিবোদাস ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, দিবোদাস ধন্বন্তরির বংশধর এখনও বৈদ্যজাতীর মধ্যে বর্ত্তমান আছেন তাঁহারাই ধন্বন্তরি গোত্রিয় বৈদ্য, কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ধন্বন্তরি গোত্র দেখা যায় না, ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আর পূর্ব্বোক্ত "সর্ব্বতাতা বৈদ্যং দিবোদাসং" এই বেদোক্ত মন্ত্র হইতেও জ্ঞাত হওয়া যায় যে তিনি বৈদ্য ছিলেন।

মহামতি ভাবমিশ্র ধন্বন্তরি দিবোদাসের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"একদা দেবরাজস্য দৃষ্টির্নিপতিতা ভুবি।
তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভির্ভৃশ পীড়িতাঃ॥
তান্ দৃষ্টা হৃদয়ং তস্য দয়য়া পরি পীড়িতম্।
দয়াদ্র হৃদয়ঃ শক্রো ধন্বন্তরিমুবাচ হ॥
ধন্বন্তরে! সুরশ্রেষ্ঠ! ভগবন্! কিঞ্চিদুচ্যতে।
যোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারপরোভব॥
উপকারায় লোকানাং কেন কিম্ন কৃতং পুরা॥
ত্রৈলোক্যাধিপতি র্বিষ্ণুরভূদ্বহুস্যাদিরূপ বান্॥
তস্মাত্ত্বং পৃথিবীং যাহি কাশী মধ্যে নৃপো ভব।
প্রতীকারায় রোগানামায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়॥
ইত্যুক্ত্বা নৃপশার্দ্দূলঃ সর্ব্বভূত হিতেপ্সয়া।
সমস্তমায়ুষো বেদং ধন্বন্তরিমুপাদিশৎ॥
অধীত্য চায়ুষো বেদমিন্দ্রাৎ ধন্বন্তরিঃ পুরা।
আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাঞ্জাতো বাহুজ বেশ্মনি॥
নাম্না তু সোঽভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ।
বাল এব বিরক্তোঽভুচ্চচার সুমহত্তপঃ॥
যত্নেন মহতা ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোন্নৃপং।
ততো ধন্বন্তরি র্লোকৈঃ কাশীরাজো ঽভিধীয়তে।
হিতায় দেহিনাং স্বীয়া সংহিতা বিহিতাইমুনা।
অয়ং বিদ্যার্থিনো লোকান্ সংহিতাস্তামপাঠয়ৎ॥

একদা অবনী মণ্ডলে দেবরাজ ইন্দ্রের দৃষ্টি নিক্ষেপ হওয়াতে তিনি ব্যাধি-বিপর্য্যস্ত ব্যক্তিবর্গকে বিলোকন করিয়া কৃপাবশতঃ তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। তৎপরে দয়ার্দ্রচিত্ত ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে বলিলেন, "হে দেবশ্রেষ্ঠ ভগবন্ ধন্বন্তরে! আমি আপনাকে কিঞ্চিত বলিতেছি,

কারণ আপনি প্রাণীসমূহের জীবন রক্ষা করিবার যোগ্য পাত্র।দেখুন যে পরোপকারের নিমিত্ত মহাত্মা কিরূপ করিয়াছেন। ত্রিলোকাধিপতি স্বয়ং বিষ্ণু ও মৎস্যাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব আপনি ভূলোকে গমনপূর্ব্বক কাশীধামে রাজা হইয়া ব্যাধি সমূহের চিকিৎসার নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রকাশিত করুন। অমরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র ইহা বলিয়া সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলাভিকাঙ্ক্ষিত হইয়া সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ ধন্বন্তরিকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। ধন্বন্তরিদেব ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নানন্তর পৃথিবীতে গমন করতঃ কাশীধামে এক নৃপতির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্ষিতিমণ্ডলে দিবোদাস নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনি বাল্য কালেই সংসার বাসনায় বিরত হইয়া অতি সুমহান তপস্যাসক্ত হইলে ব্রহ্মা অতি যত্ন সহকারে তপস্তপ্ত দিবোদাসকে কাশীতে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিলেন, তদবধি তিনি জনগণ কর্ত্তৃক কাশীরাজ নামে অভিহিত হয়েন তদনন্তর প্রাণীসমূহের উপকারের নিমিত্ত কাশীরাজরূপী ধন্বন্তরি একখানি "ধন্বন্তরি সংহিতা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিদ্যার্থী লোকদিগকে সেই সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন।

ভাবপ্রকাশের এই দিবোদাস ধন্বন্তরির প্রাদুর্ভাবে প্রায়তঃ সুশ্রুত সংহিতার সহিত সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয় এবং সুশ্রুতের "কাশীরাজং দিবোদাসং ধন্বন্তরিং"—এই বিশেষণগুলির সার্থকতা থাকে। আর ইহাতে দিবোদাস প্রণীত ধন্বন্তরি সংহিতা নামক যে গ্রন্থ ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবরাজ ইন্দ্রই যে দিবোদাসের আচার্য্য তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং ইহাতে আর একটী নূতন কথা জানিতে পারি যে ব্রহ্মা দিবোদাসকে কাশীরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহা যে সত্য তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কাশিখণ্ডে ৪৭ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে "মহামতি রিপুঞ্জয় অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশিধামে কঠোর তপঃ সাধন করেন। ব্রহ্মা ইঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বর দেন যে,—"রিপুঞ্জয়! তুমি এই পৃথিবী পালন কর, নাগরাজ অনঙ্গ মোহিনী নামে কন্যা প্রদান করিতেছেন, ইনি তোমার পত্নী হইবেন। দেবতাগণ তোমাকে স্বর্গ হইতে কুসুম ও রত্ন সকল প্রদান করিবেন। এইজন্য তুমি দিবোদাস নামে বিখ্যাত হইবে। যথা—

"দিবোঽপি দেবাদাস্যন্তি রত্নানি কুসুমানি চ।
প্রজাপালন সন্তুষ্টা মহারাজ! প্রতিক্ষণং।
দিবোদাস ইতি খ্যাতমতো নাম ত্বমাপ্স্যসি।

আমার বর প্রভাবে তুমি অতিশয় বলশালী হইবে। লোক পিতামহ এবং মহাত্মা দিবোদাসের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ ব্রহ্মা বর দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন, দিবোদাস ও কাশীতে অবস্থান করিয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে থাকেন। "দিবঃ স্বর্গাৎ দাসো দানং যস্মৈ ইতি দিবোদাসঃ"। অর্থাৎ স্বর্গ হইতে দান লাভ করিয়াছেন বলিয়াই দিবোদাস নামে খ্যাত হয়েন। ধন্বন্তরি শব্দের সাধারণতঃ ধাতুগত অর্থ এই করা যাইতে পারে যথা—"ধনুরুপলক্ষণত্বাৎ শল্যাদি চিকিৎসা শাস্ত্রং তস্য অন্ত ঋচ্ছতি ইতি ধন্বন্তরিঃ ঋ গতৌ (অচ ইঃ। উন্ ৪।১৩৮) ভাগবত মতে ধন্বন্তরি বিষ্ণুর দ্বাদশ অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছে—

"ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ স্বয়মের কীর্ত্তি
নাম্না নৃণাং পুরুরুজারুজমাশু হন্তি।
যজ্ঞে চ ভাগমমৃতায়ুরবাবরুন্ধ
আয়ুষ্য বেদ মনুস্ত্যবতীর্য্য লোকে ॥
স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণোরংশাংস সম্ভবঃ।
ধন্বন্তরিরিতিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ দৃগিজ্য ভাক্ ॥

এই ভগবান ধন্বন্তরিই দেবরাজের উপদেশ অনুরোধে কাশিরাজ দিবোদাসরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আর সেইজন্যই সুশ্রুতে দিবোদাসকে অমর বরং" এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।

মহামতি ডল্লনাচার্য্য সুশ্রুত সংহিতায় "সুশ্রুত প্রভৃতয় উচুঃ" এই বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন যে, এখানে প্রভৃতি এই শব্দটী গ্রহণ করা হেতু দিবোদাসের দ্বাদশ শিষ্য ছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু ভাবপ্রকাশে দিবোদাসের শত শিষ্য ছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং অন্যান্য পুরাণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবমিশ্র সুশ্রুত প্রাদুর্ভাব বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন—

"অথ জ্ঞানদৃশা বিশ্বামিত্র প্রভৃতয়োঽবিদন্।
অয়ং ধন্বন্তরিঃ কাশ্যাং কাশিরাজোঽয়মুচ্যতে ॥
বিশ্বামিত্রো মুনিস্তেষু পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্।
বৎস! বারাণণসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বর বল্লভাম্ ॥
তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশিরাজোঽস্তি বাহুজঃ।
স হি ধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্ব্বেদ বিদাং বরঃ।
আয়ুর্ব্বেদং ততোধীত্য লোকোপকৃতি হেতবে ॥
সর্ব্বপ্রাণিদয়াতীর্থমুপকারো মহামথঃ ॥
পিতুর্ব্বচন মাকর্ণ্য সুশ্রুতঃ কাশিকাং গতঃ।
তেন সার্দ্ধং সমধ্যেতুং মুনিসূনুশতং যযৌ ॥
অথ ধন্বন্তরিং সর্ব্বে বাণপ্রস্থাশ্রমে স্থিতম্।
কাশিরাজং দিবোদাসং তেঽপশ্যন্বনয়ান্বিতাঃ।
স্বাগতঞ্চ ইতিস্মাহ দিবোদাসো যশোধনঃ ॥
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তথা গমন কারণম্।
ততস্তে সুশ্রুত দ্বারা কথয়ামাসুরুত্তরম্ ॥
ভগবান্ মানবান্ দৃষ্টা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতান্।
ক্রন্দতো ম্রিয়মাণাংশ্চ জাতাস্মাকং হৃদিব্যথা ॥
আময়ানাং শমোপায়ং বিজ্ঞাতুং বয়মাগতাঃ ॥
আয়ুর্ব্বেদং ভবান্ অস্মানধ্যাপয়তু যত্নতঃ ॥
অঙ্গীকৃত্য বচস্তেষাং নৃপতি স্তানুপাদিশৎ ॥
ব্যাখ্যাত স্তেন তে যত্নাজ্জগৃহুম্ নয়ো মুদা।
কাশিরাজং জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য মুদান্বিতাঃ ॥
সুশ্রুতাখ্যাঃ সুসিদ্ধার্থা জগ্মুর্গেহং স্বকং স্বকম্।
প্রথমং সুশ্রুত স্তেষু স্বতন্ত্রং কৃতবান্ স্ফুটম্ ॥
সুশ্রুতস্য সখায়োঽপি পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে।

বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা অবগত হইলেন, যে এই বারাণসীতে ধন্বন্তরি আসিয়া কাশীরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বামিত্র মুনি স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে বলিলেন, "বৎস সুশ্রুত, তুমি বিশ্বেশ্বরের প্রিয়তম স্থান কাশীধামে গমন কর। যিনি রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া দিবোদাস নামে তথায় রাজ্যাভিসিক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ স্বয়ং ধন্বন্তরি। অতএব তুমি লোকোপকারের নিমিত্ত তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরোপকাররূপ মহৎ যজ্ঞ করিয়া জীবগণের তীর্থ স্বরূপ হও।" সুশ্রুত পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া বারাণসী গমন করিলে তাঁহার সঙ্গে আরও একশত মুনিপুত্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে চলিলেন। বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া বিনয়াবনত মুনিকুমারবৃন্দ বাণপ্রস্থাশ্রমস্থ মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান ধন্বন্তরিকে দর্শন করিলেন। যশস্বী দিবোদাস মুনিতনয়গণকে সমাগত দেখিয়া

বলিলেন যে আপনাদের আগমন শুভজনক, তৎপরে কুশলবার্ত্তা ও আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর সুশ্রুত উত্তর প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, যে, ভগবন! মনুষ্যদিগকে ব্যাধি-পীড়িত, বেদনাশক্ত এবং মুমূর্ষু প্রায় দেখিয়া দেখিয়া আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত, একারণ রোগ প্রশান্তির বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত আমরা আসিয়াছি, অতএব আপনি আমাদিগকে যত্নের সহিত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দান করুন। কাশীরাজ তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা করাইলেন। মুনিপুত্রগণ হর্ষের সহিত অতি যত্নসহকারে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সম্যক জ্ঞান লাভ করিলেন। অনন্তর কাশিরাজকে জয় ও আশীর্ব্বচন দ্বারা অভিনন্দন করিয়া সুশ্রুত প্রভৃতি সিদ্ধকার্য্য মুনিকুমারগণ সকলেই হর্ষান্বিত হইয়া স্বীয় স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথমতঃ সুশ্রুত একখানি তন্ত্র বিরচন করেন তদনন্তর তাঁহার সহচরগণও প্রত্যেকে পৃথক-পৃথক রূপে এক একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করিলেন। সুশ্রুতকৃত তন্ত্রখানি শুনিতে অতি সুন্দর, একারণ "সুশ্রুত" নামে ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ইহাতে দিবোদাসের যে শত শত শিষ্য ছিল জানিতে পারা যায়।

অতঃপর স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে ত্রিচত্বা-রিংশত্তম অধ্যায়ে মহারাজ দিবোদাসের যে প্রতাপ বর্ণনা আছে তাহাও উদ্ধৃত করিলাম।

"গতে স্থ দেবসংজ্ঞেষু পৃথিব্যাঃ পৃথিবীপতিঃ।
চকার রাজ্যং নির্দ্বন্দ্বং দিবোদাসঃ প্রতাপবান্॥
বিধায় রাজধানীং স বারাণস্যাং সুনিশ্চলাম্।
এধাঞ্চক্রে মহাবুদ্ধিঃ প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্॥
ততাপ সূর্য্য ইব স দুহৃদাং হৃদিনেত্রয়োঃ।
সোমবৎ সুহৃদামাসীন্ মানসেষু স্বকেম্বপি॥
অখণ্ডমাখণ্ডলবৎ কোদণ্ডং কলয়ন্ রণে।
পলায়মানৈ র্যালোকী শত্রুসৈন্য বলাহকৈঃ॥
স ধর্ম্মরাজা বজ্জাতো ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচেকঃব।
অদন্ত্যান্ মণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চ পরিদণ্ডয়ম্॥
ধনঞ্জয় ইবাধাক্ষীৎ পরারণ্যান্যনেকশঃ।
পাশীব পাশয়াঞ্চক্রে বৈরিচক্রং বিদূরগঃ॥
সোহভূৎ পুণ্যজনাধীশো রিপুরাক্ষসবর্দ্ধনঃ।
জগৎপ্রাণ সমানশ্চ জগৎ প্রাণ ন তৎপরঃ॥
রাজরাজ স এবাভূৎ সর্ব্বেষাং ধনদঃ সতাম্।
স এব রুদ্রমূর্ত্তিশ্চ প্রেক্ষিষ্ট রিপুভীরণে॥
বিশ্বেষাং সহি দেবানাং তপসারূপধৃক্ যতঃ।
বিশ্বেদেবা স্তুতস্তস্থ স্তুবন্তি চ ভজন্তি চ॥
অসাধ্য স হি সাধ্যানাং বসুভ্যো বস্থনাধিকঃ।
গ্রহণাং বিগ্রহধরো দস্রতোঽ জস্ররূপভাক্॥
মরুদ্গণানগনয়ন্ স্তবিতাং স্তোষয়ন্গুণৈঃ।
সর্ব্ববিদ্যাধরো যস্ত সর্ব্ববিদ্যাধরেম্বপি॥
অগর্ব্বানের গন্ধর্ব্বান্ যশ্চক্রে নিজগীতিভিঃ।
ররক্ষু র্যক্ষরক্ষাংসি তদ্দুর্গং স্বর্গম্বোদরম॥
নাগানাগাংসি চক্রুশ্চ তস্য নাগ বলীয়সঃ।
দনুজা মনুজাকারং কৃত্বা তঞ্চ সিষেবিরে॥
জাতা গুহ্যচরা যস্য গুহ্যকাঃ পরিতো নৃষু।
সং সংসেবিষ্যামহে রাজন্নসুরাস্তাং স্ববিভবৈঃ॥
বয়ং যতস্তদ্বিষয়ে সুরাবাসোঽপি দুর্ল্লভঃ।
অশিক্ষয়ৎ ক্ষিতিপতেরিহ যস্য তুরঙ্গমাম্॥
আশুগশ্চাশুগামিত্বং পাবমানে পথিস্থিতঃ।
অগজান যস্য তু গজান্নগবর্ষ্ম সুবর্ম্মণঃ॥
অজস্র দানিনো দৃষ্ট্বা ভবন্ত্যোঽপি দানিনঃ॥
স দোজিরে চ যোদ্ধারো যোদ্ধারশ রণাজিরে।
ন যস্য শাস্ত্রে বিজিতা ন শাস্ত্রৈঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ॥

ন নেত্র বিষয়ে জ্ঞাতা বিষয়ে যস্ত ভূভৃতঃ।
সদা নষ্টপদা দ্বেষ্যাস্তথা নষ্টপদাঃ প্রজাঃ॥
কলাবানেক এবাস্তি ত্রিদিবেঽপি দিবৌকষাম্।
তস্ত ক্ষৌণিভৃতাং ক্ষৌণ্যাং জনাঃ সর্ব্বে কলালয়াঃ॥
এক এব হি কামোঽস্তি স্বর্গে সোঽপ্যঙ্গ
বর্জ্জিতঃ।
সাঙ্গোপাঙ্গশ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বে কামাহিতভূবি॥
তস্তোপবর্ত্তনেঽপ্যেকো ন শ্রুতো গোত্রভিদ্
ক্বচিৎ।
স্বর্গে স্বর্গসদামীশো গোত্রভিৎ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
ক্ষয়ী চ বিষয়ে কোঽপ্যাকর্নিন কেনচিৎ।
ত্রিবিষ্টপে ক্ষপানাথ পক্ষে পক্ষে ক্ষয়ীস্বতঃ॥
নাকে নবগ্রহাঃ সন্তি দেশ স্তস্থাঽনবগ্রহাঃ।
হিরণ্যগর্ভঃ স্বর্লোকে নিতরাং ভ্রাম্যতেঽং শুমান্॥
সদংশুকা প্রতিগৃহং বহুবশ্বাস্তৎ পুরৌকসঃ॥
সদপ্সরাঃ যথা স্বভু স্তৎপুর্য্যপি সদপ্সরাঃ।
একৈক পদ্মা বৈকুণ্ঠে তস্ত পদ্মাকরা শতম্॥
আনীতয়শ্চ তৎগ্রামা নারাজ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
গৃহে গৃহেঽত্র ধনদাঃ নাক একোঽলকাপতিম্॥
দিবোদাসস্ত তস্যৈবং কাশুং রাজ্যং প্রশাসতঃ।
গতমেকদিন প্রায়ং শরদামযুতাষ্টকম্।
গীর্ব্বাণা বিপ্রতীকার মথতস্য চিকীর্ষবঃ॥
গুরুণা মন্ত্রয়ঞ্চক্রুর্দ্ধর্ম্মবর্ত্মানুযায়িনঃ।
ভবাদৃশামিব মুণে প্রায়শোঽধর্ম্ম চারিণাম্॥
বিবুধা বিদধত্যেব মহতীরাপদাং ততীঃ॥
যদপ্যস্তৌ ধরাধীশো ব্যাধিনোদ্ধুদ্ধিরাধ্বরৈঃ।
তানধ্বর ভুজোঽত্যন্তং তথাপি সুহৃদোনতে॥
স্বভাব এব হ্যষদাং পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুতাঃ।
বলিবাণ দধীচ্যাদৈরপরার্দ্ধং কিমত্র তৈঃ॥
অন্তরাত্মা ভবত্যেব ধর্ম্মস্তাপি পদে পদে।
তথাপি ন নিজো ধর্ম্মো ধর্ম্মধীভির্বিমুচ্যতে।

অধর্ম্মণঃ সমেধন্তে ধনধান্য সমৃদ্ধিভিঃ।
অধর্ম্মাদেব চপরং সমূলং যাস্ত্যধোগতিম্॥
প্রজাপালয়ত স্তস্থ পুত্রানিব নিজৌরসান্।
রিপুঞ্জয়স্থ নাম্নোঽপি বভূবাধর্ম্ম সংগ্রহঃ॥
ষড় গুণ্যবেদিন স্তস্থ ত্রিশক্ত্যর্জ্জিত চেতসঃ।
চতুরোপায় চিত্তস্থ ন রন্ধ্রং বিবিদুঃ সুরাঃ॥
বুদ্ধিমন্তোঽপি বিবুধা বিপ্রতীকর্ত্তুমুদ্যতাঃ।
মনাগপি ন সংশেকুরপকর্ত্তুং তদীশিতুঃ॥
এক পত্নিব্রতাঃ সর্ব্বে পুমাংস স্তস্থ মণ্ডলে।
নারীষু কাচিনৈবাসীৎ অপতি ব্রত ধর্ম্মিনী॥৪৪
অনধীতো ন বিপ্রোঽভূৎ অশূরো নৈব বাহুজঃ।
বৈশ্যোঽনভিজ্ঞঃ নৈবাসীৎ অর্থোপার্জ্জন
কর্ম্মহ॥৪৫।
অনন্যবৃত্তয়ঃ শূদ্রাঃ দ্বিজ শুশ্রূষণং প্রতি।
তস্থ রাষ্ট্রে সমভবন দিবোদাসস্য ভূপতেঃ॥৪৬।
অধিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যাঃ স্তদ্রাষ্টে ব্রহ্মচারিণঃ।
নিত্যং গুরুকুলাধীনা বেদগ্রহণ তৎপরাঃ॥৪৭।
আতিথ্য ধর্ম্মপ্রবণাঃ ধর্ম্মশাস্ত্র বিচক্ষণাঃ।
নিত্য সাধুসমাচারাচারাঃ গৃহস্থাস্তস্য সর্ব্বতঃ॥৪৮
তৃতীয়াশ্রমিনো যস্মিন্ বনবৃত্তিকৃতাদরাঃ।
নিস্পৃহাঃ গ্রামবার্ত্তাসু বেদবর্ত্মানু সারিণঃ॥৪৯
সর্ব্বসঙ্গ বিনির্ম্মুক্তা নির্ম্মুক্তা নিষ্পরিস্পৃহাঃ।
বাঙমনঃ কর্ম্ম দণ্ডাঢ্যা যতয়ো যত্র নিস্পৃহাঃ॥৫০
অন্যেঽনুলোম জন্মানঃ প্রতিলোমতবানপি।
স্বপারম্পর্য্যতো দৃষ্টং মানক-বর্ত্ম নতত্যজুঃ॥৫১
অনপত্যোন তদ্রাষ্ট্রে ধনহীনোঽপি কোঽপিনঃ।
অবৃদ্ধ সেবীনো কশ্চিৎ অকাণ্ডমৃতিভাকৃচন॥৫২
ন চাটা নৈব বাচাটা বঞ্চকা নো ন হিংস্রকাঃ।
ন পাষণ্ডা ন বৈ ভণ্ডাঃ ন রণ্ডা ন চ
শৌণ্ডিকাঃ॥৫৩
শ্রুতিঘোষা হি সর্ব্বত্র শাস্ত্রবাদঃ পদে পদে।
সর্ব্বত্র সুভগালাপাঃ মুদা মঙ্গল গীতয়ঃ॥৫৪

বীণাবেণু প্রবাদশ্চ মৃদঙ্গ মধুর স্বনাঃ।
সোম পানং বিনানাত্র পানগোষ্ঠীন কর্ণগাঃ ॥৫৫
মাংসাশি নঃ পুরোভাগে নৈবাস্তত্র কদাচন।
ন দুরোদরিনো যত্র নাধর্ম্মিনা ন তস্করাঃ ॥৫৬
পুত্রস্য পিত্রোঃ পদয়োঃ পূজনং দেব পূজনম্।
উপবাসো ব্রতং তীর্থং দেবতারাধনং পরম্ ॥৫৭
নারীনাং ভর্ত্তৃপদয়োরর্চ্চনং তদ্বচঃ শ্রুতিঃ।
সমর্চ্চয়ন্তি সততং মনুজা নিজমগ্রজং ॥৫৮
সপর্য্যয়ন্তি মুদিতা ভৃত্যাঃ স্বামি পদাম্বুজম্।
হীনবর্ণৈ রগ্রবর্ণো বর্ণ্যতে গুণ গৌরবৈঃ ॥৫৯
বরীবস্যন্তি ভূয়োঽপি ত্রিকালং ভূমিদেবতাঃ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বে বিদ্বাংসঃ সমর্চ্চ্যন্তে মনোরথৈঃ ॥৬০
বিশ্বত্তিশ্চ তপোনিষ্ঠা স্তপোনিষ্ঠে জিতেন্দ্রিয়াঃ।
জিতেন্দ্রিয়ৈঃ জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানিভিঃ
শিবযোগিনঃ ॥৬১
মন্ত্রপূতং মহার্হঞ্চ বিধিযুক্তং সুসংস্কৃতম্।
ঝাড়বানাং মুখাগ্নৌ চ হূয়তেঽহর্নিশং হবিঃ ॥৬২
বাপীকূপ তড়াগানাং মারামানং পদে পদে।
শুচিভির্দ্রব্যসম্ভারৈঃ কর্ত্তারো যত্র ভূবিশঃ ॥৬৩
তদ্রাষ্ট্রে হৃষ্টপুষ্টাশ্চ দৃশ্যন্তে সর্ব্বজাতয়ঃ।
অনিন্দ্য দেবসম্পন্নাঃ বিনা মৃগয়ুঃ সৌনিকান্ ॥৬৪
ইত্থং তস্য মহীজানেঃ সর্ব্বত্র শুচিবর্ত্তিনঃ।
উন্মিষতোঽপ্যনিমিষা মনাক্ ছিদ্রং ন লেভিরে ॥৬৫
অথোবাচামর গুরুর্লেবান পচিকীর্ষু কান।
তস্মিন রাজনি ধর্ম্মিষ্ঠে প্ররিষ্টে মন্ত্র বেদিষু ॥৬৬

(ক্রমশঃ)

অকাল মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে একখানি পত্র।*

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন গুপ্ত]

অকাল মৃত্যুর কারণ—শত! অপরিহার্য্যে—দুঃখে দুঃখে আমাদের মূর্খতাও তত! অকাল মৃত্যুর কারণ পরিহার করিবার চেষ্টা করিলে, এখনও ১২০ বৎসর পরমায়ুঃ লাভ করা যায়। দুইটা দিন বাঁচি কেমনে এবং দুইটা দিন সুস্থ বা থাকি কোন উপায়ে এ চেষ্টা—এ চিন্তা আমাদের অগ্রে দরকার। সুস্থ শরীরের দরিদ্রও সুখী, আর অসুস্থ শরীরে নিয়ত রোগ, শোকে রাজাও দুঃখী। কি উপায়ে দুইটা দিন বাঁচি ও সুস্থ থাকি, সেকথা খুঁজিয়া পাই না, জানিনা, শুনিনা, বুঝিনা, শুনিয়াও শুনিনা, জানিয়াও জানিনা, বুঝিয়াও বুঝিনা, মানিয়াও মানিনা, করিয়াও করিনা, সে বিষয়ে আমরা একেবারে উদাসীন! শাস্ত্রবহির্ভূত সমস্ত মিথ্যা কৃত্রিম অবৈধ হাতগড়া দেহযাত্রার কার্য্য কলাপস্রোতে অগ্রসর হইয়া আমরা ক্রমেই

* অতি বৃদ্ধের প্রেরিত বলিয়া এ পত্রখানি আমরা ছাপিলাম। লেখক সব কথা গুছাইয়া মাজ্জিত ভাষায় বলিতে না পারিলেও তাঁহার কথাগুলি যে সবই সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আঃ সং।

অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছি! মূলতত্ত্ব না জানিয়া, কেবল পরস্পরের দেখাশুনার উপর নির্ভর করতঃ আশু সুখকর দেহযাত্রার কার্য্য কলাপে আমাদের পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে। অথও যুগযুগান্তে অনন্তকালের মধ্যে দুই দিনের তরে এই নরদেহ লাভ করিয়া মাতৃগর্ভে দশ মাস থাকিয়া, ভূমিষ্ট হইবার পরদিন হইতেই এই ভবসংসারে অতিথিশালাতে প্রবাসে কিরূপে দুইটা দিন জীবিত শরীরে সুস্থ থাকিতে পারি, এই চিন্তা মানবমাত্রের সকলেরই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। কিন্তু যে পর্য্যন্ত শৈশব জীবন থাকে- অবশ্য পিতা মাতার লালনপালনে কোনপ্রকার দেহরক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কিন্তু তৎপরে আজী-বন কাল, কাহার আশ্রয় লইলে, কোন শাস্ত্রের ব্যবস্থা মতে চলিলে, দীর্ঘজীবন লাভ করা যাইতে পারে, পিতামাতারাই বা কোন শাস্ত্রের ব্যবস্থামতে লালন পালন করতঃ আমাদিগকে বাঁচাইয়াছেন, তাহা সবিশেষ দোষ গুণ না জানিয়া শুনিয়া লোকপরম্পরা দেখা শুনার উপর নির্ভর করিয়া। শাস্ত্রবহির্ভূত হাতগড়া অব্যবস্থা কুব্যবস্থা মতে, জীবন যাত্রার কার্য্য-কলাপ সর্ব্বদা নির্ব্বাহ করা, অকাল মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ।

আমাদের এই বহিশ্চক্ষুর কোনই কার্য্য নাই। অন্তশ্চক্ষুর (জ্ঞানচক্ষুর) কার্য্যই প্রকৃত কার্য্য, যেহেতু দিবসে এই বহিশ্চক্ষুতে নক্ষত্র দেখা যায় না, অথচ জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনে দিবসেও নক্ষত্র দেখা যায়। এ দিকে স্বরবিকারে, এই বহিশ্চক্ষুর উন্মীলন সত্ত্বেও আত্মীয় স্বজন চিনিতে পারা যায় না ; কারণ এ স্থলে জ্ঞানচক্ষু নিমীলিত রহিয়াছে। সুতরাং জ্ঞানচক্ষুর ধারণাই ঠিক ধারণা ; বহিশ্চক্ষুর দেখা না দেখা প্রায় সমান! সেই জ্ঞান চক্ষুর নিয়ত ধ্যান ধরিতে ধরিতে (যোগ করিতে করিতে) এক বিষয়ের সদাসর্ব্বদা একাগ্রতা গতিতে ঐ এক বিষয়ের প্রকৃত নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়! আজ কাল এই শরীরের অল্প সময়ে, নানা শাস্ত্রের নানা বিষয়ের পল্লব জ্ঞান দ্বারাই এক এক বিষয়ের একাগ্রতার অভাবে ঐ ঐ বিষয়ের মূল জ্ঞান—প্রকৃত তত্ত্বের অভাব হইয়া পড়ি-য়াছে! এ ভাবে এক এক করিয়া সকল বিষয়েরই মূল জ্ঞানের অভাব হইয়া পড়িয়াছে। কাযেই ঐ প্রকারের শিক্ষাস্রোতে, লোকে মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিতে না পারায়, যথার্থ তত্ত্ব লাভ না করিয়া, আহার বিহারাদি সকল বিষয়েরই পরম্পরা দেখা শুনার উপর নির্ভর করতঃ (সাধারণ লৌকিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করতঃ) হিতাহিত দোষগুণ না বুঝিয়া, দেহ যাত্রার কার্য্য কলাপ কথঞ্চিত প্রকারে নির্ব্বাহ করিতেছে ইহাও অকাল মৃত্যুর একটী কারণ বটে।

"মৃত্যুর্ধ্বাবতি ধাবতঃ" অর্থাৎ আহার করিয়াই তৎক্ষণাৎ (কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম না করিয়া) যে ব্যক্তি ধাবিত হন, মৃত্যুও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হয়—একথা সম্পূর্ণ সত্য। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে পরাধীনতা স্বীকারে (চাকুরী ব্যবসায়ে) লোকের আহার নিদ্রা স্নানাদিদৈহিকতা যাবতীয় কার্য্য কলাপ বিধি-ব্যবস্থাবহির্ভূত সম্পূর্ণ অনিয়মে চলিতেছে, এ সকলও অকালমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ।

দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবেৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥
(মনুঃ)

অর্থাৎ নিরাকার পরমব্রহ্ম, সগুণ অবস্থাতে ব্রহ্মাকারে, স্ত্রী পুরুষরূপ ধারণ করিয়া মানবাদি সৃষ্টি আরম্ভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই লক্ষ শ্লোক সহস্রাধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ পরমায়ুঃ লাভ করা যায় যাহা দ্বারা—তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদং। লোকের ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রে, এক মুহূর্ত্তকাল, আয়ুর্ব্বেদের ব্যবস্থা ছাড়া চলিলে জীবাত্মা দেহে তিষ্ঠিতে পারে না। এ কারণে লোক সৃষ্টির পূর্ব্বেই আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। যেহেতু ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্ব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, যাহা কিছু জীবন রক্ষার ব্যবস্থা তৎ সমস্তই আয়ুর্ব্বেদের নিহিত। এমন কি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অর্দ্ধেক অংশই স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে; এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক অংশ অস্বাস্থ্য নিবারণে—রোগ আরোগ্য সম্বন্ধে অথবা চিকিৎসা বিষয়ে। এস্থলে অনেকেরই ভুল ধারণা যে, আয়ুর্ব্বেদ শুধু চিকিৎসাশাস্ত্র! কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা ইহা কখনও খুঁজেন নাই যে—মানুষোচিত আহার, নিদ্রা, স্নান, সন্তানোৎপাদন আদি যাবতীয় দেহরক্ষার ক্রিয়াকর্ম্ম, আমরা কোন্ শাস্ত্রমতে করিতেছি। অধিক কি হিসারের ঘরে, খৃষ্টান, মুসলমানগণও পক্ষান্তরে আধা হিন্দু! যেহেতু কিরূপে অন্ন পাক করিতে হইবে, কতটা চাউলে কি পরিমাণ জল দ্বারা সুসিদ্ধ করিতে হইবেক এবং কিরূপ নিয়মে, দাইল, ব্যঞ্জন, তরকারি, মিঠাই আদি পাক করা আবশ্যক অর্থাৎ পাকপ্রণালী সমস্ত কিরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইবে কিরূপে গৃহনির্ম্মাণ—বস্ত্র পরিধান, ক্ষৌর হওয়া, কোন ঋতুতে কিরূপ বস্ত্র পরিধান, প্রাতঃ মধ্যাহ্ন-সায়ংকৃত্য, বাল্য-যৌবন বার্দ্ধক্য ব্যবহার,—কোন চাউল, দাইল, মৎস্য, তরকারি আদির কিরূপ কি দোষ, গুণ, এ সকল জীবনরক্ষার—দেহ ধারণের সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থাই আয়ুর্ব্বেদ মতে মুসলমান ও খৃষ্টানগণও করিতেছেন! কেবল হিন্দুর অখাদ্য খাদনে তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের নিয়ম মানেন না বটে। বাইবেল বা কোরাণে, দেহ রক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায় না। তবে হাকিমী মতের গ্রন্থ ও হিপোক্রোটিস আদি গ্রন্থ যাহা পাওয়া যায়, যাহাতে কোন কোন বিষয়ের দেহ রক্ষা বিবরণ আছে, তাহারও আদি মূল এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র। সে বিষয়ের প্রমাণাদি সহকারে, সময়ান্তরে বিস্তারিত উল্লেখ করিব। ফলে আয়ুর্ব্বেদের মানুষোচিত বিধি ব্যবস্থা লইয়াই, মুসলমান খৃষ্টান, হিন্দু সকলেই যাহা কিছু করিতেছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

যাহা হউক আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধি নিষেধ না মানিয়া দেহ রক্ষার হাত গড়া সদ্যঃ সুখাবহ কার্য্যকলাপ স্রোতে নিরালম্বে আমরা অধুনা যেরূপ ভাসিতেছি, তাহারই ফলসম্ভূত অকাল মৃত্যু।

বাস্তবিক ব্যাপারটা কিরূপ সর্ব্বনাশকর হইয়া পড়িতেছে তাহা কি আরও বিশদ করিয়া বলিতে হইবে? এ কালে এ যেন গৃহ দাহ উপস্থিত! আমরা বেড়া আগুণে সবংশে নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছি।

ফলে ব্যাপার যেরূপ তাহাতে শীঘ্রই বঙ্গদেশ

যে লোক শূন্য হইয়া পড়িবে তাহা যেন জ্ঞান চক্ষের সম্মুখে সহজেই পরিদৃশ্য হইতেছে।

এখন হাত গড়া সুখ চাই! হাতে হাতে স্বর্গ চাই! খাদ্যই দেহ রক্ষার ও সাত্বিক গুণ উৎপাদনের বা দীর্ঘ জীবন লাভের মূল কারণ। ইহাই এককথায় অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ! দেহ রক্ষা বলিতে যে খাদ্যের নিয়ম পালন করাও আবশ্যক তাহাতে আর সন্দেহ কি? খাদ্য বিশেষে খাদ্যের মাত্রা সংযোগ সংস্কারাদি বিশেষেই দেহের হিতাহিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করিব কিরূপে? বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত যাবতীয় বিধি নিষেধ-ব্যবস্থা অমান্য করতঃ আশু সুখকর হাতগড়া ব্যবস্থার উপরে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করাই অকাল মৃত্যুর বা পরমায়ু ক্ষয়ের কারণ ইহা নিঃসন্দেহ। ফলে আজ কাল সকল বিষয়েই আমরা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া অপথে বিপথে চলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন পরমায়ুঃ ক্ষয় করিতে বসিয়াছি!

"একোত্তরং মৃত্যু শত মথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে।" আয়ুর্ব্বেদোক্ত এই বচনের উপর বিশ্বাস স্থাপন না হওয়াতে সুস্থ কি অসুস্থ শরীরে আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধি নিষেধ ব্যবস্থা নিয়মাদির বহির্ভূত, দেহরক্ষার কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করাই, পরমায়ু ক্ষয়ের কারণ।

আজ ভূমিকা মাত্র করিলাম, আয়ুর্ব্বেদ সম্পাদক মহাশয় যদি স্থান দান করেন, তাহা হইলে সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

আলোচনা।

[শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এইচ, এম, বি]

—:o:—

বিষাক্ত পেন্সিল।—আজকাল কি সহরে কি পল্লীতে পেন্সিল ব্যবহারের চলন খুবই বেশী। ইহার মধ্যে কপিং পেন্সিল'ই ছাত্রেরা বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু এই পেন্সিল যে কত্যন্ত সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা দরকার তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা নাই। এই শ্রেণীর অনেক পেন্সিলের সিসে এক রকম রং ব্যবহার করা হয়, যাহা মাংসের সংস্পর্শে আসিলে মহা ভয়ের সম্ভাবনা, কোন গতিকে শরীরের কোন স্থানে এই পেন্সিলের সিস ঢুকিয়া ভাঙ্গিয়া থাকিলে এমন কি কেবল মাত্রই ফুটিয়া গেলেও সেখানকার তন্তগুলির ভিতরে প্রথমে বেগুনি রং সঞ্চারিত হইয়া যায়। তার ফলে শরীর বিষাক্ত হইয়া মানুষ অবিলম্বে মৃত্যু মুখে পড়িতে পারে। অনেক সময় সিস ফুটিয়া গেলে কয়েক সপ্তাহ পরে ও মানুষের শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। অতএব খুব সাবধানতার সহিত এই পেন্সিল ব্যবহার করিবেন আর—ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে এই পেন্সিল কখন দেবেন না।

দোকানের খাবারে মৃত্যু। আমরা অনেক বার সাধারণকে' সাবধান করিয়া দিয়াছি যে বাজারের খাবার খাওয়া নিরাপদ নহে। সম্প্রতি একটী দুই বৎসরের শিশুকে লইয়া তাহার পিতা বাজারে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া ছেলেকে খাইতে দেন। সেই ছেলে বাড়ীতে আসিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। ফলে তাহার পিতা তাহাকে মেডিক্যাল কলেজে লইয়া যান—সেইখানেই তাহার মৃত্যু হয়। অনেকেই মনে করিতেছেন, যে ঐ মিষ্টান্ন ভক্ষণেই শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। যাহাহউক ইহা কিছু বিচিত্র নহে—এইরূপ খাবার ভক্ষণে অনেকের মৃত্যু সংবাদ আমরা পাইয়াছি।

ম্যালেরিয়ার খরচ—"বাঙ্গালী"তে প্রকাশ "বাঙ্গালা দেশের পল্লীগুলিতে ৪ হাজার এলোপ্যাথিক ডাক্তার আছেন। ইঁহারা প্রত্যেকে প্রতি মাসে গড়ে ১০০ রোগী দেখেন ও অন্ততঃ ১০০৲ টাকা ভিজিট লন। কেবল ম্যালেরিয়ার রোগী দেখিয়া ইঁহারা বৎসরে ৪৮ লক্ষ টাকা ভিজিট আদায় করেন। ম্যালেরিয়ায় ডাক্তারী অপেক্ষা পেটেণ্ট চিকিৎসা বেশী। আজ পর্য্যন্ত উহার ৫২৮ রকম পেটেণ্ট ঔষধ আছে। ইহা ছাড়া কত পেটেণ্ট-টোটকা-পাচন-মুষ্টিযোগ আছে। প্রতি বৎসর আমরা ২ কোটী টাকার কেবল ম্যালেরিয়ার ঔষধ খাই। ঔষধে ও ডাক্তারী ভিজিটে প্রতি বৎসর আমাদের তিন কোটী টাকার উপর খরচ হয়"।

দিল্লীতে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ, আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী দিল্লী নগরীতে তিব্বীয়া ইউনানী ও আয়ুর্ব্বেদ কলেজের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের উন্নতি—সম্প্রতি ঢাকা মেডিকেল স্কুলও কটক মেডিকেল স্কুল হইতে শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ দুই ছাত্রটি কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন। কয়েকজন কলেজ বর্জ্জনকারী ছাত্রও এই কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন। অনেকে ডাক্তারী পাশ করিয়া যখন এই কলেজে ভর্ত্তি হইতেছে তখন আমরা আশা করি লুপ্ত প্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি দেশের লোকের মতি গতি আবার ধাবিত হইতে পারিবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় ছাত্রের কৃতকার্য্যতা—আয়ুর্ব্বেদ কলেজের শেষপরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র শ্রীকৃষ্ণকুমার কাব্যতীর্থ এইবার ঢাকা সারস্বত সমাজ হইতে আয়ুর্ব্বেদের পরীক্ষা দিয়া ৩য় স্থান অধিকার করিয়া "ভিষগশাস্ত্রী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সামরিক স্বাস্থ্য বিভাগ

ভারত গভর্ণমেণ্ট জবাব দিয়াছেন যে, গত ১৩১৩-১৪ অব্দে ভারতের সামরিক বিভাগে ত্রিশকোটী টাকা খরচ হইয়াছে এবং ১৯১৯-২০অব্দে সাতাশী কোটী টাকা খরচ হইয়াছে। অবশ্য এই সাতাশী কোটীর মধ্যে আফগান যুদ্ধের ব্যয় চল্লিশ কোটী টাকাও ধরা হইয়াছে। এইবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদির ব্যয়ের হিসাবটা একবার শুনুন। গত ১৯১৩-১৪ অব্দে ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট পাঁচ কোটী পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য এই দুই বিভাগে তাঁহারা ১৯১৩-১৪ অব্দে দুইকোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন। ১৯১৯-২০ অব্দে শিক্ষার জন্য সাত কোটী পঁচিশ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। চিকিৎসা বিভাগে দুই কোটী পঞ্চাশ লক্ষ ও স্বাস্থ্য বিভাগে দেড় কোটী টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ব্যয়ের এই অসামঞ্জস্য এতটা বাড়িয়াছে যে, তাহার আর কোন সমালোচনা কিংবা কোন প্রকার টীকা টিপ্পনী করিতেও লজ্জা বোধ হয়।

বাঙ্গালায় ব্যাধি নিবারণে—লক্ষটাকা দান—মিঃ উইলসন টার্নার মরিশন কোম্পানীর অংশীদার। ডিউক অব কনটের হস্তে এক লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়া বলিয়াছেন,—এই টাকা বাঙ্গালা দেশে রোগ যন্ত্রণার প্রশমন জন্য ব্যয় করা হউক—ইহাই আমার ইচ্ছা। ডিউক অব কনট এই দান গ্রহণ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের হস্তে এই টাকা দিয়া বলিয়াছেন গভর্ণমেণ্ট যেন দাতার ইচ্ছানুসারে এই টাকার সদ্ব্যয় করেন।

শিশু মৃত্যু। রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর শিশুমৃত্যু নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণার্থ এক কমিটী গঠন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সার নরেন্দ্র নাথ একটু সংশোধন করিয়া ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

গোধন।—১৯১৯-২০ সালের হিসাব।

দেশ।	সংখ্যা।
ভারতবর্ষ	১৪৫,৯২২,০০০
মার্কিন যুক্তরাজ্য	৬৭,৮৬৬,০০০
আরজেণ্টাইন	২৭,০৬৫,০০০
জর্ম্মণী	১৭,২২৭,০০০
ফ্রান্স	১৩,৩১৫,০০০
অষ্ট্রীয়া	১১,০৪০,০০০
কানাডা	১০,০৫১,০০০
নিউজিলণ্ড	২,৮৮,০০০

যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৩-১৪ সালে ভারতবর্ষের গোধন সংখ্যা ১৪৩,১৭৯,০০০ ছিল। সুতরাং পঞ্চ বর্ষে শতকরা ২ বাড়িয়াছে। এই সময় মধ্যে কানাডায় গোধন ৫৩৮ বাড়িয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে গরুর সংখ্যায় যত বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল সংখ্যা তত বাড়ে নাই। কানাডায় যত বাড়িয়াছে, ভারতবর্ষে তত বাড়িল না কেন? ইহার অনুসন্ধান করা উচিত।

দান। নদীয়া জেলার কুড়ুলগাছি নিবাসী শ্রীমতী কৈলাসকামিনী দেবী তাঁহার স্বামী ৺উমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মরণার্থে এথনকার গ্রাম্য পাঠশালাকে মধ্যবৃত্তি বিদ্যালয় করিবার জন্য ১০০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আর স্থানীয় হাসপাতাল নির্ম্মাণ জন্য আরও দশ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

চিড়িমারসাহী সৎকার সমিতি ঃ- মেদিনীপুর সহরের চিড়িমারসাহী নিবাসী সতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীপ্রফুল্লকুমার নন্দী, শ্রীমন্মথনাথ সরকার, বাবু অতুলচন্দ্র বসু প্রভৃতি কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি স্বজাতির ভয়ঙ্কর বিপদে বরাবরই বিশেষ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। সংবাদ পাইবামাত্রই উহারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত শব বহন ও দাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া বিপন্নকে যে কি প্রকারে উদ্ধার করেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়! আমরা তাহাদের এই প্রকার আন্তরিকতায় অত্যন্ত

মুগ্ধ হইয়াছি। ভগবান এই প্রকার লোক-হিতকারী ব্যক্তিবর্গের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ করুন, ইহাই প্রার্থনা। আমরা আশা করি উক্ত মহোদয়গণের সহৃদতায় স্থানীয় যুবক-বৃন্দ একটী সংকার সমিতি স্থাপন করিয়া উহার পরিপুষ্টি সাধন করতঃ জাতীয় জনগণের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হইবে। এজন্য স্বজাতীয় জন বৃন্দের উহাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করা আবশ্যক।

হবিগঞ্জে শিশুমঙ্গল ও প্রসূতিস্বাস্থ্য প্রদর্শনী।

বিগত ২৫শে জানুয়ারী হইতে ২৯শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত হবিগঞ্জে শিশুমঙ্গল ও প্রসূতি-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। শ্রীহট্টের ডেপুটী কমিশনার মহোদয় স্বয়ং ইহার উদ্বোধন করেন। ভারতবর্ষে এ সম্পর্কে ইহাই দ্বিতীয় প্রদর্শনী। ফলতঃ শিশু ও প্রসূতির মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে এইপ্রকার প্রদর্শনীর আবশ্যকতা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

দিল্লীনগরীতে যখন ইহার প্রথম অধিবেশন হয়, তখন মিস্ এইচ্ ডেভিস্ এম্ ডি মহোদয়া,—তদুপলক্ষে দিল্লী গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই হবিগঞ্জে একটী প্রদর্শনী খুলিতে তিনি উদ্যোগী হন এবং তদনুসারে একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। দুঃখের বিষয় নানাকারণে উক্ত সমিতি কার্য্য সম্পাদনে শিথিলতা প্রকাশ করেন। সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক সেই সময়ে আসামের ডেপুটী সেনিটারী কমিশনার মিঃ রাও প্রদর্শনীর সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। তাহার ফলে আমাদের জনপ্রিয় এঃ এঃ কমিশনর বাবু রাধারঞ্জন ধর এম্ এ বি এল মহোদয় উক্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে দৃঢ়সংকল্প হন। তাঁহারই যত্নে সব্ ডিভিসনেল অফিসার মহোদয় এদিকে মিউনিসিপ্যালিটীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা বি, এ, মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান বাবু গোপেন্দ্রলাল দাস চৌধুরী বি, এল এবং এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন কেপ্টেন মিঃ প্রাণধন ঘোষ এম, বি প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ ও প্রদর্শনীর সাফল্য সম্পাদনে বিশিষ্টভাবে মনঃসংযোগ করেন। উক্ত প্রদর্শনীতে সূতিকাগৃহ, স্বাস্থাকর গৃহ, শিশুগৃহ প্রভৃতির আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রায় প্রত্যহ সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্পর্কে নানাবিধ উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীর পক্ষ হইতে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং মাদক

দ্রব্যের অপকারিতা বিষয়িনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাও বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল।

তদভিন্ন রচনা ও সেলাইয়ের জন্য মহিলা এবং বালকদিগকে ব্যায়াম ও ক্রীড়ার জন্য ছেলেদিগকে প্রচুর পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়া প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদেরও সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। উক্ত প্রদর্শনীতে সহরস্থ সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। মফঃস্বলস্থ বহু দর্শকও প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন। ফলতঃ এতদুপলক্ষে পাঁচ দিবস সহরটী যেন উৎসবমত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

—সঞ্জীবনী।

যবাগূ।

[শ্রীহেমচন্দ্র গুপ্ত আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য-ব্যাকরণতীর্থ-কাব্যরত্ন।]

—:০:—

"দ্রবসিক্থ সমন্বিতা যবাগূরিতি যবাগাঃ সামান্য লক্ষণম্" যবাগূ প্রথমতঃ তিন প্রকার ১। কল্কসাধ্য। ২। ক্বাথসাধ্য। ৩। জল সাধ্য। এই তিন প্রকার যবাগূই আবার মণ্ড, পেয়া, বিলেপী ভেদে তিন প্রকার। মণ্ডাদির লক্ষণং —

সিক্থকে রহিতো মণ্ডঃ পেয়াসিক্থ সমন্বিতা।
যবাগূর্ব্বহুসিক্থাস্যাদ্বিলেপী বিরল দ্রবা॥

সিটা ত্যাগ করিয়া দ্রবাংশ ছাকিয়া লইলে মণ্ড এবং সিটার সহিত দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইলে পেয়া বলে। পেয়া এরূপ ভাবে ছাকিতে হইবে যেন সিটার অংশ পেয়াতে যায়। গাঢ় ও সিটা বিশিষ্ট হইলে তাহাকে বিলেপী বলে। বিলেপী ছাঁকিতে হয় না।

যবাগূ পাকে অত্যন্ত তণ্ডুলের একচতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে হয়। উক্তঞ্চ :—

যবাগূমুচিতাদ্ভক্তাচ্চতুর্ভাগকৃতাং বদেৎ॥

কল্কসাধ্যযবাগূ বিধি :—

কর্ষার্দ্ধং বা কনাশুণ্ঠ্যো কল্কদ্রব্যস্য বা পলম্।
বিনীয় পচেদ্যুক্ত্যা বারিপ্রস্থেন চাপরাম্॥

তীক্ষ্ণ, মধ্য ও মৃদুবীর্য্য ভেদে কল্ক দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যস্য কর্ষ প্রমাণং গ্রাহ্যম্। আমলক্যাদেমৃদুবীর্য্যস্যতু পলমাত্রম্॥ অনুক্তমপি মধ্যবীর্য্যস্যবিবাদেমানম্। অর্দ্ধপলমেব দেয়মিতি শিবদাসসম্মতম্॥

তীক্ষ্ণ বীর্য্য দ্রব্যের কল্ক ২ তোলা, মধ্য-বীর্য্য দ্রব্যের কল্ক ৪ তোলা, মৃদুবীর্য্য দ্রব্যের কল্ক ৮ তোলা লইতে হয়। এই নিয়মানুসারে গৃহীত কল্কের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে তণ্ডুল লইয়া চারিসের জল দ্বারা কল্কসাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করিতে হয়।

"যুক্ত্যা" এই পদ থাকার জন্য ক্ষুধার্ত্ত ও বলবান ব্যক্তি দিগের জন্য তণ্ডুল ও কল্কানুযায়ী জলের পরিমাণ ইচ্ছা মত বৃদ্ধি করা যায়। এই কল্কসাধ্য যবাগূ মণ্ড পেয়া ও বিলেপীর

লক্ষণ যুক্ত হইলে, কল্কসাধ্য মণ্ড, কল্ক সাধ্য পেয়া ও কল্ক সাধ্য বিলেপী বলে। কাথ সাধ্য যবাগূ বিবিধ: কাথ সাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করিতে হইলে ষড়ঙ্গ বিধানে অর্থাৎ দুই তোল কাথ্য দ্রব্য চারিসের জলে দিয়া সিদ্ধ করতঃ দুই সের থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাকিয়া ঐ দুইসের কাথ দ্বারা উপযুক্ত পরিমাণে তণ্ডুল পাক করিতে হয়। উক্তঞ্চ "ষড়ঙ্গপরিভাষৈব প্রায় পেয়াদি সম্মতা।" এই কাথ সাধ্য যবাগূ পাক করিতে করিতে মণ্ড, পেয়াও বিলেপীর লক্ষণ হইলে, কাথ সাধ্য মণ্ড, কাথ সাধ্য পেয়াও কাথসাধ্য বিলেপী বলে।

জল সাধ্য যবাগূবিধি :—

অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপীতুচতুর্গুণে।
মণ্ডশ্চতুর্দ্দশগুণে যবাগূঃ ষড়্গুণেহম্ভসি॥

অন্ন শব্দের অর্থ ভাত। অন্ন যবাগূর অন্তর্ভুক্ত নয়। যবাগূ শব্দে এখানে পেয়া বুঝিতে হইবে। পাঁচগুণ জল দিয়া তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া দ্রবাংশ অর্থাৎ মাড় গালিয়া ফেলিলে ঐ সিদ্ধ তণ্ডুলকে ভাত বলে। চতুর্গুণ জলে তণ্ডুল সিদ্ধ করতঃ বিলেপীর লক্ষণ হইলে জল সাধ্য বিলেপী বলে।

চৌদ্দগুণ জল দিয়া তণ্ডুল পাক করতঃ মণ্ডের লক্ষণ যুক্ত হইলে জলসাধ্য মণ্ড বলে। ছয়গুণ জল দিয়া তণ্ডুল পাক করতঃ পেয়ার লক্ষণ হইলে জলসাধ্য পেয়া বলে। জল দ্বারা যে যবাগূ হয় তাহাকে জল সাধ্য যবাগূ বলে। যবাগূ প্রস্তুতের নিয়ম বলা হইল। এক্ষণে মানমণ্ড সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় ৫ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় লিখিয়াছেন, চারি গুণ জল দিয়া বিলেপী পাক করিলে পঞ্চগুণসাধ্য ভাত হইতে বিলেপী দ্রব হয় না। তাই তিনি অন্নের পাঁচগুণ বিলেপীর চারিগুণ এই নয় গুণ দ্রব দিয়া বিলেপী বিধানে মানমণ্ড প্রস্তুত করিবার উপদেশ দিয়া চক্রদত্তের বিলেপী পরিভাষার ব্যতিক্রম দেখাইয়াছেন। এখানে প্রথমেই আমার জিজ্ঞাস্য —ভাত কি দ্রব পদার্থ? না ভাতের দ্রবাংশ মাড় ফেলিয়া দিতে হয় বলিয়া ভাত দ্রব পদার্থ নয়। ভাত যদি দ্রব অর্থাৎ তরল না হইল, তাহা হইলে বিলেপী ভাত হইতে তরল একথা বলিতে পারা যায় না। দুইটী তরল পদার্থ না হইলে একটী অপরটী হইতে তরল—একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? অন্ন পাকে পাঁচ গুণের অধিক জলের ব্যবস্থা থাকিলেও ভাত কখনই তরল হইত না। ভাত হইতে বিলেপী তরল মনে করিয়া উক্ত কবিরাজ মহাশয় যে ৯ গুণ দ্রব দিয়া বিলেপী বিধানে মানমণ্ড প্রস্তুত করিতে বলিয়াছেন, তাহা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। মানের পায়সকে রত্নাবলীকার কি জন্য মানমণ্ড করিয়াছেন? এবং শ্লোকে কি জন্যই বা পায়স উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া উক্ত কবিরাজ মহাশয় ঐরূপ লিখিয়াছেন। মানমণ্ড :—

পুরাণং মানকং পিষ্টা দ্বিগুণীকৃতং তণ্ডুলম্।
সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যাম্ ভ্যসেৎ
পায়সমন্তুতৎ॥

পুরাতন মানের সূক্ষ্মচূর্ণ ১ তোলা তণ্ডুল চূর্ণ একতোলা, সমভাগে মিশ্রিত দুগ্ধ ও জল দিয়া পায়স পাক করিয়া সেবন করিবে। চক্রদত্ত ক্ষীরকৃতা বিলেপীকে পায়স বলিয়াছেন। তণ্ডুল উপযুক্ত পরিমানে দুগ্ধ দিয়া পাক করিতে করিতে বিলেপীর মত গাঢ়

অবস্থায় নামাইলে তাহাকে ক্ষীরকৃত বিলেপী পায়স বলে। ক্ষীরকৃত বিলেপীর পরিভাষা নাই, ক্ষীরকৃতা বিলেপী পাকে নীরসাধ্য বিলেপীর পরিভাষা কোনমতেই গ্রহণ করা যাইতে পারেনা। ইহা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, মানের পায়স বিলেপী লক্ষণযুক্ত হইবে। নীরসাধ্যা বিলেপীর পরিভাষা গ্রহণ করিতে হইবেনা। মানমণ্ডের পাকে তুল্যভাগে মিশ্রিত দুগ্ধ ও জল কতগুণ দিতে হইবে তাহার কোন নিয়ম না থাকার জন্য নীরকৃত মণ্ড বিধানে তুল্যভাগে মিশ্রিত দুগ্ধ ও জল চৌদ্দগুণ দিতে হইবে বলিয়াই আমাদের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ রত্নাবলীকার মানের পায়সকে মণ্ড বলিয়াছেন। ইহাই রত্নাবলীকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

মানমণ্ড পুরাতন মানের সূক্ষ্ম চূর্ণ	১ তোলা
কুট্টিত তণ্ডুল	২ তোলা
দুগ্ধ	২১ তোলা
জল	২১ তোলা

বিলেপীর মত গাঢ় হইলে পাকশেষ করিতে হইবে। আমারও এইরূপ ব্যবস্থা দিয়া থাকি। এই পায়সকে অবস্থা বিশেষে পেয়া ও মণ্ডও প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সমালোচনা।

—:o:—

উপনিষদাবলী। ১ম খণ্ড। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১২নং হরীতকী বাগান শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে ঈশ, কেন, কঠ প্রশ্ন কৈবল্য, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিন্দু, আরুণি, জাবাল ও ব্রহ্মবিদ্যা—এই বিষয় গুলির অন্বয় ও অনুবাদ লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ সম্পাদক ভূমিকায় বলিয়াছেন,—"একদিন আমাদের এই ভারতবর্ষে উপনিষদের যথেষ্ট অনুশীলন ছিল। ভারতবাসী একদিন নিত্যশান্তির অন্বেষণে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া একব্রহ্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এখন আর সে দিন নাই।" বাস্তবিক এখন আর সে দিন নাই বলিয়াইতো ভারতবাসীর আজ সকল বিষয়েই অবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান জগতে অদ্বিতীয়, এখনকার বিজ্ঞানবিদের সাধ্যও নাই যে, সে জ্ঞানরহস্য ভেদ করিতে পারেন। ভারতের আবার পুনরুন্নতির জন্য সেই জ্ঞানেরআদর্শ উপনিষদের অবাধ প্রচলন আবশ্যক। এই জন্য শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়ের এই গ্রন্থ ঘরে ঘরে রক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থের সম্পাদক সাহিত্যজগতেও সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার অন্বয় এবং অনুবাদে তাঁহার সাহিত্যের লালিত্যপূর্ণ ভাষাও বেশ উঠিয়াছে। গ্রন্থের কাগজ-ছাপা-বাইণ্ডিং খুবই সুন্দর। পকেট এডিসন করিয়া বাহির করায় গ্রন্থখানি সকল সময়ে সঙ্গে রাখিবার উপযোগীও হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই এই গ্রন্থ এক একখানি সংগ্রহ করিতে পরামর্শ প্রদান করিতে পারি।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা পদ্ধতি। এ গ্রন্থখানির ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। ১২নং হরীতকীবাগান শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয়ই ইহার প্রকাশের স্থল। পুঁথির আকারে সুন্দর অক্ষরে এই পূজা পদ্ধতি ছাপা হইয়াছে। হিন্দু মাত্রেরই এই পুঁথিতে উপকার হইবে।

দরিদ্রের আহ্বান। শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখিত। ইনডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেটের 'কর্ম্মপথে সিরিজের' ১ম গ্রন্থ। মূল্য ৵৹, প্রাপ্তিস্থান ১১নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

এই গ্রন্থে প্রথমে পল্লীসেবায় ব্যবস্থায় পল্লীর উন্নতির নানা উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আধি ব্যাধির লীলা নিকেতন বাঙ্গালার পল্লীগুলির সংস্কার সাধনে এই উপদেশগুলি মন্বাদির উপদেশের মত প্রত্যেক পল্লীবাসীর উপকারে আসিবে। উপদেশগুলি পালন করিলে পল্লীর জড়প্রায় অধিবাসিগণ আবার কর্ম্মঠ হইতে পারিবেন। "উত্তিষ্ঠও জাগ্রত" শীর্ষক সন্দর্ভে বাঙ্গালীর মৃতকল্পদেহে আবার সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার হইবে। সত্যইতো "বর্ত্তমান সমাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বৈষয়িক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদের এই দুঃখ অবসাদের মধ্যে আশাবাণী প্রচার করিতে হইবে। ভাবরাজ্যে বিচরণ করিবার আর অবসর নাই, কল্পনার রাজ্য হইতে এখন ফিরিয়া আসিতে হইবে।" ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে হিন্দু ও মুসলমান জাতির ধ্বংসোন্মুখ অবস্থার যে বিস্তৃত পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে, এ পরিচয়ে হিন্দু ও মুসলমান জাতি উভয়েই বুঝিতে পারিবে যে তাহাদের উভয়েরই আর ধ্বংস হইবার বড় বিলম্ব নাই। গ্রন্থকার এই জন্যই 'দরিদ্রের আহ্বানে' কর্ত্তব্যের আহ্বান করিয়া বাঙ্গালীকে জাগাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বাঙ্গালী এ গ্রন্থের আদর করিয়া এই স্বদেশবৎসল গ্রন্থকারের সে প্রয়াস সিদ্ধির ব্যবস্থা করুন, নিজেরা বাঁচিবার উপায় করুন—ইহাই আমরা বলিতে পারি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

রাজকীয় সাহায্য—মহীশূর গভর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, সেখানকার ডাক্তারী উপাধী ধারী যে সকল ছাত্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহাদিগকে মাসিক ৭৫৲ টাকা হিঃ বৃত্তি প্রদান করিবেন। কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিলে, তাঁহাকেও উপযুক্ত বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। মহীশূর হিন্দু রাজ্যের অধীশ্বর এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া সনাতন আয়ুর্ব্বেদকে যে সঞ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহার জন্য বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কালে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের নিকটও আমরা এইরূপ আশা রাখিতে পারি।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়। আগামী কল্যবে। আষাঢ়ে এই বিদ্যালয় ৬ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ ইহারই মধ্যে ছাত্র ভর্ত্তির জন্য বহুসংখ্যক আবেদন পত্র কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত হইয়াছে। আগামী সেসন হইতে এই বিদ্যালয়ের বেতন ৩৲ টাকা স্থলে ৪৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনায় এই বেতনের পরিমাণ অতি অল্পই বলিতে হইবে। বেতন বৃদ্ধি করিলেও আবেদনের সংখ্যাবাহুল্যে এবার আবেদনকারী মাত্রেই যে এই বিদ্যালয়ে স্থান পাইবে তাহাও বলা যায় না।

ধন্বন্তরি—বৈদ্য জাতির মুখ পত্র "ধন্বন্তরি" কাগজ খানির কয়েক মাস হইতে প্রচার বন্ধ থাকায় আমরা দুঃখিত হইয়াছি। কাগজ খানি ঠিক বৈদ্য জাতীর মুখপত্র রূপে না পরিচালিত হইলে ও তথাপি ইহা বৈদ্যের জাতীয় কাগজ বলিয়াই আমরা তৃপ্তি লাভ করিতাম। উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কাগজ খানি বন্ধ হইবার পূর্ব্বে "নিবেদনে" বলিয়াছিলেন যে, সাংসারিক তাড়নে তিনি আর উহার পরিচালনে সক্ষম নহেন, কিন্তু উহার অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেন কেন? বিদ্বৎ সভাও ত ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। ফল কথা এই কাগজ খানির পুনঃ প্রকাশ আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

বৈদ্যের জাগরণ—বৈদ্য জাতির কেহ কেহ এখন নিজের ভুল বুঝিয়া আয়ুর্ব্বেদের সহিত শল্য চিকিৎসা-শিক্ষার যে আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহার জন্য মনে হইতেছে—বৈদ্যচিকিৎসা সত্য সত্যই আবার জাগিয়া উঠিবে। কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাগণ এ কথা পূর্ব্বেই বুঝিয়া ছিলেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাহারই ফল সম্ভূত। দুঃখের বিষয় কোন কোন খ্যাতনামা চিকিৎসক এতদিন আত্মম্ভরিতার জন্য ইহার উপযোগিতা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন নাই, এখন কিন্তু শব ব্যবচ্ছেদের চিকিৎসা ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় যে চিকিৎসা অসম্পূর্ণ, তাহা তাঁহারা অম্লানবদনে স্বীকার করিতেছেন। শুধু মুখে স্বীকার নহে—সেরূপ শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা সকলও বিধিবদ্ধ করিতেছেন। সেই জন্য যে বৈদ্যচিকিৎসা আবার জাগিয়া উঠিবে এই সম্ভাবনায় আমরা আকুল দৃষ্টিতে আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছি।

ভুলধারণা—ভুলধারণা সকলেরই থাকিতে পারে।

বেদা বিভিন্নাঃস্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ।
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।

সুতরাং কলির মানব আমরা;—আমাদের মতবিভিন্নতা অনেক সময়েই যে হইতে পারে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? দেশহিতৈষী সুরেন্দ্রনাথ বিদ্বেষ বুদ্ধি ভুলিয়া যদি আজ রাজ হিতৈষী হইতে পারেন, তাহা হইলে সামান্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক দিগের কেহ ২০ বৎসর পরে শল্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা আগে যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহার স্থলে এখনি যে সে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, বরং তাহাতে তাঁহার জ্ঞানগভীর গবেষণারই পরিচয় পাওয়া যায়। ফল কথা যাঁহারা নিজের ভুল বুঝিয়া নুতন করিয়া এখন কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

উন্নতির উপায়—আমাদের লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদকে আবার জাগাইয়া তুলিতে হইলে আমাদিগের মধ্যে আর দ্বন্দ্বকলহ করিলে চলিবে না। আয়ুর্ব্বেদের শল্য-শালাক্য প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ আমাদের বুদ্ধির দোষে আমরাই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, তাহা সকলের সমবেত একাগ্রতার সাধনায় আবার পুনরুদ্ধার করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। ইতঃপূর্ব্বে বৈদ্য চিকিৎসকগণের হৃদয়ের উদারতার অভাবে এই চিকিৎসা শুধু বৈদ্য জাতির মধ্যেই শিক্ষা প্রদত্ত হইত; এই বিংশ শতাব্দীতে আয়ুর্ব্বেদ না জাগিয়া উঠিবার তাহাই প্রধান কারণ। বিশেষতঃ ভারতে রোগবৃদ্ধির তুলনায় চিকিৎসক বৃদ্ধিরও নিতান্ত প্রয়োজন। সেই জন্য শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের ভিতর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় গণ্ডী দিয়া রাখিলে চলিবে না; হিন্দু মাত্রকেই আয়ুর্ব্বেদের বিস্তার সাধনের জন্য এই লোকাহিতকর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা বহুবার বলিয়াছি যে ভেদ বুদ্ধি কোন কালেই ভাল নহে এবং এই ভেদবুদ্ধির জন্যই ভারতের সর্ব্বপ্রকার অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে। সেই জন্য এই জাতির জাগরণের দিনে দেশের বৈদ্য মাত্রেই একত্র হইয়া আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি-প্রচার-ব্রতে ব্রতী হউন, ইহাই আমাদিগের বৈদ্যচিকিৎসার পুনরুদ্ধারের একমাত্র উপায়।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৫ম বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৮—জ্যৈষ্ঠ। ৯ম সংখ্যা।

বৈদ্য কে ?

তাঁ'রেই বলি বৈদ্য যেজন ঋষি উপদেশ মন্ত্র নিয়ে
জ্ঞানের রাজ্যে মত্ত হৃদয়, ভোগের রাজ্য শূন্যে দিয়ে।
সেই তো ধীমান সেই মতিমান্,
বৈদ্য গর্ব্বে সেই গরীয়ান—
দান-তিতিক্ষা ভূষণ যাঁহার—পরের সেবা দীক্ষা যাঁ'র,
আতুর দেখে ক্লিষ্ট হৃদয়—শিক্ষা ধর্ম্ম-সূত্র সার।
বিবেক বুদ্ধি চিত্তশুদ্ধি ঋদ্ধি সিদ্ধি দীর্ণ করি'
যোগীর মত স্বচ্ছ হৃদয়—দারিদ্র্যেরে শীর্ষে ধরি।
জ্ঞানের আলোক পুলক পেয়ে
বিশ্ব মাঝে দেয় যে ছেয়ে,
কাম্য টুকু সাম্য ভাবে স্তব্ধ হিমাচলের মত,
সৌম্য মোহন মধুর হাস্য আস্যমাঝে বিজড়িত।
ঈর্ষা যাঁ'রে প্রণাম করে—হিংসা পলায় পেয়ে ডর,
দ্বন্দ্ব বুদ্ধি নাইক যাঁহার—যেজন ভুলে আপন পর।
সিদ্ধি লাভই কেবল ব্রত,
পরের সেবায় পরাণ রত,
কর্ম্ম যাঁহার সকল ধর্ম্ম ভীষ্ম দ্রোণ-কর্ণ প্রায়,
বৈদ্য-গর্ব্ব রক্ষা তাঁ'রই—প্রণাম করি তাঁহার পায়।

স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভের উপায়।

[ডাঃ শ্রীখগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:০:—

অধুনা সহর বন্দরের অলিগলিতে বিস্তর খাবারের দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য সে সব খাবার বিষবৎ ত্যাগ করাই সদ্বিবেচকের কার্য্য, কৃত্রিম ঘৃত তৈলাদি দ্বারা সেই সমস্ত খাবার প্রস্তুত হয়, অশিক্ষিত দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ব্যবসায়ী, মানবের ইষ্টানিষ্টের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখে না, তাহার প্রধান লক্ষ্যের বিষয় ব্যবসায়ের উন্নতি, রাস্তার ধুলা বালি সহ নানাবিধ রোগ-বীজাণু সেই সমস্ত খাবারকে আশ্রয় করে, ইহা ভিন্ন নানাপ্রকার কুৎসিত ব্যাধি খাদ্যপ্রস্তুতকারকদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের স্বহস্ত নির্ম্মিত খাদ্য স্বাস্থ্যের ঘোর প্রতিকূল. ফলতঃ সহরেই এই সমস্ত খাবার সমধিক প্রচলিত। ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য এইরূপ বিষভক্ষণ না করিয়া সংযমী হইয়া ক্ষুধা সহ্য করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য, লৌকিকতার জন্যও অনেক সময় এইরূপ খাদ্য ক্রয় করিতে হয়, কিন্তু স্বাস্থ্যের অনিষ্টজনক লৌকিকতা দেশ হইতে উঠাইয়া দেওয়াই উচিত। ইহার পরিবর্ত্তে আড়ম্বরশূন্য নির্দ্দোষ খাদ্যের ব্যবস্থা করা কঠিন নহে, লোক-সমাজে নিন্দনীয় হওয়াও উচিত নহে, তাহাতে স্বাস্থ্য ও অর্থ দুইই রক্ষিত হইবে।

পুষ্টিকর খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আব-শ্যক হইলেও সংযম ব্যতীত মানব কখনই দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারে না, বরঞ্চ সংযমের অভা-বেই মানব অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, সংযম স্বাস্থ্যরক্ষার এবং দীর্ঘজীবন লাভের প্রধান সহায়।

মনের ইচ্ছানুযায়িনী প্রবৃত্তির সঙ্কোচ এবং তাহাকে পরীক্ষিত নিয়মের অধীনে আনিবার নামই সংযম, কিন্তু এই সংযমর্থ বিবিধ শাস্ত্রে বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত; যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার নাম বিধি নিষেধ; চিকিৎসা শাস্ত্রে (আয়ুর্ব্বেদে) সদাচার এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে নীতিশাস্ত্র। কিরূপ আহার বিহারাদির দ্বারা মানব পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করিতে পারে—এই সংযমই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রবিষ্ট হইয়া মানবকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছে।

সংযমের অর্থ বহুব্যাপক, আহার, বিহার, নিদ্রা ইত্যাদি সকল সম্বন্ধেই সংযম শিক্ষা করিতে হইবে, সংযম শিক্ষাই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর প্রধান উপায়, শাস্ত্রে আছে—

যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রোমিত বাঙ্মিত মৈথুনঃ।
স্বচ্ছোনত্র শুচির্দ্দক্ষো যুক্তাস্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥

ইন্দ্রিয় সংযমই ব্রহ্মচর্য্য, কিন্তু সংসারীর ব্রহ্মচর্য্য বলিতে সংযত ইন্দ্রিয় সেবাই বুঝিতে হইবে। সন্ন্যাসীগণ যোগাভ্যাসাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়

জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের কামোদ্রেক হয় না, স্ত্রীসম্ভোগের আবশ্যকতাও হয় না এবং তজ্জন্য কোন ব্যাধি তাঁহাদের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়পরবশ সংসারীগণের পক্ষে ইহার বিপরীতই ঘটিয়া থাকে; শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সংযতভাবে স্ত্রীসহবাস করিলে স্মৃতি, মেধা, আয়ু, আরোগ্য, পুষ্টি ও ইন্দ্রিয় সমূহের বলবৃদ্ধি পাইয়া থাকে, জরা সহজে আক্রমণ করিতে পারে না, যথা—

স্মৃতির্মেধায়ুরারোগ্য পুষ্টিন্দ্রিয় যশোবলৈঃ।
অধিকা মন্দজরসো ভবন্তি স্ত্রীষু সংযতা॥

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ বিধি আছে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করাই উচিত, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে।

আহার নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্য তিনটীই সাধারণ সংযম আখ্যার অন্তর্গত, স্বাস্থ্যরক্ষায় সংযমের প্রয়োজনীয়তা ইতঃপূর্ব্বেও বলিয়াছি, তবুও আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহামতি চরক এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, এস্থলে তাহা বিবৃত হইল—

"ত্রয় উপস্তম্ভা ইত্যাহার স্বপ্ন ব্রহ্মচর্য্যমিতি, এভিস্ত্রিভির্যুক্তিযুক্তৈ রূপ স্তব্ধমুপস্তম্ভৈঃ শরীরং বলবর্ণোপচয়োপচিত মনুবর্ত্ততে যাবদায়ুঃ সংস্কারাৎ সংস্কার সহিতমনুপসেবমানস্য, যইহৈবোপদেক্ষ্যতে।"

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্য এই তিনটী শরীর রক্ষার তিনটী স্তম্ভ স্বরূপ, এই তিনটী যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে বল, বর্ণ, পুষ্টি ও আয়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

নিদ্রা সম্বন্ধে ও আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

নিদ্রায়ত্তং সুখং দুঃখং পুষ্টিং কার্শ্যং বলাবলং।
বৃষতা ক্লীবতা জ্ঞানমজ্ঞানং জীবিতং ন চ॥

অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, পুষ্টিকার্য্য অর্থাৎ কৃশতা বলাবল, বৃষতা, ক্লীবতা, জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবন, মরণ সমস্তই নিদ্রার অধীন।

অনিয়ম অর্থাৎ অধিক বা অল্প নিদ্রা পরিণামে আয়ুক্ষয়ের কারণ হয়, কাহার পক্ষে কতটুকু নিদ্রার প্রয়োজন - তাহা ঠিক করিয়া বলা সুকঠিন, যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধ ও বালকদের এবং সুস্থ অপেক্ষা রুগ্নব্যক্তির অপেক্ষাকৃত অধিক নিদ্রার আবশ্যকতা আছে, স্বাস্থ্যবিদ্ পণ্ডিতগণ সুস্থদেহী যুবকগণের পক্ষে ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা নিদ্রা সেবনের কাল স্থির করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা সংযম হীন ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি, আলোক দর্শনে পতঙ্গের ন্যায় আমরাও অন্তঃসারহীন বিলাসিতার বাহ্য উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হইয়াছি, আমাদের পতন সন্নিকট বুঝিতে পারিয়াও আমরা সেই মোহ কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন প্রয়াসী ব্যক্তিকে এ মোহ ত্যাগ করিতেই হইবে, কারণ বিলাসী ব্যক্তি কখনই সংযমশিক্ষা করিতে পারে না, বিলাসিতার সহিত সংযমের অত্যন্ত বিরুদ্ধ সম্বন্ধ। বিলাসীব্যক্তির ভোগবাসনাও অত্যন্ত বলবতী। আবার ভোগের সহিতও রোগের অতি নিকট সম্বন্ধ, ইহাও ধ্রুব সত্য, তাহার প্রমাণ—"ভোগে রোগ ভয়ং"। শাস্ত্রে অষ্ট প্রকার মৈথুনের উল্লেখ আছে যথা—

স্মরণম্ কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণম্।
সঙ্কল্প্য বসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ॥

ইহারা সকলেই শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী,

সুতরাং স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুলাভেচ্ছু ব্যক্তি সাধ্যমত ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন।

ইদানীং যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ শাস্ত্রানুমোদিত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ-বর্জ্জনের ব্যত্যয়ই ইহার অন্যতম গৌণতম কারণ। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা অন্যতম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শাস্ত্রের বচন মরণম্ বিন্দুপাতেন, জীবনং বিন্দুধারণাৎ" ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, মহাভারতোক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ নরপতি বিচিত্রবীর্য্য অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবাজনিত যক্ষ্মারোগে যৌবনারম্ভেই ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে আমাদের নৈতিক অবনতি ঘটিলেও, আমরা পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণ যোগ্য বিষয়গুলিও অভ্যস্ত করিতে পারি না, ইহা বাস্তবিকই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানের পর নির্ম্মল বায়ু সেবন আমাদের শাস্ত্রের বিধি এবং বৈদেশিক স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণও এই কথাই বারংবার বলিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ প্রসিদ্ধ প্রবাদ—Early to bed and early to rise, Makes a man healthy, wealthy and wise.

যথোচিত কায়িক পরিশ্রম, সদালাপ, সৎগ্রন্থপাঠ ও সাধুসঙ্গ ও দীর্ঘজীবন লাভের উপায় বলিয়া দেবতুল্য মুনিঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ব্যায়াম স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ঋষিগণ ব্যায়ামের প্রশংসা শতমুখে করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মতে—

"লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং বিভক্ত ঘনগাত্রতা।
দোষোক্ষয়োঽগ্নি বৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥
ব্যায়াম দৃঢ় গাত্রস্য ব্যাধির্নাস্তি কদাচন।
বিরুদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রং বিপচ্যতে॥
ভবন্তি শীঘ্রং নৈতস্য দেহশৈথিল্যতাদয়ঃ।
নচৈনং সহসাক্রম্য জরাসমধিরোহতি॥"

উপযুক্ত পরিমাণে ব্যায়াম করিলে শরীর লঘু হয়, কার্য্যে সামর্থ্য জন্মে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পুষ্ট হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। নিত্য ব্যায়াম দ্বারা যাহার শরীর দৃঢ় হইয়াছে, তাহার রোগ জন্মে না, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিয়াও অনায়াসে সে জীর্ণ করিতে পারে, ব্যায়ামকারী ব্যক্তির শরীর শিথিল হয় না এবং জরা তাহাকে শীঘ্র আক্রমণ করিতে পারে না।

ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া উপরে যে সমস্ত কথা বলা হইল, তাহার এক ছত্রও মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত নহে, উহা উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায়ই সুস্পষ্ট, তাহা সাধারণ লোকেও একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের শাস্ত্র-বারিধির বহু মূল্যবান রত্নের সন্ধান আমরা করি না, সুতরাং জীবন সংগ্রামে ব্যায়ামের কথা আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাই অথবা অনাবশ্যক কিম্বা অভদ্রোচিত জ্ঞান করিয়া উহার অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকি, কিন্তু যাঁহাদের রাজত্বে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না, সেই বীরজাতি ইংরাজ ব্যায়ামের উপকারিতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া স্ত্রী-পুরুষ ধনী-নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকালে-সন্ধ্যায় ব্যায়াম করিয়া থাকেন, নিত্য নূতন আমোদপ্রদ ব্যায়াম-প্রণালীর উদ্ভাবনে তাঁহারা সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত এবং এজন্য তাঁহাদের অসাধারণ চেষ্টার প্রশংসা না করিয়াও থাকা যায় না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জাপান অসভ্য বলিয়া

পরিগণিত ছিল কিন্তু আজ সে সভ্য বীরজাতি বলিয়া জগতের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে, তাহার বাহুবলে আজ জগৎ মুগ্ধ, স্তম্ভিত! ব্যায়ামের চর্চ্চায় সে জাপান আজ মানব সমাজের অগ্রণী।

প্রায় সর্ব্বদেশেই নানাবিধ মাদক দ্রব্যের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাদক দ্রব্য মাত্রেই স্বাস্থ্যের ঘোর অনিষ্টকারী, মাদক দ্রব্যের মত্ততা প্রথমতঃ অত্যন্ত সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হয়, আপাতমধুর সুখের মোহে পড়িয়া মানব ক্রমে এই ভয়ঙ্কর বিষে অভ্যস্ত হইয়া যায়, নানাবিধ রোগযন্ত্রণাই ব্যাধিরূপে যখন উহার পরিণামফল ভয়ানক কষ্টকর হয়, তখন আর ফিরিবার কোন উপায় থাকে না।

মদ্য, অহিফেন, গুলি চণ্ডু, গাঁজা, তামাক ইত্যাদিই মাদক দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রধান, চা এবং কাফিও মাদক দ্রব্যের অন্তর্গত। মাদক দ্রব্য প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত থাকিলেও কিবা দেশী কি বিদেশী সকল স্থানের পণ্ডিতগণই বহু গবেষণার পর এক বাক্যে স্থির করিয়াছেন —কোন মাদকদ্রব্যই শরীরের যৎকিঞ্চিৎও ইষ্টসাধন করিতে সমর্থ নহে। পরন্তু ইহার প্রত্যেকটীই অল্পাধিক পরিমাণে শরীরের অনিষ্ট করিয়া থাকে।

মাদকসেবীদের নানাবিধ যুক্তিতর্ক আমরা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই, যেমন মদ্য শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে, উত্তাপ বৃদ্ধি করে, পেশী সমূহকে সবল করে, আহার পরিপাকের সহায়তা করে, রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে, তামাক শান্তি দূর করে, জড়বুদ্ধিকে পরিস্ফুট করে, পরিপাকের সহায়তা করে, অহিফেন নানাবিধ ব্যাধির উপশম করে। (কিন্তু আসল কথা উহা উত্তেজিত (excited) ধমনীবিতানকে (nervous system) প্রকৃতিস্থ করিয়া সকল প্রকার যন্ত্রণার আশু উপশম করিয়া থাকে)। সেইরূপ চা সেবীগণও বলিয়া থাকেন চা ম্যালেরিয়া বীজাণু নষ্ট করে, শারিরীক বল বৃদ্ধি করে, শরীর ও মনকে প্রফুল্ল করে—ইত্যাদি, কিন্তু নেশাখোরদের কোন কথাতেই সায়বত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি শীত প্রধান দেশে মদ্য, চা এবং সিগার সিগারেট আকারে তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্য মানব শরীরে সাময়িক উত্তেজনা আনয়ন করে বলিয়াই বোধ করি ইহার বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তবুও এই সমস্ত দ্রব্য যে শরীরের ঘোর অনিষ্ঠকারী, তাহা সেই সমস্ত দেশের মনিষীগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, পার্লামেণ্ট মহাসভার রিপোর্ট প্রকাশ কালে লর্ড স্যাফট্‌স্ বারি (Lord shaftsbury) প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইংলণ্ডে শতকরা ৬০ জন উন্মাদের উন্মত্ততার একমাত্র হেতুই মদ্যপান। ডাক্তার এণ্ডারসন, কার্পেণ্টার, ষ্টান্‌লী প্রভৃতি পণ্ডিতগণও বলেন, মহামারীর সময়ে মদ্যপায়ীগণই অধিক সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, তাহাদের শরীর অতি সহজেই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

মদ্যপানে যে শুধু নিজেদের শরীর রোগগ্রস্ত ও কলুষিত হয় তাহা নহে, ইহার কুফল সন্তান সন্ততিতেও বর্ত্তিয়া থাকে। অনেকে বলেন, পরিমিত মদ্যপানে শরীরের উন্নতি সাধিত হয় কিন্তু এ যুক্তিও ভিত্তিহীন, ডাক্তার স্মিথ, চেম্বারস, মিলার প্রভৃতি মনিষীগণ বলেন,

অপরিমিত মদ্যপানে যেরূপ অপকার হয়, পরিমিত মদ্যপানেও সেইরূপ হইয়া থাকে।

আমাদের শাস্ত্রে আছে, "মদ্যমপেয় মদেয়মগ্রাহ্যং" অর্থাৎ মদ্যপান করিবে না, কাহাকেও দিবে না এবং স্পর্শ করিবে না। ইহার অনুরূপ আদেশবাণী খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়—"Touch not, taste not, handle not." সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু মদ্যপানের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু, তাহার প্রমাণ শাস্ত্রের বচন —"অগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ" মদ্যপকে আগুণের ন্যায় উত্তপ্ত মদ্যপান করিয়া জীবনত্যাগে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

মাত্র একস্থলেই মদ্য ব্যবহারের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়—সে ঔষধরূপে, যথা— ঔষধার্থে সুরাপানং"। কিন্তু আজ কাল অনেকে বলিতেছেন ঔষধরূপেও সুরার কোন কার্য্যকারিতাশক্তি দেখা যায় না এবং সুরার পরিবর্ত্তে অনুরূপ ভেষজ ব্যবহার দ্বারা সমধিক ফললাভ করা যায়। ডাক্তার মিলার, হিগিন্‌বটম্‌, জনসন প্রভৃতি এই মতের পক্ষপাতী।

মদ্যের ন্যায় অহিফেন, গাঁজা, চরস, তামাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্যও শরীরের অনিষ্টকারী, "গাঁজাখুরে গল্প" "গুলিখোরের ন্যায় চেহারা" "গুলির আড্ডা" ইত্যাদি ঘৃণাব্যঞ্জক বাক্যাবলীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তামাকে অনেক প্রকারের বিষাক্ত পদার্থ আছে, তাহার মধ্যে নিকোটিনই (Nicotin) প্রধান, নিকেটিনবিষের ক্রিয়া চিকিৎসা পুস্তকে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়— "ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়বৈলক্ষণ্য ও হৃদস্পন্দন ঘটায়, ধমনী সকলকে দুর্ব্বল করিয়া পরিণামে পক্ষাঘাত আনয়ন করিতে পারে। ইহা পাকস্থলীর ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটাইয়া অজীর্ণ উৎপন্ন করে, বহুদিন ব্যবহার করিলে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা জন্মে"।

নস্য, দোক্তা, সিগারেট ইত্যাদি নানারূপেই তামাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তামাকের অপকারিতা পরোক্ষভাবে সকল অবস্থাতেই সমান।

তামাকে অভ্যস্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ব্যবহারে কোনরূপ অনিষ্ট সহজে উপলব্ধি করা যায় না, (যদিও অনভ্যস্ত ব্যক্তিকে খাওয়াই দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই শিরোঘূর্ণন, বমন অথবা বমনেচ্ছা ইত্যাদি বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পায়) সেই জন্য অনেকে মনে করিতে পারেন, তামাক সেবনে কোন অপকার নাই, কিন্তু তাঁহাদের সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, দীর্ঘকাল তামাক সেবনে অগ্নিমান্দ্য, বিবিধ বায়ুরোগ, শিরোরোগ, নেত্ররোগ ও নানাবিধ ধামনিক বিকৃতি জন্মিয়া থাকে। তামাক যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকারী, তাহা দেশী বিদেশী পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষার পর স্থির করিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃত স্বাস্থ্য ও আয়ুষ্কামী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্যই অতি যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবেন।

ভারতবাসী অপেক্ষা ইংরাজ প্রভৃতি অন্যান্য জাতিদিগকে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ুঃ হইতে দেখা যায়, ইহার এক মাত্র কারণ তাঁহাদের অর্থসচ্ছলতা প্রযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য-প্রাচুর্য্যের সহিত নিয়মিত ব্যায়াম, কিন্তু তাঁহাদের জীবন আমাদের অনুকরণীয় নহে। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণপ্রচারিত পন্থাই আমাদের অবলম্বনীয়। সে পথে আহার বিহারের

ব্যবস্থাও আছে, ব্যায়ামের ব্যবস্থাও আছে, স্বাস্থ্যের অনুকূলে সকল ব্যবস্থাই আছে। ইহার বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। যে নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করিয়া মহাজ্ঞানী আর্য্য ঋষিগণ ভারতে সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য, সত্য, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি অমূল্য রত্নরাজির প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাই আমাদের অবলম্বনীয়, বিদেশীয় প্রবৃত্তি স্রোতঃ সম্ভূত উচ্ছৃঙ্খলতা সর্ব্বকালেই প্রকৃত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের পরিপন্থী, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দেহ ও প্রাণ *

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

—:*:—

১

দিবানিশি সাথে সাথে চিরদিন বিহরি,
বিরহের নামে উঠে তনু মন শিহরি।
তবু কেন দু'জনার দ্বিধাভাব ঘোচেনা ?
কাছে থেকে অতি দূর চিনে আরও অচেনা।

২

বুকে রেখে বুকে থেকে মেটেনা ক আশা যে,
মনে হয় কোন দূরে আছে তব বাসা হে।
চ'লে যাবে ? আঁখি তাই আঁখি জল মোছেনা,
কাছে থেকে অতি দূর চিনে আরও অচেনা ?

৩

তব বাহু বন্ধনে নিবিড়তা নাহি রে,
মরি তব অধরের উষ্ণতা চাহি যে।
ভাবি তুমি আপনার মন তা' যে বোঝে না
কাছে থেকে অতি দূর চিনে আরও অচেনা।

---

* কবি কালিদাস রায়ের মত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকও এখন হইতে "আয়ুর্ব্বেদে"র সেবা করিবেন। পাঠকগণের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই সুসংবাদ। আঃ সাঃ

৪

তুমি যেন পোষাপাখী, আমি যেন খাঁচাটী,
ভালবাসি 'বুলি' বলা, শিষ দেওয়া নাচাটী।
তবু কোন্ বন যেন মন তব খোঁজে না ?
কাছে থেকে অতিদূর চিনে আরো অচেনা।

পরমায়ু প্রসঙ্গ বা মানুষ মরে কেন ?

[শ্রীঅক্ষয় কুমার বিদ্যাবিনোদ]

—— :*: ——

আমরা এক্ষণে একটি বড়ই গুরুতর—গুরুতর কেন, গুরুতম বিষয়ের আন্দোলনে ব্যাপৃত হইতেছি, পরমায়ু প্রসঙ্গ কি ? অর্থাৎ মানুষ মরে কেন ? ইহা অতি জটিল প্রশ্ন ; এবং ইহার সদুত্তর বা মীমাংসাও অত্যন্ত দুষ্কর। জগতীতলে জন্মমৃত্যু আবহমান কালই প্রত্যক্ষ হইতেছে, এবং সুদূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্তও যে প্রত্যক্ষ হইবে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ মাত্র সন্দেহ নাই। ভূলোকে কেবল মাত্র সজীব পদার্থেরই যে জন্মমৃত্যু পরিদৃষ্ট হয় এরূপ নহে, নির্জ্জীব পদার্থ নিচয়েরও জন্ম (উৎপত্তি) এবং মৃত্যু (বিলাস) পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই সার্ব্বত্রিক জনন মরণের ভিতর অবশ্যই একটু গূঢ় রহস্য আছে এবং সেই রহস্য টুকু অবগত হইবার নিমিত্ত সকলেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। আমরা এই বিষয়টি যতদূর সম্ভব সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু সিদ্ধি না আসদ্ধি সেই অন্তর্য্যামী বিরাট পুরুষেরই ইচ্ছাধীন। সুতরাং ভবিতব্যতা সম্বন্ধে তিনিই অবগত আছেন !

পরমায়ু কাহাকে বলে ?

এই পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্বসংসার যাবতীয় পদার্থেরই আবির্ভাব ও তিরোভাবের রঙ্গভূমি স্বরূপ। অবনীমণ্ডলে স্থাবর জঙ্গম নিখিল পদার্থই এক সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে ; আবার অন্য সময়ে বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে ; ইহা ত প্রতিনিয়তই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। পদার্থনিচয়ের জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত সেই নিরবচ্ছিন্ন কালকেই আমরা পরমায়ু শব্দে অভিহিত করিয়া থাকি। অতএব দেহে জীবনের স্থিতিকালই পরমায়ু, ইহা সকলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই স্থিতিকাল বড়ই অনিশ্চিত। কাহারও দুই দিন, কাহারও দশ বিশ দিন ; কাহারও দুই মাস ; কাহারও ছয় মাস ; কাহারও দুই বৎসর ; কাহারও পাঁচ বৎসর ; কাহার দশ পনর বৎসর ; কাহারও বা বিশ পঁচিশ বৎসর ,

কাহারও পঞ্চাশ ষাট সত্তর বৎসর ; কাহারও বা শত বৎসর অথবা শতাধিক বৎসর। এই প্রকার তারতম্যের কারণ কি? অনুসন্ধান দ্বারা যদি এই ন্যূনতাতিরেকের স্থলে কোন সত্য উপায় স্থির করিতে পারা যায় ; তাহা হইলে, অবশ্যই ঈদৃশ তত্ত্বাধিগম বিষয়ও অনায়াসে সুগম হইতে পারে।

পৃথিবীতে যাবতীয় সজীব পদার্থ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। তন্মধ্যে প্রথোমোক্ত দুই শ্রেণীর জীবের জন্ম স্ত্রী পুরুষ সংযোগসাপেক্ষ। স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম ব্যতিরেকে জরায়ুজ ও অণ্ডজ জীবের উৎপত্তিই হইতে পারে না। * আবার স্ত্রী পুরুষ সম্ভূত সমগ্র জীবেরই জীবাত্মা আছে, কিন্তু মনুষ্য ব্যতিরেকে আর কোন প্রাণীর জীবাত্মা প্রারব্ধপ্রেরিত নহে। কেবল-মাত্র মানবগণেরই জীবাত্মা পূর্ব্বাচরিত কর্ম্মের ফলভোগার্থ অনায়ত্তভাবে শুক্রশোণিতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গর্ভরূপে পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করে এবং যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইয়াও কিছুদিন মর্ত্তভূমিতে মনুষ্যনামের পরিচয় দিয়া পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আত্মা অনশ্বর ; যাবৎ মুক্তিলাভ না হয়, তাবৎ তাহার বারংবার এই প্রকার জীবাত্মার স্বরূপে স্থূলদেহে প্রবেশ, এবং কর্ম্মফলভোগান্তে স্থূলদেহবর্জ্জন, ধারাবাহিকক্রমে নিরন্তর

---

* অণ্ডজ জীবের মধ্যে দুই একস্থানে এই সার্ব্বত্রিক নিয়মের ব্যভিচার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে, ময়ূর ময়ূরী কামোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। নৃত্য করিতে করিতে ময়ূর রেতঃস্খলন করে। ময়ূরী তাহা ভক্ষণ করিয়া গর্ভবতী হয়।

বলাকা সকল নবীন নীল জীমূতবৃন্দের সন্নিকটে উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়। তাহাতেই তাহাদিগের গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহা প্রসিদ্ধ কথা।

মহাকবি কালিদাস তৎপ্রণীত অত্যুৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য মেঘদূত নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

গর্ভাধান ক্ষণ পরিচয়ান্নুণ মাচদ্ধমাঙ্গ:।

প্রেক্ষিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ।

ইহার অর্থ এই—বলাঙ্গনা সকল, তাহাদিগের গর্ভ সঞ্চার হইবে, এই আনন্দে নভোমণ্ডলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তোমার নয়নসুভগ মূর্ত্তি অবশ্যই নিরীক্ষণ করিবে।

উক্ত শ্লোকের টীকায় মল্লিনাথ কর্ণোদয় নামক গ্রন্থ হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

গর্ভং বলাকা দধতেঽভ্রযোগাৎ
নাকে নিবদ্ধাবলয়ঃ সমন্তাৎ।

ইহার অর্থ এই—বলাকা সকল মেঘযুক্ত আকাশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উড্ডীয়মান হয়, তদ্দ্বারা তাহারা গর্ভ-ধারণ করে।

তবেই দেখুন, স্ত্রী পুরুষের সহবাসে সন্তানোৎপত্তির চিরন্তন নিয়মসত্ত্বেও দুই এক স্থানেও তাহার অন্যথা-ভাব সংঘটন করিয়া ঈশ্বর স্বীয় সৃষ্টি বিচিত্র্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

পুরাণাদিতে বিশ্বাস বা আপ্তবাক্য স্বীকার করিতে হইলে, ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ যে শুক্রশোণিতের সংযোগ ব্যতিরেকেও সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইহা সকলেরই বিদিত আছে। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ বাক্যে ও সন্তানোৎপত্তি হয়, একথাও অবশ্যই শিরোধার্য্য, কারণ শাস্ত্রাদিতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আবার স্বেদজ প্রাণীদিগের মধ্যে পুত্তিকা উষ্মা হইতে উৎপন্ন হয়। তন্নিমিত্ত মনু লিখিয়াছেন :—

উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্।

ইহার অর্থ, কুল্লুক ভট্ট ও মেধাতিথি লিখিয়া-ছিলেন যে, পুত্তিকা প্রভৃতি উষ্মা হইতে জন্মগ্রহণ করে। তবেই দেখুন, এইস্থলে ত সেই অনাদি পুরুষের সৃষ্টি বৈচিত্র্য স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার অনন্ত-গতি! অসীম মহিমা। তার ইয়ত্তা করিবে কে?

সংঘটিত হইতেছে, এবং তদাশ্রয়ী বা তদধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ কর্ত্তা ও ভোক্তা হইয়া প্রাক্তন কর্ম্মনিচয়ের দুরত্যয় ফলভোগার্থ সংসারচক্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। যাবৎ মোক্ষপ্রাপ্তি না হয়, তাবৎ জীবাত্মার এবম্প্রকার নব নব দেহান্তর পরিগ্রহ সর্ব্বতোভাবেই অপরিহার্য্য। আমরা এতাবৎ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহাতে পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, স্থূলদেহের সহিত জীবাত্মার সংযোগ হইলেই তাহাকে জীবন বলা যায়, এবং সেই জীবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে কাল, তাহাই পরমায়ু।

পরমায়ুর স্থিরতা আছে কিনা ?

অধুনা এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এই পরমায়ু নিয়ত না অনিয়ত অর্থাৎ আয়ুর সম্বন্ধে এক বা কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, কি না ? এ বিষয়ে নানাশাস্ত্রের নানামত। বিবিধ শাস্ত্রে এতদ্বিষয়ে বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা পরিদৃষ্ট হয়। তবে স্থূলতঃ সকল শাস্ত্রই এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আয়ুঃ নিয়তও বটে, অনিয়তও বটে; অর্থাৎ মনুষ্যাদির জীবিতকালের একটা নির্দ্ধারিত সীমা আছে; ইহাও বলা যায়; আবার তাহাদের জীবনের কোন নির্দ্দিষ্ট অবধি নাই, ইহাও বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে আয়ু কিরূপেই বা নিয়ত আর কিরূপেই বা অনিয়ত, তাহা বলা যাইতেছে।

শ্রুতিতে লিখিত আছে—

শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ

অর্থাৎ কলিকালে মনুষ্যের পরমায়ু শত বৎসর। এইরূপে দ্বাপরে সহস্র বৎসর, ত্রেতায় অযুত বৎসর; এবং সত্যযুগে লক্ষ বৎসর কাল মানবের পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট ছিল।

এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, মনুষ্যগণের পরমায়ু নিয়ত অর্থাৎ স্থূলভাবে এক প্রকার নির্দ্ধারিত। পক্ষান্তরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মর্ত্ত্যগণের জীবিতকালের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকিলেও সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে, কেহ দশ কেহ পনর, কেহ বিশ, কেহ পঁচিশ, কেহ বা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ভবলীলা সংবরণ করিতেছে। ইহার দ্বারা অবশ্যই স্থিরীকৃত হইতেছে যে, মনুষ্যগণের পরমায়ু অনিয়ত; অর্থাৎ উহার স্থায়িত্বের কোন অবধি নাই।

এস্থলে পাঠকবর্গ বোধ হয়, মহাগণ্ডগোলে পড়িয়া বলিবেন,—যদি আয়ুর নিয়তত্ব বা অনিয়তত্ব দুইটিই হইল, তাহা হইলে, আর আয়ুর সম্বন্ধে মীমাংসা করা হইল কৈ ?

এতদুত্তরে আমরা বলিতেছি, যে, পরমায়ুর সম্বন্ধে ঐরূপ হৃতগন্ধ রকমের কথাই চিরকাল প্রচলিত আছে। তবে যদি আমরা আরও কোন সূক্ষ্ম কথা বলিতে পারি, অতঃপর সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব যথাসাধ্য বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

আয়ুর স্থায়িত্বের কথা।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আয়ুর স্থায়িত্বের অনেকগুলি কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে; অর্থাৎ কতকগুলি কার্য্যের উপর আয়ুর সত্তা নির্ভর করে, সুতরাং সেই সেই কার্য্যের অকালে নিশ্চয়ই আয়ুষ্কাল হ্রাস প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ মানুষ মরিয়া যায়। মহাত্মা চরক তন্মধ্যে দুইটিকে প্রধান রূপে লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

ইহাগ্নিবেশ! ভূতানামায়ুর্যুক্তিমপেক্ষতে।
দৈবে পুরুষকারে চ স্থিতং হ্যস্য বলাবলম্॥

ইহার অর্থ এই—ভগবান্ আত্রেয় স্বীয় শিষ্য অগ্নিবেশকে বলিতেছেন,—হে অগ্নিবেশ! প্রাণিগণের পরমায়ু যুক্তি সাপেক্ষ অর্থাৎ যোগের অপেক্ষা করে। যেহেতু আয়ুর স্থিতিকালে দৈব ও পুরুষকার এই দুইটির যোগের (মিলনের) উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

ইহার ভাবার্থ এই, দৈব ও পুরুষকার, এই দুইটির সাহায্যেই জীবন রক্ষা হয়; নতুবা জীবন রক্ষা হয় না।

পাঠকগণ যদি এই জটিল বিষয়টির তাৎপর্য্য সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন; তজ্জন্য আমরা অধিকতর বিশদভাবে উহা বুঝাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি।

অগ্রে দৈব ও পুরুষকার কাহাকে বলে, তাহা বলা যাইতেছে। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের নাম পুরুষকার। যে ব্যক্তির উত্তম দৈব এবং উত্তম পুরুষকার একত্র মিশিত; সেই ব্যক্তিই দীর্ঘজীবন ভোগ করিবে, অর্থাৎ যে ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত কর্ম্মেরও উত্তম বল আছে, আর সেই ব্যক্তিই যদি ঐহিক কর্ম্ম সকল যথারীতি সম্পাদন করে, তাহা হইলেই তাহার দৈব ও পুরুষকারের একত্র যোগ হইল। সুতরাং সেই ব্যক্তি অবশ্যই দীর্ঘজীবী হইবে।

এস্থলে আমরা আয়ুর সঙ্গে সঙ্গে এই একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। আরও অনেক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু সে সকলের অনর্থ অবতারণা করিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। সংক্ষেপে যতদূর বুঝাইতে পারি তাহারই চেষ্টা করিব।

একজন সাহেব সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া উহার অন্তর্নিহিত নানাবিষয়ের ক্রমবিন্যাস সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"Each Sloka is a museum of thoughts"—

ইহার অর্থ এই—সংস্কৃত শ্লোকগুলি স্বল্পাক্ষরে লিখিত হইলেও উহাদের ভিতর মিউজিয়মের মত আরও অনেক কথা নিহিত থাকে। সেগুলি বিশদ ব্যাখ্যা দ্বারা পরে পরিস্ফুট হয়। এক্ষণে ঐ একটি শ্লোক ভালরূপে বুঝাইতে হইলে আমাদিগকে আরও কত কথা বলিতে হয়, দেখুন।—আগামীবারে দৈব ও পুরুষকারের কথা বিবৃত হইবে।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

[ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:০:—

পূর্ব্ববারে অধ্যয়ন সম্বন্ধেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা কর্ম্মকে সাধারণ ভাষায় লিখন পঠন বা "লেখাপড়া" বলিয়া থাকে। তদনুসারে পড়ার বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই লিখন বা লেখার বিষয় আলোচিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু কাল

মাহাত্ম্যে লেখার পারিপাট্য একালে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না পাশ্চাত্য-শিক্ষার শুভাগমনে ভারতবাসী লিপিকৌশল ভুলিয়া যাইতেছে। বি, এ, এম, এ প্রভৃতি উচ্চ উপাধিধারী শিক্ষক ব্যক্তিগণের অধিকাংশের হস্তাক্ষরই তদ্বিষের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। এমনি দুঃখের বিষয় যে, আধুনিক অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিরই লেখা পাঠ প্রায় দুঃসাধ্য। আর্য্যগণ লিখন বিষয়ে সমধিক যত্নশীল ছিলেন। পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের ঈদৃশ প্রচলন ছিল না। সুতরাং শাস্ত্র গ্রন্থাদি শত হস্ত লিখিত হইয়াই প্রচারিত হইত। সেই সকল সুলেখকদিগের লিপি এতই সুদৃশ্য এবং সুস্পষ্ট যে বহুকালের লিখিত পুস্তক এখনও বাহির করিয়া দেখিলে সদ্যঃলিখিত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অধুনা মুদ্রাযন্ত্রের বহুলতা হইয়াছে, লেখার যত্ন এককালেই কমিয়া গিয়াছে। আমাদের বাল্যজীবনেও আমরা হস্তাক্ষর ভাল মন্দের প্রশংসা নিন্দা প্রভৃতি আন্দোলন যথেষ্ট দেখিতে পাইতাম। কিন্তু প্রায় বৎসর চল্লিশ হইল সে কথাটা আর শুনিতে পাই না। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ হস্তাক্ষর বিষয়ে একটী পারিতোষিকের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন বটে কিন্তু অধ্যয়ন বিষয়ক যত্নের ন্যায় শিক্ষকগণ লিখন বিষয়ক যত্ন মোটেই করেন না।

আর্য্যশাস্ত্র বলিতেছেন—

শীর্ষোপেতান্ সুসম্পূর্ণান্ সমশ্রেণী গতান্ সমান্।
অক্ষরান্ লেখয়েদ্ যস্ত লেখকঃ পরমঃ স্মৃতঃ॥

"সুসম্পূর্ণ ও সমশ্রেণীগত অক্ষর সমূহকে যিনি লিখিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া খ্যাত হন।"

উক্ত প্রকার সুদৃশ্য লিপি অভ্যাসকারীকে বাল্যকাল হইতে নানাপ্রকার কৌশল শিক্ষা করিতে হয়, তজ্জন্য সময়ের প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে এক একটী বালকের স্কন্ধে যতগুলি করিয়া পুস্তকের বোঝা চাপান প্রথা স্কুল কলেজে প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাতে সেই সকলের পাঠ অভ্যাস করিয়া উঠাই কঠিন, সুতরাং লিপিকৌশল শিক্ষার সময় আর কোথায় মিলিবে? তবে পড়া অভ্যাস অন্তে যে সময়টুকু বাঁচে, মাষ্টার মহাশয়ের বেত্রাঘাতের ভয়ে বালক তাড়াতাড়ি যে কোনরূপে একখানি হস্তলিপি Hand-writing লিখিয়া লইয়া অতি ব্যগ্রভাবে নাকে মুখে দুটি অন্ন গুঁজিয়া স্কুলে দৌড়াইতে বাধ্য হয়। ইহাতে হস্তাক্ষরই বা কিসে সুন্দর হইবে, আর স্বাস্থ্যই বা কিসে সুখদ হইবে? পূর্ব্বকালে ভাষা শিক্ষার জন্য প্রথমে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের দ্বারা বর্ণ পরিচয় এবং শুভঙ্করী অঙ্ক প্রভৃতি গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি কয়েক বৎসর শিখাইয়াই, সংস্কৃতটোলে বালকগণকে পাঠান হইত। তথাকার পণ্ডিতগণ কোন বালককে মুগ্ধবোধ, কাহাকেও বা কলাপ ইত্যাদি ব্যাকরণ মধ্যে যে কোন একখানি মাত্র পড়িতে দিতেন। সুতরাং বালকের মস্তিষ্কের উপর রাশি রাশি পুস্তকের চাপ পড়িত না, লিপি শিক্ষারও সময়ঘটিত আবার তাড়াতাড়ি নাকে মুখে অন্ন গুঁজিয়া ছুটিতে হইত না বলিয়া স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকিত। বহুকাল পূর্ব্ববর্ত্তী সেই গুরুগৃহে বাস ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা পদ্ধতি হইতে তৎপরবর্ত্তী টোলে পড়া ব্যাপার নিকৃষ্ট হইলেও আধুনিক স্কুলের শিক্ষা অপেক্ষা তাহা যে স্বাস্থ্যকর শিক্ষা ছিল

তাহাতে সন্দেহ নাই। সে শিক্ষায় বহু পুস্তকের চাপে পড়িত না বলিয়া একখানি পুস্তকে বালক পণ্ডিত (master) হইতে পারিত বলিয়া নিত্য নূতন পুস্তকের জন্যও অযথা অর্থ নষ্টও হইত না এবং বহু পুস্তক পাঠ জনিত মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং চক্ষু বিকৃতি (Short sight) প্রভৃতি হইয়া ষোড়শ বৎসর বয়সে চসমার আশ্রয়ও লইতে হইত না, কিম্বা হিন্দু ধর্ম্ম ও আর্য্য শাস্ত্রে আস্থা বিহীন হইয়া সম্পূর্ণ অদ্ভুত জীব ও সৃষ্টি হইতে পারিত না।

বর্ত্তমান কালের পাঁচকুলের সাজী বা চাটনী শিক্ষা অপেক্ষা মধ্যকালের টোলের শিক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। একটি টোলের বিদ্যারত্ন উপাধিধারীর সহিত একটি এম, এ পাশ ছাত্রের তুলনা করিলে, ভাষা-জ্ঞানে, হস্তলিপিতে, নৈতিক চরিত্রে, শাস্ত্র ও ধর্ম্ম জ্ঞানে এবং স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে সামাজিকতা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ লৌকিক প্রয়োজনে কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব ? এ প্রশ্নের উত্তরে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি টোলের বিদ্যারত্ন মহাশয়কে উচ্চাসন প্রদান না করিবেন ? তবে টোলের বিদ্যারত্ন অপেক্ষা এম, এ, মহাশয় বৈদেশিক ইতিহাস কিঞ্চিৎ আর ভূবিদ্যার ছটাক খানেক বা রসায়নের দুই এক তোলা আর ভূগোল ঘটিত যে কতকগুলি দেশের নাম কণ্ঠস্থ করিয়াছেন, সে সকল কিন্তু তাঁহার সংসারিক জীবনে কোন বিশেষ প্রয়োজনেই লাগিবে না।

ঋষিগণ আর একটী পরম হিতকর উপদেশ প্রদান করিতেছেন, "অধিতস্যার্থিভ্যোদানামাবশ্যকং যথাশ্রুতিঃ।" অর্থাৎ বিদ্যার্থী ব্যক্তিকে অধীত বিদ্যা দান করা নিতান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যা দান না করেন, তিনি কার্য্য হানিকারী হইয়া থাকেন। আর তিনি নিজের মঙ্গলদ্বারকে আবরণ করেন।

বর্ত্তমান অর্থলোলুপযুগে সকল শ্রেণীর লোকই দানের পরিবর্ত্তে বিক্রয় আরম্ভ করিয়া স্ব স্ব মঙ্গলদ্বারা কঠিনাবরণে আবৃত করিয়াছেন। বিদ্যা বিক্রয়, বিচার বিক্রয়, ব্যবস্থা বিক্রয়, জাতি বিক্রয়, ঔষধ বিক্রয় প্রভৃতিরূপে বিক্রয়েরই বাজার বসিয়া গিয়াছে। দান কথাটি এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই মঙ্গলদ্বারের অর্গল বজ্র আঁটুনীতে আঁটিয়া গিয়াছে।

"প্রশস্ত শব্দ সংযোগ স্থলে নিত্য পাঠ বিরাম করা আবশ্যক।" একথার তাৎপর্য্য এইরূপ মনে হয় যে, প্রশস্ত শব্দগুলিকে তন্নতন্ন ভাবে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যই পাঠ বিরামের ব্যবস্থা হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষা প্রথার পাঠ বিরামের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে হৃদয়ঙ্গম হউক বা না হউক progres কতদূর হইল তাহাই দ্রষ্টব্য হইয়াছে।

"যেস্থলে উক্তরূপ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা অশ্রুত ব্যাখ্যা সুশ্রুত হয়, তথাকার লোক সকল ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত, রাজা সর্ব্বদা জয় বিশিষ্ট, অধ্যাপক রোগ শূন্য ও স্বাস্থ্যবান এবং ধন সম্পদ ও ধর্ম্মবান হইয়া থাকেন। অধ্যাপক এতৎ প্রকার বিভাবিত দ্বারা জ্ঞাত এবং পরম্পরা আয়ত্ত শাস্ত্র শিষ্যকে বুঝাইয়া বিচক্ষণ শিষ্টগণের সহিত কথা প্রসঙ্গে, নানা ব্যাখ্যান ভাষা দ্বারা, স্বকৃত চিহ্ন এবং সদ্যুক্তি

দ্বারা শাস্ত্রার্থ চিন্তা ও ব্যাখ্যা স্মরণ করিবেন এবং প্রত্যহ নিরত হইয়া ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবেন।”

উক্ত উপদেশ দ্বারা আর্য্যগণ অধ্যাপককেও নিয়ত বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের সহিত কথোপকথনে এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রালোচনার দ্বারা অধ্যয়ন জ্ঞান বৃদ্ধির আদেশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের শিক্ষকগণের ন্যায় ছুটীর পর অক্ষক্রীড়া বা সংবাদ পত্রে নানা দেশের খবর পাঠ কিম্বা বাজে গল্প, আমোদ প্রমোদ করিয়া সময় কর্ত্তন করিতে বলেন নাই।

“যে শিষ্য গুরুকে পূজা করেন তাঁহার সম্বন্ধে বিদ্যা প্রসন্না হন। যেই বিদ্যা প্রসাদে সে ব্যক্তি সর্ব্ব সম্পদলাভে সমর্থ হয়। যে গুরু একটি মাত্র অক্ষরও যে শিষ্যকে প্রদান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা দিয়া সেই শিষ্য গুরুর নিকট অঋণী হইতে পারে। যে ব্যক্তি এক গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং শুভ সংস্কার লাভ করিয়া অন্য গুরুর কীর্ত্তি জন্মাইয়া দেয়, সে ব্রহ্মহত্যার পাপী হয়।”

বর্ত্তমান কালের এক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রমোসন পাইয়া অপর বিদ্যালয়ে গিয়া পরীক্ষা দেওয়াটা কি উক্তরূপ অপরাধ মধ্যে পরিগণিত নয়?

“যে ব্যক্তি উত্তমরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও আলোচনার বিহীনতায় মূঢ়ত্ব প্রাপ্তিতে বিস্মৃত হয়, সে ব্যক্তি ভীমদর্পন নামক অনন্ত নরকপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিদ্যাবান হইয়া তদ্দারা কেবল জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এবং যে ব্যক্তি বিদ্যা দ্বারা অপরের যশ নষ্ট করে, তাহার সে বিদ্যা পরলোক ফলপ্রদা হয় না। ইষ্ট, দত্তবস্তু এবং অধীত বিদ্যা বৃথা অনুকীর্ত্তন দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই নিমিত্ত ইষ্ট, দান এবং অধ্যয়ন করিয়া আত্মশ্লাঘা এবং অনুকীর্ত্তন করা উচিত নহে। এ সকল করিলে সুফলজনক শক্তি বিনষ্ট হয়। ধর্ম্ম-কামার্থ অভিলাষী ব্যক্তি অধ্যাপককে বৃত্তি দিয়া দ্বিজগণকে অধ্যয়ন করাইলে এতদূর পুণ্য অর্জ্জন করেন যে, যাবতীয় পার্থিব পদার্থ দানে কল্পতরু হইলেও সেরূপ ফল লাভ হয় না।”

তৃতীয় যামার্দ্ধকৃত্য।

তৃতীয় যামার্দ্ধে পিতা, মাতা, গুরু, ভার্য্যা, সন্তান, দীন দরিদ্র, আশ্রিত এবং অতিথি, অভ্যাগত, অগ্নি প্রভৃতি পোষ্যবর্গকে যথা সাধ্য যত্নে ভরণ করিবে। এই পোষ্যবর্গকে ভরণ জীবের স্বর্গ সাধন। ইহাদিগের পীড়নে নরক প্রাপ্ত হইতে হয়। সুতরাং পোষ্যবর্গ সাদরে পোষণীয়। বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশুসন্তানদিগকে ভরণ জন্য যদি অগত্যা কোন অকার্য্যও করিতে হয়, তাহাও কর্ত্তব্য। সে অকার্য্য শব্দে চুরি, ডাকাইতি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা বা জাল জুয়াচুরী বুঝিতে হইবে না। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়োচিত বা বৈশ্য শূদ্রোচিত কার্য্যকেই অকার্য্য বলিয়া গণ্য করা হয়। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্মই ব্রাহ্মণোচিত। এই ষট্ কর্ম্ম মধ্যে বিশুদ্ধ ব্যক্তিতে যাজন ও অধ্যাপন এবং অনিন্দিত প্রতিগ্রহ এই তিনটি জীবিকা, আর অধ্যয়ন, যজন এবং দান এই তিনটী তপস্যা। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও

কুষীদাদি স্বয়ং না করিয়া অন্য ব্যক্তি দ্বারা কৃত হইলে আর আপৎ কালে ঐ সকল কর্ম্ম স্বয়ংই করিলে দ্বিজগণ পাপযুক্ত হইবেন না। লব্ধ অর্থ দ্বারা পিতৃগণ, দেবগণ এবং ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইবে। তাহারা তৃপ্ত হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বদোষের উপশম হইবে। বণিক, কুষীদী (সুদ-গ্রাহী) বস্ত্র গো, কাঞ্চনাদি দান করিবেন। কৃষিবল — অন্ন, পানীয় দ্রব্য, যান, শয্যা আসন দান করিবেন। পণ্য হইতে বিংশতি অংশ দান এবং ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলেও পশু, স্বর্ণাদির ব্যবসায় হইতে শতাংশ দান করিলে বণিক কুষীদী নির্দ্দোষ হইবেন। রাজাকে অষ্ট ভাগ দেবতাদিগকে বিংশতি ভাগ, বিপ্রগণকে ত্রিংশৎভাগ দান করিলে কৃষিকারী দোষ ভাগী হইবেন না। শূদ্রগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। বহু পশু সকলের পুষ্টি নষ্ট কদাচ করিবে না। বৃদ্ধ, জীর্ণ, ব্যাধিযুক্ত পশু দিগকে হল বা শকটাদিতে যুক্ত করিবে না। ক্লীব গোকে এবং স্ত্রী গবীকে হল বা শকটাদিতে বহন করিবে না। স্ত্রী গবীকে কোন প্রকার ভার দ্বারা পীড়া প্রদান মহাপাপজনক জানিবে।

উপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধাংশ দ্বারা আত্ম ভরণ এবং নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিবে। পাদ (সিকি দ্বারা পারলৌক্য ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে, তদর্দ্ধ মূলধন রাখিবে, অপর পাদার্দ্ধকে বৃদ্ধি করিবে। যে ব্যক্তি যাহার অর্থ ভোগ করিবে সে ব্যক্তি তাহার পরিতোষজনক কর্ম্ম করিবে। শূদ্র মদ্য, মাংস বিক্রয়, অভক্ষ্য ভক্ষণ (গো মাংসাদি) অগম্যাগমন করিলে তৎক্ষণাৎ পতিত হইয়া থাকে। কপিলা দুগ্ধ পান, ব্রাহ্মণী গমন, বেদের অক্ষর বিচার করিলে শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। মধু, চর্ম্ম, সুরা, লাক্ষা, মাংস এই পাচ দ্রব্য ভিন্ন অপর সকল বস্তু বিক্রয় করিলেও শূদ্র দোষ ভাগী হইবে না। ব্রাহ্মণ লোহ, লাক্ষা, লবণ বিক্রয় করিলে সন্থই পতিত হইবেন। দুগ্ধ বিক্রয় করিলে তিন দিবসে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন। পোষ্য ভরণাদিতে অশক্ত হইলে ঔষধার্থে এবং যজ্ঞার্থে তিল বিক্রয় করিতে পারিবে। তিলকে ধান্য সমান জানিবে। প্রাণনাশ উপস্থিত হইলে যে সে স্থানে ব্রাহ্মণ অন্ন ভোজন করিলে পাপে লিপ্ত হইবে না। আকাশ যেমন সর্ব্বগত হইয়া পঙ্কাদিতে লিপ্ত হয়, ব্রাহ্মণও সেই প্রকার।

অপর জন কর্ত্তৃক রক্ষিত কোন নিধি প্রাপ্ত হইলে রাজাকে তাহা দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ নিধি প্রাপ্ত হইলে শীঘ্রই রাজাকে দিবেন। রাজাকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলে ভোগ করিতে পারিবেন, কিন্তু রাজাকে নিবেদন না করিলে চৌর্য্য অপরাধ হইবে। ক্রিয়া কাণ্ড মাত্রেই ধন মূলক, অতএব ধন উপার্জ্জন করিবে। সেই ধন রক্ষণ, বর্দ্ধন, ভোগ বিধিক্রমে করিতে হইবে। অত্যন্ত আপৎ কাল উপস্থিত হইলে, বৃত্তির অভাবে অতিকৃশ এবং অবসন্ন প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ নিন্দিত স্থল হইতে প্রতিগ্রহ, নিষিদ্ধ অধ্যাপনা বা যাজন করিলে দোষী হইবেন না। যেহেতু ব্রাহ্মণগণ অগ্নি স্বরূপ বা জলের তুল্য হয়েন। পুত্রদারাদির ভরণ করিতে কষ্টপ্রাপ্ত শূদ্র, দ্বিজসুশ্রূষা করিতে অসমর্থ হইলে বিবিধ শিল্পাদিরূপ জীবিকা আশ্রয় করিবে। যে সকল কর্ম্ম আচরণ করিলে দ্বিজসকলের সুশ্রূষা হয়, তাহাই শূদ্র-

গণের মুখ্য ধর্ম্ম। জীবিকা দশ প্রকার যথা; —গারুড় বিদ্যা, শিল্প, (চিত্রাদি) বেতন গ্রহণ, সেবা, গো রক্ষা, বিপণি (ক্রয় বিক্রয় এবং বাণিজ্য), কৃষি, সন্তোষ, কুষীদ (বৃদ্ধি জীবিকা), ভৈক্ষ, (ভক্ষলব্ধ বস্ত)। কুষীদ কার্য্যে প্রতিমাসে বৃদ্ধির বৃদ্ধি এবং চক্র-বৃদ্ধি দাতা গৃহীতার কামনানুসারে হইতে পারিবে।

তৃতীয় যামার্দ্ধে প্রাগুক্তরূপে শিক্ষার্থীর দীক্ষা আর গৃহস্থের জীবিকান্বেষণ প্রভৃতি যথা শাস্ত্র আচরণ পূর্ব্বক চতুর্থ যামের কর্ত্তব্য জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। পূর্ব্বে যে দশপ্রকার জীবিকার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটী জীবিকার মধ্যেই সত্য, সরলতা, দয়া, মিষ্টভাষণ, এবং ন্যায়পরতা বিজড়িত রাখিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন বঞ্চনা, ছলনা, ও মিথ্যা আচরণ দ্বারা কোন জীবিকাই স্বস্থ্যকর হইবেনা।

সম্প্রতি এতদ্দেশীয় নেতৃবর্গ যে শিক্ষা কার্য্যের নেতৃত্ব সর্ব্বপ্রকারে প্রাপ্ত হইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় স্কুল কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাগার সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইতেছেন, এ জাতীয় শিক্ষা যে কি ভাবে হইবে তাহা এখনো বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু ইতিপূর্ব্ববর্ত্তী স্বদেশী আন্দোলন কালীন জাতীয় বিদ্যালয়ের ন্যায় বা বারাণসীর হিন্দু বিদ্যালয়ের ন্যায় সেই বিলাতী ধরণের শিক্ষা প্রচলনের নামই যদি জাতীয় শিক্ষা বলিয়া সোণার "পাথরবাটি" গঠিত হয়, তবে তাহার ফলও "যথা পূর্ব্বং তথা পরং"ই ফলিবে। আর যদি নিজেদের বুদ্ধি না খাটাইয়া যথাশাস্ত্র প্রাচীন বর্ণাশ্রম বিশিষ্ট আর্য্যপন্থানুসারে পরিচালন যোগ্য করিয়া উত্থান হয়, তবে আবার ভারতবাসীর সৌভাগ্য আকাশে সুখ সূর্য্যোদয় নিশ্চয়ই হইবে কিন্তু যেমন হুজুগে সর্ব্ববর্ণকে একই তাঁতবুনা ও চরক কাটার দিকে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, ইহার বিশেষ ব্যবস্থা বর্ণাশ্রম অনুসারে বা গুণ কর্ম্মানুসারে প্রভেদ করিয়া তুলিতে না পারিলে সমাজ কখনই গঠিত হইতে পারিবে না বলিয়া তাহা স্বাস্থ্যকরও হইবে না। কুম্ভকার পুত্র উকীল হইলে, নাপিতের পুত্র হাকিম হইলে বা কর্ম্মকার পুত্র "প্রফেসার" হইলেও দেশের শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার না হইলে আমাদের আর ঘুচিবে না। সমাজের মস্তক, বাহু, উদর ও উরু বা পদ এই চারিভাগে দেহ-গঠনোপযোগী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে, সবাই মিলিয়া যে কোন একাঙ্গ হইতে গেলে যে দাসত্ব—সেই দাসত্বই স্থির থাকিয়া যাইবে। নিজেদের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া আগামী দশ বৎসরের মধ্যে কদাচই আমাদের নাবালকত্ব ঘুচাইয়া সাবালকত্ব প্রদর্শন করা সম্ভবপর হইবে না।

পৃথিবীতে যে কোন জাতিই সমাজকে দেহ আকারে চতুরঙ্গ বিশিষ্ট ভাবে গঠন না করিয়া উন্নত হইতে পারে নাই। হিন্দু যদিও তাহার অদ্বিতীয় আদর্শ ছিল কিন্তু অন্যান্য জাতিও তাহার অনেকাংশ গ্রহণ না করিয়া উন্নত হয় নাই। বর্ত্তমান ইংরাজ জাতিই তাহার প্রমাণ। মস্তক—আইন সভা। বাহু মিলিটারী সম্প্রদায়, উরু বা উদর বণিক ও কৃষক কুল; আর পদ বা শূদ্র স্থানীয় ভারত বাসী। আমাদের রাজার সমাজদেহ গঠন। ইহাতে

বর্ণপ্রথা অতি কঠোর ভাবে বিরাজিত। আমাদের প্রাচীন কালে উপবীত ভিন্ন উচ্চবর্ণের অন্য কোন ইউনিফরম ছিল না, আর অধুনা পাশ্চাত্য বর্ণের গায়ে বা মাথায় লিখিয়া দেওয়া হয়। এক বর্ণের আচরণ অন্য অনধিকারী করিলে আমাদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল বলিয়া অনেকেই বিরক্তি প্রকাশ করেন, এবং বর্ত্তমান স্থলে তাহাতে পিনাল কোট ব্যবস্থিত হয়। একের আসনে অন্যের উপবেশন বা একের কর্ম্মগৃহে অন্যের প্রবেশাধিকার নিষেধ ছিল বলিয়া কত জন স্বার্থপরতামূলক অব্যবস্থা বলিয়া ঘৃণা করেন, এখন প্রত্যেকের কর্ম্ম-গৃহদ্বারে—No admission. স্পষ্ট লেখাই থাকে। প্রত্যুতঃ বর্ণ বিভাগের হেতু গুণ ও কর্ম্ম। গুণকর্ম্ম বিভাগ ব্যাপার মানব কর্ত্তৃক ব্যবস্থা হয় নাই, ইহা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্যবস্থিত। সুতরাং বর্ণাশ্রম প্রথা পরিত্যাগে সর্ব্ব বর্ণকে একই আসনে বসিয়া একই পুস্তক পড়াইয়া একই ভাবে প্রস্তুত করিলে সকলেই একমাত্র সেবক (দাস) অঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন অঙ্গই প্রস্তুত হইতে পারিবে না সুতরাং তাহাকে জাতীয় বিদ্যালয়ের উপাধিও প্রদান করা খাটিবে না। আবার বর্ণাশ্রম গত বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক ভাবীবংশকে উন্নত করিতে না পারিলে অন্য কোন উপায়ে মাথা কুটিলেও কেহ কস্মিন কালে জাতীয় উন্নতি এবং স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় করিতে পারিবেন না।

দিবোদাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ-বিদ্যাবিনোদ এইচ, এম-বি]

—:*:—

অগস্ত্য বলিলেন ;—হে কার্ত্তিকেয়! ভগবান্ কাশীনাথ কর্ত্তৃক কিরূপে রাজা দিবোদাস কাশী হইতে দূরিত হইয়াছিলেন এবং কোন্ উপায়েই বা পুনরায় মন্দরাচল হইতে কাশীতে আসিয়াছিলেন—তাহা বর্ণনা কর। স্কন্দ কহিলেন,—আদিদেব মহাদেব ব্রহ্ম বাক্য লঙ্ঘন না করিয়া মন্দর পর্ব্বতের তপস্যায় সন্তোষ লাভ করতঃ কাশীধাম শূন্য করণানন্তর মন্দর পর্ব্বতে গমন করিলেন। সমস্ত দেবগণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন নারায়ণও বৈষ্ণব ক্ষেত্র সকল পরিহারপূর্ব্বক পার্ব্বতীনাথের অধিষ্ঠিত মন্দারাচলে উপস্থিত হইলেন। গণপতি ও সূর্য্যদেব, ইহারাও স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন এবং অন্যান্য দেবগণও মর্ত্ত্যের নিজ নিজধাম শূন্য করিয়া ঐ মন্দর পর্ব্বতেই গমন করিতে

লাগিলেন। এইরূপে দেবগণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে প্রতাপশালী সার্ব্বভৌম দিবোদাস নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনি কাশীতে নগরী নির্ম্মাণ করিয়া প্রজাগণকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিতে থাকিয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেন। তিনি দুষ্টদিগের হৃদয় ও নেত্রে সূর্য্যের মত তেজস্বীও তীক্ষ্ণদণ্ডা ছিলেন এবং সুহৃদ্ ও আত্মীয়গণের নয়নে ও হৃদয়ে সৌম্যমূর্ত্তি হইয়া প্রীতি সম্পাদন করিতেন। রাজা দিবোদাস ইন্দ্রধনুর মত ধনুকের টঙ্কার করতঃ রণস্থলে পলায়নপর শত্রু-সেনারূপ মেঘবৃন্দ কর্ত্তৃক বারংবার লক্ষিত হইতেন। সজ্জনের হিতকারী ও দুষ্টের দণ্ডবিধায়ক ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচক সেই রাজাকে লোকে ধর্ম্মরাজের ন্যায় বোধ করিত। তিনি অর্জ্জুনের মত বহুবার অরিকুলরূপ অরণ্যসমূহ দগ্ধ করিয়াছিলেন। পাশপাশি বরুণদেবের ন্যায় পাশচক্রে বহুদুর হইতে সমস্ত বৈরিচক্র ভেদ করিতেন। ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ রাজচক্রবর্ত্তী সেই দিবোদাস সমস্ত রিপু ও রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতেন এবং জগতপ্রাণ বায়ুদেবের ন্যায় সমস্ত প্রাণীর জীবন রক্ষণে তৎপর ছিলেন। স্বয়ং রাজরাজেশ্বর হইয়া তিনি সমস্ত সাধু ব্যক্তিদিগকে অর্থদানে পরিতুষ্ট করিতেন এবং রণস্থলে বিপক্ষবৃন্দ তাঁহাকে সাক্ষাৎ তেজোময় রুদ্রদেবের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেন। তিনি তপোবলে সমস্ত দেবগণের রূপ ধারণ করিতেও সক্ষম ছিলেন। এই কারণে সমস্ত গণদেবগণ স্তুতি ও ভজনা করিতেন। সেই রাজা দিবোদাস সমস্ত দেবগণের অজেয় বসুগণ অপেক্ষাও ধনবান্ অশুভ গ্রহের অনিষ্টকারিতা নিবারক এবং অশ্বিনীকুমার অপেক্ষাও রূপবান ছিলেন। প্রাণাপানাদি পঞ্চবায়ু এবং চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন থাকাতে তিনি সমস্ত দেবতাগণকে গণনা করিতেন না এবং সমস্ত বিদ্যাধর অপেক্ষাও তিনি সমস্ত বিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় গন্ধর্ব্বেরাও তাঁহার নিকট পরাভূত হইতেন। তাঁহার স্বর্গতুল্য দুর্গপরিখা সর্ব্বদা যক্ষরক্ষঃগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইত। নাগলোকেরাও সেই নাগতুল্য বলশালী রাজা দিবোদাসের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিতেন না। এবং দানবেরাও মানবাকার ধারণ করিয়া তাঁহার সেবা করিত। গুহ্যকেরাও যাবতীয় পার্থিব নরগণের মধ্যে কেবল তাঁহারই গুপ্তচরের কার্য্য করিত। অসুরেরাও তাঁহাকে গৌরব করিয়া বলিত "হে মহারাজ! আপনার রাজ্যে দেবগণেরও অবস্থান করা সুদুর্ল্লভ। অতএব আমরা আপনার যথাশক্তি সেবা করিব"। সেই রাজার আশুগামী তুরঙ্গমের নিকট আশুগতি শিক্ষা করিবার নিমিত্তই আশুগতি পবনদেব তাঁহার রাজ্যের সুপবিত্র বর্ত্মে সঞ্চরণ করিতেন। তাঁহার পর্ব্বত সন্নিভ পার্ব্বতীয় হস্তীর অজস্র অবিরল মদস্রাব দর্শনে পৃথিবীর দানশীল ব্যক্তিগণ দান শিক্ষা করিতেন। তদীয় রাজসভার সদস্যবর্গ এবং রণস্থলে রণনিপুণ যোদ্ধৃবর্গ কস্মিন্‌কালে কোন প্রকার শাস্ত্রজ্ঞ ও অস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট পরাভব স্বীকার করেন নাই। রাজা দিবোদাসের রাজ্যে কখনও কোন প্রজাকে নিরাশ্রয় দেখা যায় নাই। আততায়ী বিপক্ষগণকেও কখনও আশ্রয় শূন্য দৃষ্ট হইত না। আকাশে কলানিধি চন্দ্রমা ষোড়শকলায় পরিপূর্ণ কিন্তু রাজা দিবোদাসের রাজ্যে সমস্ত

লোকই চৌষট্টি কলায় বিভূষিত ছিলেন। স্বর্গে একমাত্র কাম অবস্থান করেন; তিনিও আবার অনঙ্গ, কিন্তু রাজা দিবোদাসের রাজ্যে সকলেই মূর্ত্তিমান কামদেব। অমরনগরের কেবল একটীমাত্র ইন্দ্রালয়, রাজা দিবোদাসের রাজ্যে সমস্ত ইন্দ্রপুরী। দেবলোকে নিশাপতি শশধর পক্ষে পক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত হন, কিন্তু রাজা দিবোদাসের রাজ্যে কোনকালে কোন ব্যক্তির ক্ষয়প্রাপ্তি হইয়াছে, এইরূপ জনরবও কেহ কখনও শ্রবণ করেন নাই। স্বর্গে নবগ্রহ বিরাজ করেন। কিন্তু রাজা দিবোদাসের রাজ্যে কোনও গ্রহের উপদ্রব ছিল না। সুরলোকে একমাত্র বিধাতাই হিরণ্যগর্ভ কিন্তু রাজা দিবোদাসের সমস্ত পুরীবাসীর নিকেতনই হিরণ্যগর্ভ ছিল। স্বর্গে একমাত্র অংশুমান সপ্তাশ্ব দিবাকর প্রকাশমান, রাজা দিবোদাসের রাজ্যে সমস্ত পুরীবাসী সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান এবং বহু অশ্বের অধীশ্বর। সুরপুরীতে অপ্সরাগণ যেমন নিত্য বিরাজমান, রাজা দিবোদাসের পুরীতেও সেইরূপ অপ্সরা বাস করেন। বৈকুণ্ঠপুরীতে একমাত্র পদ্মালয়া পদ্মের অধিষ্ঠান, কিন্তু রাজা দিবোদাসের সর্ব্বরত্নাকর রাজ্যে শত শত পদ্মাকর বিদ্যমান ছিল। রাজা দিবোদাসের রাজ্যে অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব ছিল না।

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাও কেহ ছিলেন না। স্বর্গধামে অলকাপুরীতে একমাত্র ধনাধিপতি কুবের অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু রাজা দিবোদাসের রাজ্যে প্রতিগৃহেই ধনপতি কুবেরের অধিষ্ঠান ছিল। রাজা দিবোদাস অশীতিসহস্রবর্ষব্যাপী কাশীধামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই আশী হাজার বৎসর যেন এক দিবসের ন্যায় প্রতীতি হইয়াছিল। অতঃপর দেবগণ ধর্ম্মানুগামী রাজা দিবোদাসের রাজ্যাধিকারে আপনাদিগের অনিষ্ট-প্রতিকারার্থ অভিলাষী হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণা করিলেন। মহর্ষি অগস্ত্যকে সম্ভাষণ করিয়া স্কন্দদেব কহিলেন—"হে মুনিবর! দেবতারা ভবাদৃশ ধর্ম্মাচারী লোকদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়া থাকেন। রাজা দিবোদাস যদিও বহুতর যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবগণের পূজা করিয়াছিলেন, তথাপি দেবতারা তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হন নাই। পরোৎকর্ষ অসহিষ্ণুতাই অসূয়া পরবশ দেবগণের চিরস্বভাব। হে মুনিসত্তম! বল দেখি, বাণরাজা, বলিরাজা, দধীচি মুনি প্রভৃতির কি অপরাধ ছিল? দেবতারা পদে পদে পার্থিবগণের ধর্ম্ম-কর্ম্মে বিঘ্ন জন্মাইয়া দেন। তথাপি ধার্ম্মিক হৃদয় এতদূর অটল যে, কিছুতেই তাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। অধার্ম্মিকেরা কিছুদিনমাত্র ধনধান্যাদি সম্পত্তি উপভোগ করিয়াই ইহসংসারে প্রতিপত্তি লাভ করে বটে, কিন্তু অবশেষে সেই অধর্ম্ম পরিপূর্ণ হইলে এককালে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায়। রাজা দিবোদাস ঔরস পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা-পালনে তৎপর ছিলেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতি রিপুঞ্জয়ের কিছুমাত্র অধর্ম্ম সঞ্চিত ছিল না। বহুবিধ রাজধর্ম্মপরায়ণ বলবুদ্ধি বিক্রমে একান্ত-চিত্ত, এবং চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মসাধনের বিধানজ্ঞ রাজা দিবোদাসের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইয়াও দেবতারা সর্ব্বতোভাবে অকৃতকার্য্য হওত: নিতান্ত হতাশ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সুচতুর দেব কাশীনরেশ-দিবোদাসের অপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অথচ তাঁহারা বিন্দুমাত্র অনিষ্ট

সাধন করিতে পারেন নাই। পুণ্যশীল দিবোদাসের রাজ্যে পুরুষমাত্রেই এক এক পত্নীতে নিরত ছিল এবং সেই পুণ্যধামে একটীও অসতী স্ত্রী ছিল না। সেই রাজ্যে বেদাধ্যয়ন বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ, বাহুবলবর্জ্জিত ক্ষত্রিয়, অর্থশাস্ত্রানভিজ্ঞ বৈশ্য কদাপি স্থান প্রাপ্ত হইত না।

শূদ্রগণ কেবল দ্বিজসেবা ব্যতীত অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিত না। রাজা দিবোদাসের রাজ্যে ব্রহ্মচারীগণ অটল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিয়া নিত্য বেদাধ্যয়ন নিরত থাকিতেন। গৃহস্থগণ নিত্য আতিথ্য-নিরত, ধর্ম্মশাস্ত্র সুনিপুণ এবং সদাচার পরায়ণ ছিলেন। যাঁহারা সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাজার রাজ্য হইতে বেদমার্গানুসারে তৃতীয়াশ্রম অবলম্বন করিতেন, সেই সংসারবিরাগী বানপ্রস্থগণ গ্রাম্য শুভাশুভ ব্যাপারে স্পৃহাশূন্য ও নির্লিপ্ত থাকিতেন। সেই সংসার নিস্পৃহ যতিগণ সর্ব্বসঙ্গ বিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বকার্য্যে নির্লিপ্ত, পরিগ্রহ পরাঙ্মুখ এবং বাক্য মন ও কর্ম্মের সংযমে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়ব্রত হইতেন। শ্রেষ্ঠ বর্ণের ঔরসে নিকৃষ্ট জাতীয়া কন্যার গর্ভে যাহাদের জন্ম হয়—সেই অনুলোমজাত পুরুষেরা এবং নিকৃষ্টবর্ণের ঔরসে শ্রেষ্ঠজাতীয়া নারীর গর্ভজাত প্রতিলোমজ সন্তানেরা রাজা দিবোদাসের রাজ্যে পরম্পরানুগত দৃষ্টচরিত পন্থা পরিত্যাগ করিত না। রাজা দিবোদাসের রাজ্যে অপুত্রক, নির্ধন, বৃদ্ধসেবায় হতাদর এবং অল্পায়ু ব্যক্তি কেহই ছিল না। চাটুকার, বাচাল, প্রবঞ্চক, হিংস্রক, পাষণ্ড, ভণ্ড, বিধবা এবং সুরাবিক্রয়ীও দৃষ্টিগোচর হইত না। সেই পুণ্যবান্ রাজার রাজ্যে সর্ব্বত্রই বেদধ্বনি, শাস্ত্রালাপ, সদালাপ এবং মঙ্গলগীতের আনন্দ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইত। সুমধুর বেণু বীণা মৃদঙ্গের সুমধুর ধ্বনি রিপুঞ্জয় রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইত। নিরবচ্ছিন্ন সোমপান ব্যতীত অন্য কোন দূষণীয় পানীয় পানে কেহই নিরত ছিল না। কেবল যজ্ঞীয় মাংস ব্যতীত কেহ কদাচ সে রাজ্যে অন্য মাংস ভক্ষণ করিত না। রাজ্য মধ্যে দ্যূতক্রীড়ক অধমর্ণ তস্করেরা স্থান পাইত না। রাজা দিবোদাসের অধিকারে পুত্রগণ, নিয়ত পিতৃ-সেবা ও দেবার্চ্চন নিরত ছিল এবং সমস্ত লোকে ব্রত, উপবাস, তীর্থ পর্য্যটন ও দেবা-রাধনায় নিরত থাকিত। সেই রাজ্যে স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা পতির পদসেবায় ভক্তিমতী হইয়া পতি-আজ্ঞা পালনে যত্নবতী থাকিত। এবং সমস্ত মানব মণ্ডলে স্ব স্ব জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিতেন। ভৃত্যগণ সর্ব্বদা প্রভুর পদসেবায় তৎপর থাকিত এবং হীনজাতীয় লোকেরা গুণগৌরবান্বিত শ্রেষ্ঠ বর্ণের যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা ও আনুগত্য করিত। রাজা দিবোদাসের রাজ্যবাসী লোকেরা ভক্তিমান হইয়া বেদজ্ঞ ভূদেব ব্রাহ্মণ-গণের নিত্য নিত্য ত্রিকালীন সেবা করিত। সেই বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা তপোনিষ্ঠ তপস্বীগণের, তপস্বীরা জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের, জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা তত্ত্বজ্ঞানীজনের এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান-নিষ্ঠ মহাত্মারা কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরের পরম ভক্ত গণের সেবা করিত।

রিপুঞ্জয় রাজ্যের সমস্ত ব্যক্তিই ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের আস্যপাবকে মন্ত্রপূত সুসংস্কৃত হব্য দ্রব্য আহুতি প্রদান করিতেন। সে রাজ্যের সকল লোকেরই দীর্ঘ দীর্ঘ সরোবর, হ্রদ

ও কূপ এবং বিবিধ পবিত্র ঋতুপূর্ণ উস্থান সমূহ বিশ্বমান ছিল। রাজা দিবোদাসের রাজ্যবাসী সমস্ত জাতি সৌভাগ্যশালী ও সানন্দ ছিল। কেবল ব্যাধ ও মাংসবিক্রয়ী ব্যতিরেকে অপর কোন জাতিই কোন প্রকার নিন্দনীয় কার্য্যে অনুরক্ত ছিল না। পূর্ব্বোক্ত প্রথায় সর্ব্বত্র পবিত্রতা সম্পন্ন সেই রাজধর্ম্মানুগত মহীপতি দিবোদাসের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইয়া অনিমেষী দেবগণ নিয়ত বিশ্রান্ত লোচনেও কিছুমাত্র ছিদ্রাবলোকনের অবসর প্রাপ্ত হন নাই। অনন্তর সুর গুরু বৃহস্পতি সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ মন্ত্রণা কুশল ভূপালশ্রেষ্ঠ রাজা দিবোদাসের সম্বন্ধে অপচিকীর্ষা পরায়ণ সুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

সন্ধি বিগ্রহ জানাস্তি সংশ্রয়ং দ্বৈধ ভাবনম্।
যথা স রাজা সম্বোত্ত ন তথাত্রাপি কশ্চন॥
উপায়োঽপ্যেক এবাস্তি চতুর্ষিহ দিবৌকসঃ।
ভেদনামো স চেৎ সিদ্ধেস্তপো বলিনি তত্রহি॥
যেন যদ্যপি ভূর্ভর্ত্তা ভূমের্দেবা বিবাসিতাঃ।
তথাপি ভূরিশস্তত্র সন্ত্যস্মৎ পক্ষপাতিনঃ॥
কালো নিমিষমাত্রোঽপি যান্ বিনা ন
সুখংব্রজেৎ॥
অস্মাকমপি তস্যাপি সন্তিতে তত্র মানিতাঃ॥
অন্তর্ব্বহিশ্চরা নিতং সর্ব্ব বিশ্রম্ভভূময়ঃ।
সমাগতেষু তেষত্র সর্ব্বংনঃ স্যোৎস্যতি প্রিয়ম্॥
সমাকর্ণ্য চ তে সর্ব্বে ত্রিদশাগীষ্পতীরিতম্।
নির্ণীতবস্ত স্তস্ত.র্থং যদাহস্তব হিশ্চরান্॥
অভিনন্দ্যাথ তং সর্ব্বে প্রোচুরিত্থং ভবেদিতি॥
ততঃ শক্রঃসমাহূয় বীতিহোত্রং পুরস্থিতং॥
ঊচে মধুরয়া বাচা বহুমান পুরঃ সরম।
হব্যবাহন যা মুর্ত্তি স্তত্রতত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
তাস্তুপাসংহর ক্ষিপ্রং বিষয়াত্তস্য ভূপতেঃ।
সমাগতায়াং তন্মূর্ত্তৌ সর্ব্বা নষ্টাময়ঃ প্রজাঃ॥
হব্যকব্য ক্রিয়াশূন্যা বিরজিষ্যন্তি রাজনি॥
প্রজাস্থচ বিরক্তাসু রাজ্যকামহুবাস্থরে।
কৃচ্ছ্রেনোপার্জ্জিতোঽপ্যর্থো রাজশব্দে ভবিষ্যতি
প্রজানাং রঞ্জনাদ্রাজা যেঽয়ং রূঢ়িরুপার্জ্জিতাঃ।
তস্যাং রূঢ্যাং প্রনষ্টায়াং রাজ্যমেব বিনঙ্ক্ষ্যতি॥
প্রজাবিরহিতো রাজা কোষদুর্গবলাদিভিঃ।
সমৃদ্ধোপ্যচিরাৎ নশ্যেৎ কুল সংস্থইব ক্রমঃ॥
ত্রিবর্গসাধনে হেতুঃ প্রাক্‌প্রজৈব মহীপতেঃ।
ক্ষীণবৃত্ত্যাং প্রজায়াং বৈ ত্রিবর্গ ক্ষীয়তে স্বয়ং॥
ক্ষীণে ত্রিবর্গে সংক্ষীণা পতিলোকদ্বয়াত্মিকাঃ।
ইতীন্দ্র বচনাৎ বহ্নি রহ্নায় ক্ষৌনি খণ্ডলাৎ।
আচকর্ষ নিজাং মূর্ত্তিং যোগমায়া বলান্বিতঃ॥
নিন্যে ন কেবলং ত্রেতা জাঠরাগ্নিমপিপ্রভুঃ।
বহ্নিণো বচসা বহ্নি নিজশক্তি সমন্বিতম॥
বহ্নৌ স্বলোকমাপন্নে জাতে মধ্যন্দিনে নৃপ।
কৃতমাধ্যাহ্নিক স্তূর্ণং প্রবিশদ্ভোজ্যমণ্ডপম্॥
মহানসাধি কৃতস্মো বেপমানা স্ততো মুহুঃ।
ক্ষুধার্ত্তমপি ভূপাল মন্দং মন্দং ব্যজিজ্ঞপন॥

হে দেবগণ! সন্ধিবিগ্রহ, যান, বাহন আশ্রয় ও ভেদ কৌশল—এই ষড়্‌বিধ রাজধর্ম্ম রাজা দিবোদাস যেমন পরিজ্ঞাত আছেন, অন্য কেহ তেমন অবগত নহেন। অতএব রাজগণের উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে একমাত্র ভেদই প্রকৃষ্ট উপায় আছে। সেই উপায় অবলম্বন করিলে তপো বলে বলীয়ান রাজা দিবোদাসকে পরাভব সাধনে সিদ্ধিলাভ হইলেও হইতে পারে। পৃথিবীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া রাজা দিবোদাস অমরগণকে পৃথিবী হইতে বিবাসিত করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি আমাদিগের অনেকেই তথায় অবস্থিতি

করিতেছেন। যে সকল দেবতার অভাবে নরলোকের নিমেষমাত্রকালও সুখে অতিবাহিত হয় না, অস্মৎপক্ষীয় সেই সমস্ত মাননীয় দেবগণ এখনও পর্য্যন্ত রাজা দিবোদাসের নিকট সমাদৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ সকল দেবতা নিয়তই জীবের অন্তরে ও বাহিরে বিচরণ করেন। তাঁহারাই সমস্ত সুখ সম্পদের অধিষ্ঠান ভূমি। সেই দেবতারা আমাদিগের নিকট প্রত্যাগমন করিলে আমাদের অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইতে পারে। বাহ্যাভ্যন্তরবিহারী দেবগণ বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার নিগূঢ় অর্থনিচয় নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন, অতঃপর তাঁহারা গুরুকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন। তদনন্তর ত্রিদশাধিপতি পুরন্দর পুরঃস্থিত বীতিহোত্র অগ্নিকে আহ্বান করিয়া বহুমান পুরঃসর মধুর বচনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"হে হব্যবাহন! তোমার যে মূর্ত্তি কাশীধামে প্রতিভাত আছে, তত্রত্য রাজা দিবোদাসের অধিকার হইতে শীঘ্র সেই মূর্ত্তির উপসংহার কর। তোমার সেই মূর্ত্তি তথা হইতে এখানে সমাগত হইলে সেই রাজার প্রজাগণ সকলেই অগ্নিশূন্য হইয়া পড়িবে এবং রাজ্য মধ্যে যাগ যজ্ঞাদি পরিশূন্য হইয়া সমস্ত প্রজাই অসন্তুষ্ট হইবে। রাজ্যের কামধেনু স্বরূপ করদ প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইলে সেই রাজা বহু কষ্টেও আর রাজপদবী উপার্জ্জন করিতে পারিবে না। প্রজারঞ্জন করেন বলিয়াই প্রজাপালকের নাম রাজা। যিনি এই রূঢ় পদবীটি অর্জ্জন করেন, তাঁহার সেই কর্ত্তৃত্ব বিনিষ্ট হইলে রাজ্যও বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রজা, ধনাগার, দুর্গ এবং সেনাবল বিরহিত রাজা বহু সমৃদ্ধিশালী হইলেও অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। রাজার ত্রিবর্গসাধনের মূলীভূতই প্রজা। সেই প্রজা যদি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ত্রিবর্গের উপায়ও আপনা হইতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। ত্রিবর্গ সাধনের উপায় পরিক্ষীণ হইলে ইহ, পর,—উভয়লোকের গতিও সংক্ষীণ হইয়া পড়ে। দেবরাজ ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভাবসু হুতাশন তৎক্ষণাৎ যোগমায়া বলে পৃথিবী হইতে আপনার তেজোময়ী মূর্ত্তি আকর্ষণ করিলেন। ভগবান্ হব্যকব্যবাহন কেবল গৃহস্থের ত্রিবিধ অগ্নি হরণ করিয়াই নিরস্ত হইলেন না। নিজ শক্তি সম্পন্ন জীবের জঠরাগ্নি ও আকর্ষণ করিলেন। বৈশ্বানর অমর নগরে প্রস্থান করিলে পর রাজা দিবোদাস দিবা দ্বি প্রহরের সময় শীঘ্র শীঘ্র মাধ্যাহ্নিক সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। রন্ধনশালায় পাচকেরা আতঙ্কে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া উঠিল। পাচকেরা ক্ষুধার্ত্ত নরপতিকে মৃদু মন্দ বচনে করযোড়ে নিবেদন করিল।

অত্যহস্কর তেজস্ক প্রতাপ বিজিতানলঃ।
কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তুকামা স্মোহকাণ্ডে রণ পণ্ডিতঃ॥
যদি বিশ্রাণয়েদ্রাজন্ ভবানভয় দক্ষিণাম।
তদা বিজ্ঞাপয়িষ্যামঃ প্রবদ্ধ করসম্পুটাঃ॥
মৃদু বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রুঃ পাকশালাধিকারিণঃ।
ন জানীমো বয়ং নাম ত্বৎ প্রতাপভয়ার্দ্দিতঃ॥
কুস্বত্যার্থ করা বিদ্বান্তৌ বৈশ্বানরঃ পুরাৎ।
কৃশানৌ কৃশতাং প্রাপ্তে কথং পাকক্রিয়া ভবেৎ॥
তথাপি সূর্য্য পাক্রন সিদ্ধা পক্তি হিঁকাচন।
প্রভোরাদেশ মাসাদ্য তামিহৈবানয়ামহে॥

মন্থামহে চ ভুজান্ পক্তিরস্থতনী শুভা।
শ্রুত্বাহ্নসিক বাক্যং স মহাসত্ত্বো মহামতিঃ ॥
নৃপতি শ্চিন্তয়ামাম দেবানাং বৈকৃতস্বিদম্।
ক্ষণং সংশীলয়ং স্তত্র দদর্শ তপসা বলাৎ।
ন কেবলং জহৌ গেহং হুতভুক্ চোদরী দরীঃ ॥
অপ্যহাসীদিতো লোকা জগাম চ সুরালয়ম্।
ভবত্বিহহি কা হানি রামাকং জ্বলনে গতে ॥
তেষামেব বিচারাচ্চ হানি রেষা সুপর্ব্বণাম।
তদ্বলেন চ কিং রাজ্যং ময়েদমুররীকৃতম্ ॥
পিতামজহন্ মহতো গৌরবাৎ প্রতিপাদিতম্।
ইতি বিচিন্তয়স্ত মধ্যলোক শতক্রতোঃ ॥
পৌরাঃ সমাগতা দ্বারী সহজান পদৈর্ন বৈঃ।
দ্বাঃস্থেন চাজ্ঞয়া রাজ্ঞঃ ততস্তোহন্তঃ প্রবেশিতাঃ ॥
দত্ত্বো পদং যথার্হস্তে প্রণেমুঃ ক্ষৌনি বজ্রিনম্।
কেচিৎ সম্ভাষিতা রাজ্ঞা দরসোদরয়া গিরা ॥
কেচিচ্চ সমুদা দৃষ্ট্যা কেচিচ্চ কর সংজ্ঞয়া।
বিসর্জ্জিতাসনা রাজ্ঞা বহুমান পুরঃসরম্ ॥
ভেজিরে ভেজিরে সর্ব্বে রত্নার্চ্চি পরিসেবিতে।
বিজিতামোদ সন্দোহে সুরানকোহে সুরভৈঃ ॥
রাজ্ঞঃ শতশলাকাস্থ ছত্রস্ত ছায়য়া শুভে।
বিশাম্পতি রথোবাচ তন্মুখচ্ছায়য়েবিতম্ ॥
বিজ্ঞায় তদভিপ্রায় মলন্তীত্যা পুরৌকসঃ।১০০।
এতাবতৈব কিং সিদ্ধেন্ময়ি তেষাং পরাভবঃ।
বিকার কারিভি র্দৈথৈ যদি নীতোহনলোভুবঃ ॥
চিকীর্ষু রহমেবাসং পৌরাঃ কার্য্যেমিদং পুরা।
পরং হ্যুপেক্ষিত প্রায়ং দিষ্ট্যাতৈঃ স্মারিতং
চিরাৎ ॥

গতোহনলোহভস্তদ্রং জগৎ প্রাণোহপিযাস্বিতঃ।
অহমেবহি পর্জ্জন্যো ভবিষ্যামি তপোবলাৎ।
মুদে জনপদাঞ্চ সর্ব্বশস্ত সমৃদ্ধিদঃ ॥
তপোযোগবলেনাহমাত্মানং পরিকল্প্যচ ॥
ত্রিধাবহ্নি স্বরূপেণ পক্তিষ্টি বৃষ্টি কৃত্তমঃ।
অন্তর্বহিশ্চরো ম্বেধা নভস্বৎ পদবীং দধৎ।
সর্ব্বেষামেব বেৎস্যামি স্বস্তঃ করণ চেষ্টিতম্ ॥
বিধায় চাম্ভসীং মূর্ত্তিং সর্ব্বজীবৈব জীবনম্।
প্রজারসপ্লবয়িষ্যামি কিং জড়ৈ র্বিষয়ৈমম।
যদা খে তমসা পৌরা গ্রস্তে তে শশিভাস্করৌ।
তদা ন কিং বিনা তাভ্যাং জীবামঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।
শ্রিয়ঞ্চাত্রমসীং প্রাপ্য হ্লাদয়িষ্যাম্যহং প্রজাং।
নিশাচরেণ কিমিহ ক্ষয়িণা চ কলঙ্কিনা।
অস্মৎ কুলে মূলভূতো ভাস্করোমাস্থ এব নঃ।
স তিষ্ঠতু সুখেনাত্র যাতায়াতং করোতু চ।
স একো জগতামাত্মা বিশেষাৎ কুলদেবতা।
সোহপকর্ত্তুং ন বেত্ত্যেব তস্যেদং ব্রতমুত্তমম ॥
ইতি নরপতি বাক সুধারসৌঘম্।
শ্রুতিপুটকৈঃ পরিপীয় পৌরবর্গঃ।
বিকসিত বদনাম্বুজো জগাম্
নিজ নিজ মালয়মধিমুক্ত চিত্তঃ ॥
ক্ষিতিপতি রপিত ত্তথা বিধায়
ত্তপসোহসাধ্য মিহাস্তি কিং ত্রিলোক্যাম্।
অতি বহ্ন্যর্কমসৌ দধচ্চ তেজো
হ্যসদাং শল্যমিবোচ্চকৈ র্বভূব ॥

ইতি শ্রীস্কন্দ পুরাণে কাশীখণ্ডে দিবোদাস প্রতাপ বর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥

[ক্রমশঃ]

কায়চিকিৎসা ক্রমোপদেশ বা

Practic of medicine.

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

—:•:—

পঞ্চামৃত পর্প টী।

অষ্টৌ গন্ধক তোলকা রস দলং লৌহং তদর্দ্ধং শুভং
লৌহার্দ্ধঞ্চ বরাভ্রকং সুবিমলং তাম্রং তথাভ্রার্দ্ধিকম্
পাত্রে লৌহময়েচ মর্দ্দন বিধৌচূর্ণীকৃতঞ্চৈকতঃ।
দর্ব্ব্যা বা দরবহ্নি নাতি মৃদুনা পাকং
বিদিত্বাদলে॥
রম্ভায়া লঘু ঢালয়েৎ পটুরিয়ং পঞ্চামৃতো পর্প টী।

গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা ও তাম্র অর্দ্ধ তোলা, একত্র করিয়া লৌহপাত্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক লৌহ পাত্রে মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া প্রস্তুত করিবে।

রসপর্প টী।

শ্রী বিন্ধবাসি পাদান্ নত্বাধন্বন্তরিঞ্চ
সুরভিষজম্।
রসগন্ধক পর্প টিকা পরিপাটী পাটবং বক্ষ্যে॥
মগ্নং রসে জয়ন্ত্যাঃ পশ্চাদ্দেরণ্ড সম্ভূতে।
আর্দ্রক রসে চ সূতং পত্ররসে কাকমাচ্যাশ্চ॥
মথমুদিতাস্তু পূর্ব্ব্যা মর্দ্দন শুষ্কং করণে গৃহীয়াৎ।
প্রস্তর ভাজন মধ্যে শুদ্ধিরিয়ং পারদস্যোক্তা॥
শুকপুচ্ছ সমচ্ছায়ো নবনীত সমদ্যুতিঃ।
মসৃণঃ কঠিনং স্নিগ্ধঃ শ্রেষ্ঠো গন্ধক ইষ্যতে॥
কৃত্বা ভদ্রগন্ধক মিতঃ কুশলঃ ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকারম্।
তদ্‌ভৃঙ্গরাজ রসৈরনশ্বরং ভাবয়েৎ পাত্রে॥
তদনু চ শুষ্কং কুর্য্যাৎ ধুলি সমানঞ্চ সপ্তধা রৌদ্রে।
তদনু চ শুষ্কং কৃত্বা বিন্যস্য লৌহিকা মধ্যে॥
নির্ধূম বদর কাষ্ঠাঙ্গারে ন্যাস্তং বিলাপ্য তৈল
সমম্।
পাত্রস্থিত ভৃঙ্গরাজ রস মধ্যে ঢালয়েন্নি পূর্ণঃ॥
তস্মিন্ প্রবিষ্টমাত্রং কঠিনত্বং যাতি গন্ধক চূর্ণম্।
পুনরপি রৌদ্রে শুষ্কং কেতক রজসা সমানতাং
নীতম্॥
শুদ্ধে সূতে শোধিত গন্ধক চূর্ণেন তুল্যতা কার্য্যা।
তাবন্ মর্দ্দন মনয়োর্যাবন্ন কণোঽপি দৃশ্যতে
সূতে॥
পশ্চাৎ কজ্জল সদৃশং চূর্ণং লৌহীস্থিতঞ্চ যত্নেন।
নির্ধূম বদর কাষ্ঠাঙ্গারে ন্যস্তং বিলাপ্য তৈল
সমম্॥
সদ্যোগোময় নিহিতে কদলদলে ঢালয়েন মৃদুনি।
লৌহীস্থিতমবশিষ্টং কঠিনং তন্ন গৃহীতব্যম্।
পশ্চাৎ পর্প টরূপা পর্প টিকা কীর্ত্ত্যতে লোকৈঃ॥
ময়ুর চন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং যত্র তু দৃশ্যতে।
তত্র সিদ্ধং বিজানীয়াস বৈদ্যো নৈবাত্র সংশয়ঃ॥

পর্প টীর জন্য যে পারদ ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রথমে জয়ন্তী পত্র, এরণ্ডপত্র, আদা ও কাকমাঁচী পত্রের রসে মগ্ন করিয়া ক্রমাগত মর্দ্দন দ্বারা ঐ রস সকল শুষ্ক করিয়া লইবে। এই প্রকারে শোধিত পারদ, পর্প টী ক্রিয়ায়

ব্যবস্থা করিতে হয়। শুক পুচ্ছের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, নবনীতের ন্যায় দীপ্তিশালী চিক্কণ, কঠিন ও স্নিগ্ধ গন্ধকই শ্রেষ্ঠ। ঐরূপ গন্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকার করিয়া ভৃঙ্গরাজ রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ধূলিবৎ চূর্ণ করিবে। পরে ঐ গন্ধক লৌহ পাত্রে রাখিয়া নির্ধূম বদরী কাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে গলাইয়া অন্য পাত্রে ভৃঙ্গরাজের রস রাখিয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ গন্ধক রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া লইবে। উক্ত প্রকারে শোধিত গন্ধক সমভাগে মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করতঃ কজ্জলসদৃশ হইলে লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া ধুমরহিত বদরী কাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে গলাইয়া তৈলবৎ করিবে। তৎপরে গোময়ের উপর একখানি কচি কলাপাতা রাখিয়া এবং অপর একখানি কলাপাতার উপর ঢালিয়া শেষোক্ত গোময় পূর্ণ পুটলীদ্বারা চাপিবে। এই প্রকার যে চটী প্রস্তুত হইবে তাহাই পর্প টী। কিন্তু তরলীকৃত কজ্জলী লৌহপাত্রে যাহা সংলগ্ন হইয়া থাকিবে তাহা অব্যবহার্য্য। পর্প টী যখন ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকার ন্যায় দৃষ্ট হইবে, তখনই উহার পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে।

পুরাতন গ্রহণীরোগে যদি শোথাদি উপদ্রব উপস্থিত হয় তাহা হইলে পর্পটীর তুল্য ঔষধ নাই।

পির্প টি সেবনের মাত্রা ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হয়। অনুপান ঘৃত ও মধু বা মধু ও বলকা দুগ্ধ। কেহ কেহ দিন একরতি মাত্রায় ইহা প্রয়োগ করিয়া এবং প্রত্যহ ১ রতি করিয়া বৃদ্ধি করিয়া ১০ দিনে ১০ রতি সেবন করানর পর প্রতিদিন ১ রতি করিয়া কমাইয়া আবার ১ রতি মাত্রায় নামাইয়া আনেন এবং ততদিনে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

পর্পটী সেবনে বিশেষ নিয়ম—পর্পটী সেবন কালে রোগীকে লবণ ও জলের বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। নতুবা ইহা দ্বারা সম্যক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পর্পটী সেবনের রোগীকে নির্জ্জল দুগ্ধ গরম করিয়া তাহার সহিত পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন সেবনের ব্যবস্থা দিবে। চিনি ও মিছরির গুঁড়া খাইতে পারিবে এবং পিপাসার সময় দুগ্ধ দেওয়া হইবে। পর্পটীসেবী রোগীর যদি শুদ্ধ দুগ্ধপানে পিপাসার শান্তি না হয়, তাহা হইলে কমলা লেবুর রস, দাড়িমের রস, ইক্ষুরস—এবং অল্প মাত্রায় শাঁসপূর্ণ ডাবের জল দেওয়া যাইতে পারে।

পর্পটী সেবনের পরও ২।৪ সপ্তাহ লবণ জল বন্ধ রাখা দরকার।

পর্পটী সেবনের শেষোক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রথমে ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া এবং প্রত্যহ ১।১ রতি বাড়াইয়া ১০ দিনের পর ১ রতি করিয়া কমাইয়া পুনরায় মাত্রা ১ রতিতে দাঁড়াইলে আর যে ইহা সেবন করাইতে হয় না—ইহাই এখনকার সর্ব্বজন ব্যবস্থা।

সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী রোগে তক্র সেবন পরম হিতকর। তক্রের প্রধান গুণ—বাত পিত্ত হরং ঘোলং। অর্থাৎ ইহা বাত পিত্ত নাশক। গ্রহণী রোগে তক্রের সহিত হিঙ্গু, জীরা, ও সৈন্ধব মিশাইয়া সেবনের ব্যবস্থা দিলে আরও শুভ ফল দর্শিয়া থাকে।

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য।

অগ্নিকে সমভাগে রক্ষা করাই চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহার ব্যতিক্রমে কোনো রোগেরই চিকিৎসা হওয়া দুঃসাধ্য।

মন্দাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি, বিষমাগ্নি এবং সমাগ্নি নামে ঔদারিক অগ্নি চতুর্ব্বিধ। কফের আধিক্য মন্দাগ্নির কারণ, এজন্য মন্দাগ্নিতে কফ বিশোধন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। পিত্তাধিক্য তীক্ষ্ণাগ্নির হেতু, এজন্য তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্তপ্রশমন ক্রিয়া আবশ্যক। বায়ুর আধিক্য বিষমাগ্নির কারণ, এজন্য বিষমাগ্নিতে বায়ুর শান্তি আবশ্যক। এই তিনটী দোষ যদি সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাহাকে সমাগ্নি বলে

এখনকার দিনে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া নামে যে একটা ভয়ঙ্কর দেশব্যাপী রোগের মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে, তাহা আয়ুর্ব্বেদীয় অগ্নিমান্দ্যেরই অন্তর্গত। পূর্ব্বে যে আমরা গ্রহণী রোগের কথায় বলিয়াছি,—সংগ্রহ গ্রহণী রোগে অনেক স্থলে প্রায়ই প্রাত্যহিক দাস্ত পরিষ্কার হয় না অথচ মধ্যে মধ্যে দমকা ভেদ হইয়া থাকে, তাহাকেও আমরা ইংরাজী মতে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগ বলিতে পারি। অজীর্ণকেও অনেকে ডিস্‌পেপসিয়ার অন্তর্নিহিত বলেন, কিন্তু অজীর্ণ উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বলিলে অসঙ্গত দোষ ঘটে, কারণ বিষম আহার হেতু মানবগণের প্রায়ই অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয় এবং সেই অজীর্ণ সমস্ত রোগের মূল, কিন্তু অচিকিৎসায় বা চিকিৎসার ভুলে ঐ অজীর্ণ যতক্ষণ আমাজীর্ণ হইতে ক্রমশঃ বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ এবং রসশেষাজীর্ণরূপে পরিণত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অজীর্ণ রোগে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার সমস্ত লক্ষণগুলি উপস্থিত হয় না। প্রকৃত কথা, চিকিৎসার ভুলে অজীর্ণ হইতে ইংরাজী ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বা অগ্নিমান্দ্য এবং গ্রহণী রোগ উপস্থিত হইলেও অজীর্ণ নিজে ইংরাজী ডিস্‌পেপসিয়া অভিধানের উপযুক্ত নহে।

অগ্নিমান্দ্য রোগে যে বায়ুর আধিক্যে বিষমাগ্নি উপস্থিত হওয়ার কথা বলিয়াছি,—এখনকার ডিস্‌পেপসিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই সেইরূপ রোগগ্রস্ত। এই বিষমাগ্নির লক্ষণ—

অশিতা খলু মাত্রাপি বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ।
কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক কদাচিন্ন বিপচ্যতে॥
তস্যাধ্মানমুদাবর্ত্তং শূলং জঠর গৌরবম্।
প্রবাহণমতীসার স্তথাস্যাদন্ত্র কুঞ্জনম॥

অর্থাৎ বিষমাগ্নি দ্বারা যথামাত্রায় ভক্ষিত দ্রব্য কখন সম্যকরূপে পরিপাক হয়, কখন বা পরিপাক হয় না এবং উদরাধ্মান, উদাবর্ত্ত, শূল, উদরের গুরুত্ব, কুন্থন, অতিসার ও কুক্ষি দেশে গুড়্ গুড়্ শব্দ হয়।

অজীর্ণকে আমরা ইংরাজী ডিস্‌পেপসিয়া হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইলেও কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে—প্রধানতঃ অজীর্ণ ই অগ্নিমান্দ্য বা ডিস্‌পেপসিয়ার কারণ। কফের আধিক্য যে মন্দাগ্নির কারণ বলিয়াছি, সেই কফের আধিক্য আমাজীর্ণেরও কারণ, কাজেই স্মরণ রাখিতে হইবে মন্দাগ্নির মুখ্য কারণ হইল আমাজীর্ণ। তীক্ষ্ণাগ্নির কারণ পিত্তাধিক্য, কিন্তু পিত্ত প্রকোপহেতু বিদগ্ধাজীর্ণই হইল সেই তীক্ষ্ণাগ্নির মুখ্য কারণ এবং বায়ুর আধিক্যে যে বিষমাগ্নির সৃষ্টি, সেই সৃষ্টির মুখ্য কারণ হইল বায়ুপ্রকোপ হেতু বিষ্টব্ধাজীর্ণ।

আমাজীর্ণে রোগীর শরীর—

ত ত্রামে গুরুতোৎ ক্লেশঃ শোথো গণ্ডাক্ষি কূটগঃ।
উদ্গারশ্চ যথা ভুক্তমবিদগ্ধং প্রবর্ত্ততে॥

অর্থাৎ উদরের গুরুতা, বিবমিষা, কপোল ও অক্ষিপুটে (চক্ষু গোলকে) শোথ এবং উদ্গার বাহুল্য হয়, পরন্তু মধুরাদি যে কোনো দ্রব্য আহার করে, তাহার কিছুই অম্লত্ব হয় না।

এই আমাজীর্ণের ফলে যে মন্দাগ্নি ঘটিয়া থাকে, তাহাতে—

স্বল্পাপি নৈব মন্দাগ্নের্ম্মাত্রা ভুক্তা বিপচ্যতে।
ছর্দ্দি সাদঃ প্রসেকঃ স্যাচ্ছিরো জঠর গৌরবম্॥

অর্থাৎ মন্দাগ্নি বিশিষ্ট ব্যক্তির অতি অল্প মাত্র আহারও সম্যক পরিপাক হয় না, এবং বমি, শরীরের অবসন্নতা ও প্রসেক হয়, পরন্তু মস্তক ও উদরের গুরুত্ব থাকে।

বিদগ্ধাজীর্ণে—

বিদগ্ধে ভ্রম তৃষ্মূর্চ্ছাঃ পিত্তাচ্চ বিবিধারুজঃ।
উদ্গারশ্চসধূমাম্লঃ স্বেদো দাহশ্চ জায়তে॥

রোগীর ভ্রম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, ধূমের সহিত অম্লোদ্গার, ঘর্ম্ম, দাহ এবং পিত্তজনিত বিবিধ বেদনা জন্মে।

এই বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে যে তীক্ষ্ণাগ্নির পরিণতি, তাহাতে—

মাত্রাতিমাত্রাপ্য শিতাতীক্ষ্ণাগ্নেঃ পচ্যতে সুখম্।
অতএব হি কেনাপি মত তীক্ষ্ণাগ্নি রুত্তমঃ॥

পরিমিত কিম্বা অপরিমিত আহার করিলেও যদি সহজে জীর্ণ হয়, তবে উহা তীক্ষ্ণাগ্নির কার্য্য জানিবে। কোন কোন পণ্ডিত এই তীক্ষ্ণাগ্নিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত সে কথা স্বীকার করেন না, তাঁহারা তীক্ষ্ণাগ্নি অতি প্রবল হইলেই তাহাকে ভস্মকাগ্নি নাম দিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে চরকের মত—

নরে ক্ষীণ কফে পিত্তং কুপিতং মারুতানুগং।
স্বোষ্মণা পাবক স্থানে বলমগ্নেঃ প্রযচ্ছতি॥
তদা লব্ধ বলো দেহং বিরুক্ষেৎ সানিলোহনলঃ।
অভিভূয় পচত্যন্নং তৈক্ষ্ণ্যাদাশু মুহুর্মুহুঃ॥
পক্ত্বান্নং ততো ধাতূন্ শোণিতাদীন্ পচত্যপি
ততো দৌর্ব্বল্যমাতঙ্কান্ মৃত্যুঞ্চোপনয়েন্নরম্॥
ভুক্তেঽন্নে লভতে নাস্তিং জীর্ণমাত্রে প্রতাম্যতি।
তৃট্ কাস দাহমূর্চ্ছাঃ স্যুর্ব্যাধয়োঽত্যাগ্নি সম্ভবাঃ॥

অর্থাৎ মনুষ্যের কফ অতিশয় ক্ষীণ হইলে পিত্ত কুপিত ও বাতানুগত হইয়া, স্বকীয় উষ্ণতা দ্বারা অগ্নি স্থানে অগ্নির বল প্রদান করে। এইরূপে সবাত জঠরাগ্নি লব্ধবল হইয়া দেহকে বিরুক্ত এবং স্বকীয় অতি তীক্ষ্ণতা দ্বারা মুহুর্মুহুঃ ভুক্ত অন্নকে পরিপাক করিয়া ফেলে। রোগী যতবার যত আহার করে, ভস্মকাগ্নি দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই ভুক্তান্ন ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং অন্নপাকানন্তর অন্য পাচ্য দ্রব্যের অভাবে রক্তাদি ধাতু সমুদয়কেও পাক করিতে থাকে। সুতরাং রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই রোগে রোগী আহার করিলেই ক্ষণিক স্বাস্থ্য অনুভব করে, কিন্তু জীর্ণ মাত্রেই অত্যগ্নি হেতু অসহ্য তৃষ্ণা, কাস, দাহ ও মূর্চ্ছায় কাতর হইয়া পড়ে। সুতরাং বিদগ্ধাজীর্ণের যে সকল উপদ্রব, তীক্ষ্ণাগ্নির চরম অবস্থাতেও সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে. এজন্য কোনো কোনো পণ্ডিত ইহাকে উৎকৃষ্ট অগ্নি বলিলেও চরকের মতই গ্রহণীয়।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে—

বিষ্টব্ধে শূলমাধ্মানং বিবিধা বাত বেদনাঃ।
মল বাতাহপ্রবৃত্তিশ্চ স্তম্ভো মোহোহঙ্গ পীড়নম্॥

অর্থাৎ শূল, আধ্মান, তোদ ভেদাদি নানা-প্রকার বাত বেদনা, মল ও বায়ুর অপ্রবৃত্তি, দেহের জড়তা, মোহ এবং শরীরে বাত জন্য বেদনাদি জন্মে।

ইহা হইতে যে বিষমাগ্নি উপস্থিত হয়, তাহাতেও এই সকল উপদ্রব যে বর্ত্তমান থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই বিষ্টব্ধাজীর্ণের ফলে যে বিষমাগ্নি—তাহাই বর্ত্তমান ডিস্‌পেপ্‌টিকগণের মধ্যে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য রোগের মূল ধরিয়া বায়ুর অনুলোমক ঔষধ প্রয়োগ এই অবস্থায় হিতকর।

রসশেষাজীর্ণ নামে আর এক প্রকার অজীর্ণের কথা কোনো কোনো পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। তাহাতে—

রস শেষেহন্নবিদ্বেষো হৃদয়াশুদ্ধি গৌরবে।

অর্থাৎ রোগীর অন্নাহারে অনভিলাষ এবং হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা ও গুরুতা হইয়া থাকে।

রস শেষ শব্দের অর্থ—ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া যে রস (সারভূত দ্রব ভাগ) উৎপন্ন হয়—তাহা রক্তরূপে পরিণত হওয়ার সময় ধাত্বগ্নির ক্রিয়া দ্বারা সম্যক প্রকারে পরিপাক প্রাপ্ত হইতে পারে না। কোনো কোনো পণ্ডিতের মত—ভুক্ত সামগ্রী পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাতে ভুক্ত দ্রব্যের অসারভূত অংশ অলক্ষিতরূপে প্রবিষ্ট হইয়া এই রসশেষাজীর্ণ রোগ উপস্থিত করিয়া থাকে। যাহা হউক এ রোগ কখনই সহজ সাধ্য নহে এবং সুচিকিৎসা না হইলে ইহার ফলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

শাস্ত্রকারগণ আমাজীর্ণ হইতে বিসূচিকা, বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে অলসক এবং বিষ্টব্ধাজীর্ণ হইতে বিলম্বিকা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে উপদেশ দিয়াছেন। সে সকল প্রসঙ্গ যথা-স্থানে বলা যাইবে। উপস্থিত অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যের চিকিৎসার কথা বলা যাউক।

অজীর্ণের প্রথমাবস্থায় কোন বিশেষ ঔষধ না দিয়া আমাজীর্ণে বমন, বিদগ্ধাজীর্ণে লঙ্ঘন, বিষ্টব্ধাজীর্ণে স্বেদপ্রয়োগ ও রস শেষা-জীর্ণে* আহারের পূর্ব্বে নিদ্রা—এইরূপ প্রকরণ উত্তম ব্যবস্থা। বচ ১ তোলা ও সৈন্ধব লবণ ১ তোলা—একসের গরম জলে মিশাইয়া যতটা সম্ভব পান করাইলে বমন হইয়া আমাজীর্ণের শান্তি হয়। পিঁপুল, সৈন্ধব ও বচ—সমভাগে তিনটি দ্রব্য শীতল জলে বাটিয়া পান করাইলেও বমন হইয়া আমাজীর্ণের উপশম হয়। উদরের বেদনা নিবারণের জন্য ধনে ১ তোলা ও শুঠ ১ তোলা যথারীতি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবনের ব্যবস্থা দিবে। গুড়ের সহিত শুঠ, পিঁপুল, হরীতকী অথবা দাড়িম—ইহাদের মধ্যে কোন একটি দ্রব্যের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে আমাজীর্ণ ও মলবদ্ধতার উপকার হয়।

ভাবমিশ্র বলেন,—যদি প্রাতঃকালে

---

* শুধু রসশেষাজীর্ণ কেন—সকল প্রকার অজীর্ণেই আহারের পূর্ব্বে নিদ্রা হিতকর। এ সম্বন্ধে একজন বাঙ্গালা কবি বলিয়াছেন—

"অজীর্ণ যদি সারা'তে চাও।
অনাহারে নিদ্রা যাও।"

অজীর্ণ বোধ হয়, তাহা হইলে হরীতকী, শুঁঠ ও সৈন্ধব চূর্ণ একত্র মিশাইয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিয়া যথাসময়ে আহার করিলে কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। যথা—

ভবেদযথা প্রাতরজীর্ণশঙ্কা তদাভয়াং নাগর
সৈন্ধবাভ্যাম্।
বিচূর্ণিতা শীতজলেন ভুক্ত্বা ভুঞ্জা দশঙ্কং
মিতমন্নকালে॥

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ভাবমিশ্রের এই উপদেশ সাধারণ অজীর্ণের পক্ষে অর্থাৎ রাত্রে গুরুপাক দ্রব্য ভোজনের ফলে যদি প্রাতঃকালে সাধারণ অজীর্ণ বোধ হয়, তাহা হইলেই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় ভোজনের ব্যবস্থা করিবে, নতুবা ভুক্তদ্রব্য বিশেষ ভাবে পরিপাক প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কথনই পুনরায় ভোজনের ব্যবস্থা দিবে না। "অজীর্ণে ভোজনং বিষম্।"—এইবাক্য সর্ব্বদাই মনে রাখা কর্ত্তব্য।

আহারের পর বিদাহ পাকের জন্য এবং তজ্জনিত হৃদয় ও গলদেশে দাহ উপস্থিত হইলে ভাবমিশ্র ব্যবস্থা দিয়াছেন,—কিসমিস ও হরীতকী একত্র করতঃ মধু ও চিনির সহিত লেহন করিবে। যথা—

বিদহ্যতে যস্য তু ভুক্ত মাত্রং দহ্যতে হৃচ্চ
গলশ্চ যস্য।
দ্রাক্ষাং সিতামাক্ষিক সম্প্রযুক্তাং লীঢ়া ভয়াঞ্চাপি
সুখং লভেত॥

বিদগ্ধাজীর্ণে শীতল জল পান করা হিতকর, তাহার ফলে বিদগ্ধ অন্ন শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং জলের শৈত্য ও দ্রবত্ব গুণ জনিত পিত্ত প্রশমিত হইয়া অধোদেশে নীত হয়। বিদগ্ধাজীর্ণে হরীতকী ১ তোলা ও পিপুল ১ তোলা—৩২ তোলা কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশেষে নামাইয়া তাহার সহিত একআনা সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া সেবনে ধূম নির্গমবৎ উদ্গার প্রভৃতি বিদগ্ধাজীর্ণের উপদ্রব সকল তিরোহিত হইয়া থাকে।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে হিং, শুঁঠ পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব লবণ শীতল জলে বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিবে। স্বেদক্রিয়া ও লবণ মিশ্রিত জলপান বিষ্টব্ধাজীর্ণের উৎকৃষ্ট ঔষধ। রসশেষাজীর্ণে উপবাস ও দিবানিদ্রা উপকারক। হরীতকী, পিপুল ও সৌবর্চ্চল লবণ ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া রোগীর বয়সের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দোষানুসারে দধির মাত বা উষ্ণ জলের সহিত সেবনের ব্যবস্থা করাইবে, ইহাতে চারি প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও উদরাধ্মান প্রভৃতি নিবারিত হইবে। উদরাধ্মান নিবারণের জন্য মৌরি ভিজান জল, চূর্ণের জল, গোলমরিচ ভিজান জল উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। গোল মরিচ বাটিয়া শীতল জলের সহিত মিশাইয়া পান করিলেও উদরাধ্মানের উপশম হইয়া থাকে। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দন্তীবীজ, তেউড়ী মূল, চিতামূল ও পিপুলমূল ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত প্রাতঃকালে সেবন—সকল প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও উদাবর্ত্তরোগে উপকারক।

সাধারণ অজীর্ণে আমরা আর একটী মুষ্টিযোগ সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি। সেটি লবণ ও যমানি। সৈন্ধব লবণ হইলেই ভাল হয়, অভাবে যে কোন লবণ চলিতে পারে। এই লবণ ও যমানি এক একটি দুই আনা পরিমাণে লইয়া মুখে ফেলিয়া না চিবাইয়া খানিকটা শীতল জল পান করিলে অনেক

সময় অজীর্ণের বিলক্ষণ উপকার হয়। লবণ ও গোলমরিচও সম পরিমাণে লইয়া এইরূপ অবস্থায় সেবন করা চলে।

ঔষধ প্রয়োগের জন্য বজ্রক্ষারের প্রয়োগ অতি উত্তম ব্যবস্থা। ফটকিরির চারিগুণ সোরা মিশাইয়া অগ্নি সন্তাপে গলাইয়া ঢালিয়া লইলে বজ্রক্ষার প্রস্তুত হইল। এই বজ্রক্ষার একআনা মাত্রায় শীতল জলের সহিত একবার কিম্বা দুইবার অজীর্ণের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে সুফল দর্শিয়া থাকে। বজ্র-ক্ষারের মাত্রা বেশী হইলে তাহার গুণ ধারক এবং মাত্রা অল্প হইলে তাহার গুণ পাচক হইয়া থাকে। এজন্য অজীর্ণের প্রথমাবস্থায় অধিক মাত্রায় ইহা প্রয়োগ করিতে নাই। বজ্রক্ষারে সোরা থাকায় যথেষ্টপরিমাণে মূত্র নিঃসৃত হওয়ায় ইহার দ্বারা অতি সহজে উদ-রাধ্মান নিবৃত্ত হইয়া থাকে। উদরাধ্মান অধিক ভাবে থাকিলে মৌরীভিজান জল সহ বজ্রক্ষার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে। পাতিলেবুর রস ও শীতল জলও উদরাধ্মান নিবৃত্তির পক্ষে উত্তম ব্যবস্থা।

সৈন্ধবাদিচূর্ণ অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যের প্রথম অবস্থায় বেশ ফলপ্রদ ঔষধ। ইহার উপাদান—

"সিন্ধুত্থ পথ্যা মগধোদ্ভব বহ্নিচূর্ণ"

সৈন্ধবলবণ, হরীতকী পিঁপুল ও চিতামূল।

সৈন্ধব লবণ ও হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক বিশেষতঃ সারক। পিঁপুল ও চিতামূল পাচক। এজন্য ইহা দ্বারাও প্রথমাবস্থায় পাচন ক্রিয়া সাধিত হওয়ায় অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের উপকার উত্তমরূপই হইয়া থাকে। এই ঔষধের অনু-পান উষ্ণ জল। মাত্রা চারি আনা।

"হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ" একবার করিয়া ব্যবহার করিলেও বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহার উপাদান—

ত্রিকটুকমজমোদা সৈন্ধবং জীরকদ্বে।

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিং। সকল দ্রব্য সমভাগ। শাস্ত্রকার এই ঔষধ ভোজনের প্রথম গ্রাসে ঘৃতের সহিত সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্য প্রবল থাকিলে ঘৃত সহ কিন্তু ব্যবহার করা ঠিক নহে। ভাবমিশ্র এই ঔষধ প্রাতঃকালেই সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। আমরাও সেই মত অবলম্বন করিয়া এই ঔষধ এক আনা হইতে দুই আনা মাত্রায় প্রাতঃকালে শীতল জলের সহিত ব্যবস্থা করাইয়া অনেক স্থলেই সুফল পাইয়া থাকি।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে শুঁঠ—পাচক। পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মা নিবারক। মরিচ—গ্রাহী—কিন্তু পাচক। যমানী—আগ্নেয়। সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক। জীরা আগ্নেয়। কৃষ্ণজীরা—পাচক।

হিং—

হিঙ্গূষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাসঘ্নৎ।
শূলগুল্মোদরানাহ ক্রিমিঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্॥
স্ত্রীপুষ্পজননং বল্যং মূর্চ্ছাপস্মার হৃৎপরম্।

ইহা উষ্ণ, পাচক, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, বলকারক ও রজঃ প্রবর্ত্তক। হিং সেবনে বাতশ্লেষ্মা, শূল, গুল্ম, উদররোগ, আনাহ, ক্রিমি এবং মূর্চ্ছা ও অপস্মার নষ্ট হয়।

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণে যে সকল উপাদান আছে তাহার মধ্যে হিঙ্গু পিত্তবর্দ্ধক, এজন্য তীক্ষ্ণাগ্নি

এবং বিদগ্ধাজীর্ণে এই ঔষধের ব্যবস্থা করা ঠিক নহে। সে অবস্থায় ভাস্কর লবণের ব্যবস্থা সঙ্গত। নিম্নে ভাস্করলবণের উপাদান বলা যাইতেছে—

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ধান্যকং কৃষ্ণজীরকম্।
সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব পত্রং তালীশ কেশরম্॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পঞ্চ সৌবর্চ্চলস্যচ।
মরিচাজাজী শুণ্ঠী নামেকৈকস্য পলং পলম্॥
ত্বগেলা চার্দ্ধ ভাগেন সামুদ্রাৎ কুড়বদ্বয়ম্।
দাড়িমাৎ কুড়বঞ্চৈব দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ॥

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব বিটলবণ, তেজপত্র ও নাগকেশর ইহাদের প্রত্যেকেটির চূর্ণ ১৬ তোলা, সচল লবণ ৪০ তোলা, মরিচ, জীরা ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা, দারুচিনি ৪ তোলা, ছোট এলাইচ ৪ তোলা ও অম্লবেতস ১৬ তোলা।

পিঁপুল—আগ্নেয়। পিপুলমূল—পাচক। ধনে—আগ্নেয়। কৃষ্ণজীরা—পাচক। সৈন্ধব—ত্রিদোষনাশক। বিটলবণ—দীপন। তেজপত্র—হৃল্লাস, অরুচি প্রভৃতি নিবারক ও বায়ুনাশক। তালীশপত্র—কফবাতঘ্ন। নাগেশ্বর আমপাচক। সচল—আগ্নেয়। মরিচ—আগ্নেয়। জীরা—আগ্নেয়। শুঁঠ—পাচক। দারুচিনি—বাতপিত্তঘ্ন। ছোটএলাইচ—বাতশ্লেষ্মঘ্ন। করকচ বাতঘ্ন। দাড়িম্ব খোসা—ত্রিদোষ নাশক কিন্তু গ্রাহী। অম্লবেতস—আগ্নেয় কিন্তু ভেদক।

এই ঔষধের মাত্রা দুই আনা হইতে চারি আনা। শীতল জল, দধির মাৎ, তক্র এবং কাঁজি প্রভৃতির সহিত ইহা প্রযুজ্য। আম দোষ এবং মন্দাগ্নি নিবারণ করিতে ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা।

যেখানে হিং ঘটিত ঔষধ দেওয়া চলে, অর্থাৎ যে রোগী তীক্ষ্ণাগ্নি বা বিদগ্ধাজীর্ণে আক্রান্ত নয় তাহাকে হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ ভিন্ন "স্বল্পাগ্নি মুখচূর্ণ" বা "বৃহদগ্নি মুখচূর্ণ" একবার করিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। নিম্নে ঐ দুইটি ঔষধের উপাদান লিখিত হইতেছে।

স্বল্পাগ্নি মুখ চূর্ণম্।

হিঙ্গুভাগো ভবেদেকো বচাচ দ্বিগুণাভবেৎ।
পিপ্পলী ত্রিগুণা প্রোক্তা শৃঙ্গবেরং চতুর্গুণম্॥
যমানিকা পঞ্চগুণা ষড়্গুণাচ হরীতকী।
চিত্রকং সপ্তগুণিতং কুষ্ঠমষ্ট গুণং ভবেৎ॥

হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিঁপুল ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ ও কুড় ৮ ভাগ। প্রত্যেকের চূর্ণ পৃথক পৃথক করিয়া একত্র মিশাইয়া লইবে। উষ্ণ জলের সহিত এক আনা বা দুই আনা মাত্রায় এই ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধের উপাদানগুলির মধ্যে—হিং পাচক—

বচ—

বচোগ্রগন্ধা কটুকা তিক্তোষ্ণা বান্তি বহ্নিকৃৎ।
বিবন্ধাধ্মান শূলঘ্নী শকৃন্ মূত্রবিশোধিনী॥
অপস্মার কফোন্মাদ ভূতজন্তু নিলান্ হরেৎ।

ইহা উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বমনকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। মলাদির বন্ধ, আধ্মান, পেটফাঁপা, কফজন্য উন্মাদ, অপস্মার, শূলরোগ ইহা ব্যবহারে প্রশমিত হয়। ইহা সেবনে মলমূত্র বিশুদ্ধ ও ভূতাদি ভয় বিদূরীত হয়।

পিপুল—দীপন। শুঁঠ—আগ্নেয়। যমানী

আগ্নেয়। হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। চিতামূল—পাচক। কুড়—কফ ও বাতঘ্ন।

বৃহদগ্নিমুখ চূর্ণম্।

যবক্ষারৌ চিত্রকং পাঠা করঞ্জং লবণানি চ।
সূক্ষ্মৈলা পত্রকং ভার্গী ক্রিমিঘ্নং হিঙ্গুপুষ্করম্॥
শঠী দার্ব্বী ত্রিবৃন্মুস্তং বচাচেন্দ্র যবস্তথা।
ধাত্রী জীরক বৃক্ষাম্লং শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা॥
অম্লবেতসমম্লিকা যমানী সুরদারুচ।
অভয়াতি বিষাশ্যামা হবুষারগ্বধং সমম্॥
তিল মুষ্ককশিগ্রূণাং কোকিলাক্ষ পলাশয়াঃ।
ক্ষারাণি লৌহকিট্টঞ্চ তপ্তঃ গোমূত্র সেবিতম্॥
সমভাগাণি সর্ব্বাণি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ।
মাতুলুঙ্গ রসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥
দিনত্রয়স্তু শুক্তেন আর্দ্রকস্ত রসেন চ।

যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, আকনাদি, করঞ্জমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, বামুনহাটি, বিড়ঙ্গ, হিং, কুড়, শঠী দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুথা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলকী, জীরা, আমরুল, গজপিঁপুল, কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, তেঁতুল, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, অনন্তমূল, হবুষা (অভাবে ধনে) সোঁদালফলের মজ্জা, তিলের ডাঁটার ক্ষার, ঘণ্টাপারুলির ক্ষার, সজিনা ছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাশক্ষার ও গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুর—এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া তিন দিন ছোলঙ্গ লেবুর রসে, তিন দিন শুক্তে (অভাবে কাঞ্জিকে) ও ৩ দিন আদার রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ অন্ন ও ব্যঞ্জনাদির সহিত মিশাইয়া সেবন করিতে হয়। মাত্রা এক আনা হইতে চারি আনা। সকল প্রকার অজীর্ণ রোগে ইহা মহৌষধ।

ইহার উপাদানগুলির মধ্যে যবক্ষার—বায়ুর অনুলোমক, শ্লেষ্মা ও আমনাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। সাচিক্ষার—আগ্নেয়। চিতামূল—দীপন। আকনাদি বাতশ্লেষ্ম-নাশক ও অতীসার প্রভৃতি রোগে প্রযুজ্য।

করঞ্জমূলের ছাল—

চিরবিল্বস্তু কটুক উষ্ণো বাত প্রশান্ত কৃৎ।
নেত্র্যোভেদী কফঘ্নশ্চ কণ্ঠাশঃ ক্রিমিঘাতনঃ॥

ইহা কটু, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুশান্তিকর, চক্ষুর হিতকর, ভেদক, কফনাশক এবং কুষ্ঠ, অর্শ ও ক্রিমিঘ্ন।

পঞ্চলবণ। সৈন্ধব—আগ্নেয়। সৌবর্চ্চল—অগ্নিদীপ্তিকারক। বিড়—দীপন। সামুদ্র—বায়ুনাশক। সাম্ভার—ভেদক। ছোট এলাইচ—বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক। তেজপত্র—বাতঘ্ন। বামনহাটী—পাচক। বিড়ঙ্গ—আগ্নেয়। হিং পাচক। কুড়—কফ বাতঘ্ন। শঠী—আগ্নেয়। দারুহরিদ্রা—কফপিত্তঘ্ন। তেউড়ী + —রেচক। মুথা গ্রাহী। বচ—

+ তেউড়ী দুই প্রকার,—শ্বেতা ত্রিবৎ ও শ্যামা ত্রিবৎ। শ্বেতা ত্রিবৃতের গুণ—

শ্বেতা ত্রিবৃদ্রেচনী স্যাৎ স্বাদুরুষ্ণা সমীরজিৎ।
রূক্ষা পিত্ত জ্বর শ্লেষ্ম পিত্তশোথোদরাপহা॥

অর্থাৎ শ্বেত তেউড়ী রেচক, স্বাদু, উষ্ণ, বায়ুনাশক ও রূক্ষ। ইহার দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, পৈত্তিক শোথ ও উদররোগ নিবারিত হয়।

শ্যামা ত্রিবৃতের গুণ—

শ্যামা ত্রিবৃৎ ততোহীন গুণাতীব্র বিরেচনী।
মূর্চ্ছাদাহ মদ ভ্রান্তি কণ্ঠোৎকর্ষণ কারিণী॥

এই তেউড়ী পূর্ব্বোক্ত তেউড়ী অপেক্ষা অল্পতা গুণ বিশিষ্ট। কিন্তু ইহার বিরেচনম্ শক্তি তীব্র। ইহা ব্যবহারে মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, ভ্রম, ও কণ্ঠশোষ উপস্থিত হয়।

কফনাশক। ইন্দ্রযব—গ্রাহী। আমলকী—ত্রিদোষনাশক। জীরা—আগ্নেয়।

আমরুল—

চাঙ্গেরী দীপনীরুচ্যারুক্ষোষ্ণা কফবাতনুৎ।
পিত্তলাম্লা গ্রহণ্যর্শঃ কুষ্ঠাতীসার নাশিনী॥

ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, রুচ্য, রুক্ষ, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্ম নাশক, পিত্তজনক, ও অম্ল। গ্রহণী, অর্শ, কুষ্ঠ ও অতীসার রোগ ইহার দ্বারা নিবারিত হয়।

গজপিপুল—আগ্নেয়। কৃষ্ণজীরা—আগ্নেয়। অম্লবেতস—আগ্নেয় ও ভেদক।

তেঁতুল—

অম্লিকাম্লা গুরুর্বাত হরি পিত্তকফাস্রকৃৎ।
পক্কাতু দীপনী রুক্ষা সরোষ্ণা কফবাতনুৎ॥

অম্ল, গুরু, বাতনাশক, পিত্তজনক, কফবর্দ্ধক, ও রক্তদোষ নিবারক। ইহা পক্কাবস্থায় অগ্নিরদীপ্তিকারক, রুক্ষ, সর, উষ্ণ ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

যমানী—পাচক।

দেবদারু—বিবন্ধ ও আধ্মান প্রভৃতি নিবারক।

হরীতকী—ত্রিদোষনাশক।

আতইচ—পাচক।

অনন্তমূল—

সারিবা যুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
অগ্নিমান্দ্যা রুচি শ্বাস কাসাম বিষনাশনম্॥
দোষ ত্রয়াস্র প্রদর জ্বরাতীসার নাশনম্।
স্বেদনং মূত্রকৃদ্ বল্যং পরং বৃষ্যং রসায়নম্॥
ঔপদংশিক রোগঘ্নং সর্ব্ব চর্ম্ম বিকারনুৎ।
আমবাতং বাতরক্তং সূত রোগাংশ্চ নাশয়েৎ॥

দুই প্রকার শারিবাই* স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু, বিষঘ্ন, ত্রিদোষনাশক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকর, বলবর্দ্ধক, বৃষ্য ও রসায়ন। অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমজরোগ, বিষদোষ, রক্তপ্রদর, জ্বরাতীসার, ঔপদংশিক বিষজাত বিবিধ বিকার, সকল প্রকার চর্ম্মরোগ, আমবাত, বাতরক্ত ও অবিধি পারদ সেবনজনিত রোগ সমস্ত ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

হবুষা—

হবুষা দীপনী তিক্তা মৃদূষ্ণা তুবরা গুরুঃ।
পিত্তোদর সমী রার্শো গ্রহণী গুল্ম শূলহৃৎ॥

হবুষা অগ্নির উদ্দীপক, তিক্ত, মৃদু, উষ্ণ, কষায় ও গুরু। ইহা পিত্ত, উদররোগ, বায়ু, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম ও শূলরোগ নষ্ট করে। হবুষার পরিবর্ত্তে যে ধনে ব্যবহার হয় তাহাও আগ্নেয়।

সোঁদাল ফলের মজ্জা—

আরগ্বধো গুরুঃ স্বাদু শীতঙ্গঃ সংস্রনো গুরুঃ।
জ্বর হৃদ্রোগ পিত্তাস্র বাতোদাবর্ত্ত শূলনুৎ॥
তৎফলং স্রংসনং রুচ্য কুষ্ঠ পিত্ত কফাপহম্।
জ্বরে তু সততং পথ্যং কোষ্ঠশুদ্ধি করং পরমং॥

আরগ্বধ গুরু শীতল ও উত্তম স্রংসন অর্থাৎ কোষ্ঠস্থ মলাদিকে শিথিল করে। জ্বর, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, উর্দ্ধগ বায়ু ও শূলরোগে ইহা উপকারী। আর গ্বধের ফল কোষ্ঠস্থিত মলাদি শিথিল করে, ইহা রুচিকারক, কুষ্ঠ, পিত্ত ও কফনাশক। আরাগ্বধ জ্বরে বিশেষ উপকারী, ইহাতে বিলক্ষণরূপে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

* শারিবা দুই প্রকার, কৃষ্ণ ও শুক্ল শারিবা। শ্যামালতা ও অনন্তমূল।

তিলের ডাঁটার ক্ষার ... আগ্নেয়।
ঘণ্টা পারুলির ক্ষার ... ,,
সজিনার ছালের ক্ষার ... ,,
কুলেখাড়ার ক্ষার } ক্ষারা এতেঽগ্নিনা তুল্যা
পলাশক্ষার } গুল্ম শূল হরা ভৃশং।

মণ্ডুর* – বায়ুবর্দ্ধক কিন্তু কফ পিত্তনাশক।

ছোলঙ্গ লেবুর রস—

অম্লীরমুষ্ণং গুর্ব্বম্লং বাতশ্লেষ্ম বিবন্ধনুৎ।
শূল কাস কফোৎ ক্লেশ ছর্দ্দি তৃষ্ণাম দোষজিৎ॥
আস্য বৈরস্য হৃৎপীড়া বহ্নিমান্দ্য ক্রিমীন হরেৎ।

ইহা উষ্ণ, গুরু, অম্ল, বাতশ্লেষ্মনাশক ও বিবন্ধনিবারক। ইহা শূল, কাস, কফ উপস্থিত বমন, বমি, তৃষ্ণা, আমদোষ, মুখবৈরস্য, হৃৎপীড়া, অগ্নিমান্দ্য ও ক্রিমি নষ্ট করে।

শুক্ত—

কন্দমূল ফলাদীনি সস্নেহ লবণানিচ
যত্র দ্রবে ঽভিষয়ন্তেতচ্ছুক্ত মভিধীয়তে॥
বিনষ্টমম্লতাং যাতং মদ্যং বা মধুর দ্রবঃ।
বিনষ্টঃ সন্ধিতো যস্তু তচ্চুতক্তমভিধীয়তে॥

নানাবিধ কন্দ, মূল ও ফলাদি লবণ ও তৈলাদির সহিত দ্রব পদার্থে আপ্লাবিত করিয়া সন্ধিত করিলে শুক্ত (আচার) উৎপন্ন হয়। মদ্য বিনষ্ট হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে অথবা কোন মধুর দ্রব পদার্থ বিনষ্ট হইয়া সন্ধিত হইলে তাহাকেও শুক্ত বলা যায়।

শুক্তের অভাবে কাঞ্জিক দিলে তাহার গুণ—

তদ্ ভেদি তীক্ষ্ণং লঘু পাচনঞ্চ।
দাহ জ্বরঘ্নং কফ বাত নাশি।

ইহা ভেদক, তীক্ষ্ণ, লঘু পাচক, দাহজ্বর নাশক, কফঘ্ন ও বায়ু শান্তি কর।

(ক্রমশঃ)

* মণ্ডুরের গুণ লৌহের ন্যায়। যথা—
"তৎ কিট্টং তদ্বদেব হি।"

আলোচনা।

[শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এইচ, এম-বি]

—:০:—

বাঙ্গালীর মরণ—বাঙ্গালায় যত অধিক লোক মরিয়া থাকে, পৃথিবীর আর কোথাও বুঝি এমনটী মরে না। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলি তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টে যে মরণের হার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তাহাতে দেখা যায়—যে কলিকাতা প্রভৃতি বাঙ্গালার আটটী সহরে হাজার করা ৪০জনেরও অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং বিলাত অপেক্ষা বাঙ্গালায় চতুর্গুণ মৃত্যু হইয়া থাকে। বাঙ্গালার যে আটটী সহরের নাম বিশেষভাবে করা হইয়াছে তাহাতে হাওড়ার মৃত্যুর হার ৫৫.৯ জন, বরাহনগরে হাজার করা ৫৪.৮ জন। ইহার মধ্যে শতকরা ২০জন কলেরা এবং আর ২০জনের আমাশয় ও উদরাময় রোগে মৃত্যু হইয়াছে। মাণিকতলায় হাজার করা ৪৯ জন মরিয়াছে। গোবরডাঙ্গায় হাজার করা ৪৭.১ জন, কৃষ্ণনগরে, হাজার করা ৪৩.৮ জন, চন্দ্রকোনায় ৮৩.৫ জন এবং কলিকাতায় ৪২.২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। অধিকাংশ স্থানেই দেখা যায় যে, প্রধানতঃ কলেরা, উদ-

রাময়, আমাশয়, বসন্ত ও ম্যালেরিয়ার মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইয়াছে।

পল্লী চিকিৎসক বিদ্যালয়—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে স্বায়ত্বশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, পল্লীগ্রামের চিকিৎসকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহার জন্য স্যার সুরেন্দ্রনাথ গবরমেণ্টকে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পরামর্শ দিবার জন্য একটী কমিটী গঠিত করিয়াছেন। এই কমিটীর সভাপতি হইয়াছেন. বেঙ্গল গবরমেণ্টের সার্জ্জেন জেনারল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ক্যাম্বেল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেণ্ট লেফটেনাণ্ট কর্ণেল এ, লেভেণ্টন, সন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়চৌধুরী ও কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার এম, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এস, এম, বসু, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দত্ত, শ্রীযুক্ত তারকনাথ চৌধুরী, ডাঃ হাসানসরা আরর্দ্দি ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। কি ভাবে কোথায় কতগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হইবে, কি ভাবে ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, কতদুর পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে কমিটী এই সব বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গবরমেণ্টকে জানাইলে কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শিশুমৃত্যু নিবারণ—বঙ্গীয় গবরমেণ্ট বঙ্গদেশে শিশুর অকালমৃত্যু নিবারণের জন্য এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটিতে কিন্তু কোন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করা হয় নাই, গবরমেণ্ট যদি ডাক্তারদিগের ন্যায় কয়েকজন কবিরাজ নিযুক্ত করিতেন তাহা হইলে ফল যে আরও শুভ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীর ছেলেকে দেশীয় বৈদ্যদ্বারা চিকিৎসা করাইলে যে বেশী ফল হইবে তাহা সুনিশ্চিত। এজন্য আমরা সদাশয় গবরমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রজাপতির রোগ নিবারণী শক্তি—বিলাতের বিখ্যাত ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ্ মিটানিকো সংপ্রতি একটী নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি প্রজাপতির দেহে নানাপ্রকার রাগজীবাণু প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন, যে প্রজাপতির সর্ব্বপ্রকার জীবাণু নষ্ট করিবার শক্তি আছে। তিনি ডিপথেরিয়া প্লেগ, ধনুষ্টঙ্কার ও টিউবারকিউলিস রোগের কীটাণু প্রজাপতির দেহে প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন যে, কয়েকদিনের মধ্যে উক্ত কীটাণুগুলি নষ্ট প্রাপ্ত হয়। প্রজাপতির দেহে জীবিত থাকিতে পারে এ পর্য্যন্ত কোন জীবাণু পাওয়া যায় নাই। এই বিজ্ঞানবিদ্ শীঘ্রই প্রজাপতির দেহ হইতে ইনজেকশন দেওয়ায় এক রকম ঔষধ আবিষ্কার করিয়া টিউবারকিউলসিস রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন!

স্বাস্থ্য কনফারেন্স—সম্প্রতি কলিকাতা স্বরাজপন্থীদের উদযোগে ভারতসভা গৃহে স্বাস্থ্য কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। বাঙ্গালার নানাস্থানের মিউনিসিপালিটি, জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদভিন্ন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অধিবেশনে স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা আলোচনা হইয়াছিল।